CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৭ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 14 May, 2021 ■ আগরতলা, ১৪ মে, ২০২১ ইং ■ ৩০ বৈশাখ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হয়েছে ১৮ উর্ধদের করোনার টিকাকরণ। আগরতলায় তোলা প্রবীর দাসের ছবি।

আঠার উর্ধদের টিকাকরণ শুরু প্রথম দিনে দেয়া হল ১২০০ জনকে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ মে।। রাজ্যে ১৮ উর্ধদের ভেকসিং দেওয়ার প্রক্রিয়া বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হয়েছে। এদিন আগরতলা মোট ১২০০ জনকে এই টিকা দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন টিকাকরণের দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারীক ডাঃ অভিজিৎ দাস।

তিনি জানান এদিন ছয়টি জায়গায় টিকাকরণ কর্মসূচি রূপায়িত হয়েছে। সেগুলি হচ্ছে শিক্ষা ভবন, এমবিবি বিমানবন্দর, গোর্খাবস্তি স্বাস্থ্য অধিকর্তার অফিস, ওএনজিসি আগরতলা, এসবিআই মেলারমাঠ এবং বিদ্যুৎ নিগমের প্রধান কার্য্যালয়। তিনি জানিয়েছেন অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে এদিন টিকাকরণ করা হয়েছে। তিনি বলেন, ১৮ বছরের উর্ধদের টিকাকরণ প্রক্রিয়া জারি থাকবে। সেই সাথে রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়াও অব্যাহত থাকবে। তিনি বলেন, মুলতঃ দশ-পনেরটি স্লটে টিকাকরণ করা হচ্ছে। প্রতিটি স্লটে থাকছে ২০০ এর মত ডোজ। যাদের সংক্রমিত হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল তাদের আগে টিকাকরণ করা হচ্ছে।

অনুজের হাতে খুন হল অগ্রজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৩ মে।। পারিবারিক ঝামেলাকে কেন্দ্র করে ছোট ভাইয়ের হাতে খুন বড় ভাই। ঘটনা বিশ্রামগঞ্জ থানাধিন তুই চাকমা এলাকায়। মৃতের নাম রঞ্জিত দেববর্মা। বয়স বাইশ। অভিযুক্ত ছোট ভাই প্রণব দেববর্মাকে বিশ্রামগঞ্জ থানার পুলিশ বৃহস্পতিবার বিশালগড় আদালতে সোপর্দ করেন। আদালত অভিযুক্ত প্রণব দেববর্মাকে ১২ দিনের জেল হেফাজতে থাকার নির্দেশ দেয়।

গরু চড়াতে গিয়ে নিখোঁজ ভাই-বোনের মৃতদেহ উদ্ধার খুনের অভিযোগে আটক যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ১৩ মে।। করোনা-তাণ্ডবের মধ্যে দুই ভাই-বোনের মৃতদেহ উদ্ধারের হৃদয়বিদারক ঘটনায় দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলায় তীব্র চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে। গরু চড়াতে গিয়ে নিখোঁজ দুই ভাই-বোনের মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। জঙ্গলে একটি জলাশয়ে আজ বৃহস্পতিবার সকালে তাদের মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় পরিবারের সদস্যরা খুনের অভিযোগ এনেছেন। ওই ঘটনায় পিআরবাড়ি থানার পুলিশ সন্দেহভাজন এক যুবককে আটক করেছে। এদিকে, ভাইবোনের মৃত্যুর ঘটনায় শোকসন্তপ্ত এলাকাবাসী মোমবাতী মিছিল করেছেন এদিন সন্ধ্যায়।

পিআরবাড়ি থানার ওসি অর্জন চাকমা জানান, বুধবার সকালে বিলোনিয়া রাজনগর ব্লকের অধীন চিটাগাং এলাকার বাসিন্দা সাধন দে-র দুই নাবালক সন্তান রীতা দে (৯) এবং হৃদয় দে (১১) গরু চড়াতে বাড়ি থেকে বের হয়েছিল। কিন্তু সন্ধ্যা হয়ে গেলেও তারা বাড়ি ফিরে আসেনি। তখন পরিবারের সকলে বাড়ি থেকে দুই কিমি দূরে অবস্থিত বগাচাতল এলাকার জঙ্গলে খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। অনেক খোঁজাখুঁজি করেও তাদের সন্ধান না পেয়ে পিআরবাড়ি থানায় নিখোঁজ ডায়েরি করেন তাদের দাদু।

স্থানীয় জনগণও দুই ভাই-বোনের খোঁজে অনেক চেষ্টা করেছেন। জনৈক স্থানীয় বাসিন্দা বলেন, বগাচাতল জঙ্গলটি খুবই ঘন। সেখানে বাইসন এবং সাপের ভয় রয়েছে। সমস্ত ভয় উপেক্ষা করে দুই নাবালক ছেলে-মেয়েকে খোঁজা হয়েছে। কিন্তু রাতে তাদের কোনও হদিস পাওয়া যায়নি। এদিকে, তাদেরকে অন্তিমবার দেখেছিল সিদ্ধিনগর তালটিলার বাসিন্দা সুগ্রীব ত্রিপুরা। পিআরবাড়ি থানার ওসি বলেন, সুগ্রীবের শরীরে বিভিন্ন স্থানে আঁচড়ের চিহ্ন রয়েছে। এ-বিষয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করা হলে সদুত্তর পাওয়া যায়নি। তাই তাকে আটক করা হয়েছে।

পুলিশের দাবি, আজ সকালে বগাচাতল জঙ্গলের একটি জলাশয়ে দুই ভাই-বোনের মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। খবর পেয়ে উদয়পুর থেকে ফরেনসিক টিম এবং ডগ স্কোয়াড ছুটে গেছে। মৃতদেহ নিহারনগর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ময়না তদন্তের পর পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। পিআরবাড়ি থানার ওসি বলেন, প্রাথমিকভাবে ওই দুই ভাই-বোনকে হত্যা করা হয়েছে বলেই অনুমান।

ঘটনা সম্পর্কে মৃতের দাদু বলেন, প্রতিদিন তারা দুই ভাই-বোন গরু চড়াতে যেত। সময়মতো বাড়ি ফিরে আসে। কিন্তু গতকাল তারা সন্ধ্যা হয়ে গেলেও বাড়ি ফিরে আসেনি। অনেক খোঁজাখুঁজির পর জঙ্গলে গরু উদ্ধার হয়েছে। কিন্তু গতকাল রাতে তাদের খুঁজে পাওয়া যায়নি। আজ সকালে তাদের মৃতদেহ উদ্ধারের খবর এসেছে। মৃতদেহ উদ্ধারের পর দুই সন্তানের মা রিংকু সরকার দে কান্নায় ভেঙে পড়েছেন। এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

নার্সিংহোমে শিশুর মৃত্যু চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ মে।। আবারো রাজধানীর বুকে বেসরকারি নার্সিংহোমে চিকিৎসা গাফিলতিতে মৃত্যু হল এক নবজাতকের। ঘটনা পোস্ট অফিস চৌমুহনীসিত আগরতলা নার্সিংহোমে। ঘটনায় জানা যায় গত সাতই মে আগরতলার পোস্ট অফিস চৌমুহনিস্থিত আগরতলা নার্সিংহোমে জন্ম হয় এক ফুটফুটে শিশুর। রোগের লক্ষণ থাকলেও সঠিক চিকিৎসা বা পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয়নি বলে অভিযোগ।

চিকিৎসার নামে ৩৬ হাজার টাকা পরিশোধ করার পর ছুটি দিয়ে দেওয়া হয় ১০ ই মে। বারবার শিশুর অভিভাবকরা বলার পরও কোনও রকম চিকিৎসার উদ্যোগ নেয়নি নার্সিং হোম কর্তৃপক্ষ। করা হয়নি কোন ধরনের পরীক্ষা নিরীক্ষা। এর ফলশ্রুতিতেই বিনা চিকিৎসায় মৃত্যু হয় শিশুটির। এই অভিযোগ করেন মৃত শিশুর বাবা সুমন চক্রবর্তী ও আত্মীয় পরিজনেরা।

বেসরকারি নার্সিংহোমে এ ধরনের ঘটনা নতুন নয়। এসব ঘটনা প্রতিনিয়ত ঘটে থাকলেও দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকরা কোন ধরনের ব্যবস্থা নিচ্ছেন না। সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে পরিকাঠামোহীন নার্সিংহোম গুলিতে চিকিৎসার নামে মানুষের পকেট কাটা হচ্ছে। মানুষ নার্সিংহোম গুলিতে চিকিৎসা পরিষেবার সুযোগ নিতে আসেন উন্নত পরিষেবা পাওয়ার জন্য। কিন্তু নার্সিংহোম গুলিতে পরিষেবা পাচ্ছেন না রোগী ও তাদের পরিবার পরিজনরা। পরিকাঠামোহীন এইসব নার্সিংহোম এর ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পুর নিগম এলাকায় বাড়ী বাড়ী সমীক্ষা শুরু হচ্ছে আজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ মে।। করোনা সংক্রমণে এই মুহূর্তে রাজধানী জুবুথুবু। সংক্রমন প্রতিরোধে নেওয়া হচ্ছে একের পর এক পদক্ষেপ। আগামীকাল থেকেই আগরতলা পুর নিগম এলাকায় শুরু হচ্ছে বাড়ী বাড়ী সমীক্ষার কাজ। পুর নিগম এলাকার ওয়ার্ড ভিত্তিক বাড়ী বাড়ী যাবে স্বাস্থ্য দপ্তরের কর্মীরা। আশাকর্মী এবং এ. এন. এম পৌঁছাবেন আপনার বাড়ী। জানতে চাইবেন কিছু গুরুত্ব পূর্ণ তথ্য। যেগুলি থেকে স্বাস্থ্যকর্মীরা অনায়াসে বুঝে যাবে যে আপনি করোনাই আক্রান্ত কিনা।

যদি লক্ষন থাকে সেক্ষেত্রে আপনাকে পাঠানো হবে করোনা পরীক্ষার জন্য। এই সার্ভে টিমের সংগে থাকবে করোনা পরীক্ষার টিম ও। তাই জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক, পশ্চিম ত্রিপুরা পুর নিগম বাসীদের কাছে অনুরোধ জানিয়েছেন, এই সমীক্ষার কাজে স্বাস্থ্য দপ্তরকে সহয়তা করার জন্য। প্রসঙ্গত, করোনা প্রতিরোধে স্বাস্থ্য কেন্দ্র গুলিতে আগের মতই ভ্যাকসিনেশন চলছে। তাই যারা এখনও নেননি তারা নিকটবর্তী স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যোগাযোগ করতে বলা হয়েছে।

করোনা

প্রসঙ্গত, কোভিড সংক্রমণের হার বিবেচনা করে সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে আগরতলা পুর নিগম এলাকার সমস্ত বাড়িতে গিয়ে স্বাস্থ্যকর্মীগণ অ্যান্টিজেন টেস্ট করবেন। আজ কমলপুর দ্বাদশ শ্রেণী বালক বিদ্যালয়ের বিদ্যাসাগর ছাত্রাবাসের কোভিড কেয়ার সেন্টার পরিদর্শন করে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। রাজ্যের কোভিড পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে মুখ্যমন্ত্রী আজ ধলাই জেলার কমলপুরের কমলপুর দ্বাদশ শ্রেণী বালক বিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসে কোভিড কেয়ার সেন্টার পরিদর্শন করেন। এই কোভিড কেয়ার সেন্টারে ৭৫টি শয্যা রয়েছে। এরমধ্যে মহিলাদের জন্য ২৮টি শয্যা রয়েছে। ভেন্টিলেটর রয়েছে ২টি ও অক্সিযুক্ত শয্যা রয়েছে ২২টি। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে নতুন করে করোনা আক্রান্ত ৪৮০ জন, মৃত্যু ২

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ মে।। চব্বিশ ঘন্টায় রাজ্যে নতুন করে করোনা আক্রান্ত হয়েছেন ৪৮০ জন। এবং মৃত্যু হয়েছে দুইজনের। চব্বিশ ঘন্টায় ২০০ জন সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে গিয়েছেন। স্বাস্থ্য দপ্তরের তরফ থেকে প্রচারিত মিডিয়া বুলেটিনে বলা হয়েছে, এদিন আরটিপিসিআর টেস্ট করা হয়েছে ১১৬৮ জনের। তারমধ্যে পজেটিভ রিপোর্ট এসেছে ৬৪ জনের।

অন্যদিকে, রেপিড এন্টিজেন টেস্ট করা হয়েছে ৫ হাজার ৬৬ জনের। তার মধ্যে পজেটিভ রিপোর্ট এসেছে ৪১৬ জনের। এদিন মোট ৬ হাজার ২৩৪ জনের পরীক্ষা করা হয়েছে। এদিকে, নতুন আক্রান্তদের মধ্যে পশ্চিম জেলায় ২৯৫ জন, দক্ষিণ জেলায় ৫১ জন, গোমতী জেলায় ০৭

এনএলএফটির তিন জঙ্গীর পিস্তল ও গুলিসহ আত্মসমর্পণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ মে।। পাঁচ রাউন্ড তাজা কার্তুজ ও

একটি পিস্তল সহ তিন জঙ্গী আত্মসমর্পণ করেছে। তিনজনই নিষিদ্ধ ঘোষিত জঙ্গী সংগঠন এনএলএফটি বিশ্বামোহন গোষ্ঠীর। তারা হলে রূপধন দেববর্মা, অমুষ ত্রিপুরা এবং দিলীপ দেববর্মা। বৃহস্পতিবার তারা আগরতলায় পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চের প্রধান কার্যালয়ে গিয়ে আত্মসমর্পণ করেছে বলে জানিয়েছে রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশকের অফিস।

সংবাদে প্রকাশ, পুলিশ জানিয়েছে এই তিন জঙ্গীর মধ্যে রূপধনের বাড়ি টাকারজলায়। আমুষ ত্রিপুরার বাড়ি মনুবাজারে এবং দিলীপ দেববর্মার বাড়ি মুঙ্গিয়াকামীতে। তারা ২০১৮ সালে জঙ্গীদলে যোগদান করেছিল। তাদেরকে প্রশিক্ষণের জন্য পাঠানো হয়েছিল বাংলাদেশ এবং মায়ামানের। তারা সেখানে প্রশিক্ষণ শেষে ত্রিপুরা এবং বাংলাদেশে নিয়মিত যাতায়াত করত।

তাদেরকে প্রত্যন্ত এলাকায় চাঁদা আদায়ের জন্য ব্যবহার করা হত। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মোহরছড়া ও বাইখোরায় দুই কিশোরের ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া/ শান্তিরবাজার, ১৩ মে।। পারিবারিক কলহের জের ধরে ১৭ বছর বয়সী এক যুবক নিজ ঘরে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করে বুধবার রাতের কোনো এক সময়। ঘটনা তেলিয়ামুড়া থানাধীন মোহরছড়া স্থিত গ্রামীণ ব্যাংক সংলগ্ন এলাকায়। ঘটনার বিবরণে জানা যায় মোহর ছড়া এলাকার বাসিন্দা দুলাল কর্মকার অন্যান্য দিনের মতো বুধবার রাতেও মদ মক্ত অবস্থায় বাড়িতে আসে, আসা মাত্রই পরিবার-পরিজনদের সাথে বিশ্রী ভাষায় গালাগাল দিতে থাকে।

এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করে ছেলে দীপঙ্কর কর্মকার এগিয়ে আসে। পরে বাকবিতন্ডা এতটাই বেড়ে যায় একসময় পাষণ্ড পিতা দুলাল কর্মকার পুত্র দীপঙ্কর কর্মকারকে মারধোর করে। পরে আত্ম অভিমানে পুত্র দীপঙ্কর কর্মকার (১৭) বুধবার রাতের কোনো এক সময় পরিবার পরিজনদের নজর এড়িয়ে গলায় গামছা দিয়ে ফাঁসি লাগিয়ে আত্মহত্যা করে। পরে বৃহস্পতিবার সাতসকালে এই ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করে খবর দেয় তেলিয়ামুড়া থানায়। এই ঘটনার খবর পেয়ে তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মৃতদেহ উদ্ধার করে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালের মর্গে পাঠায় ময়না তদন্তের জন্য। এই ঘটনা ঘিরে গোটা মোহরছড়া এলাকায় শোকের ছায়া বিরাজ করছে।

নিজঘরে আত্মাহত্যার পথ বেছেছিলো ১৭ বছরের এক নাবালক। ঘটনার বিবরনে জানাযায় বৃহস্পতিবার বাইখোড়া চড়কবাই এলাকায় গোপাল বৈদ্যের বাসভবনে উনার ১৭ বছরের ছেলে শুভঙ্কর বৈদ্য আত্মহত্যার পথ বেছেনেয়। পরিবারের লোকজনদের সঙ্গে কথাবলে জানাযায় বেলা আনুমানিক ১ ঘটিকায় উনারা জানতে পারে উনাদের ছেলে নিজঘরে আত্মহত্যা করেছে। পরিবারের লোকজনেরা জানান ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সাবধানতাই পারে কোভিড সংক্রমণ থেকে সুরক্ষিত রাখতে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ মে।। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব রাজ্যের কোভিড পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে আজ ধলাই জেলা সদর আমবাসা ও কমলপুর মহকুমার কোভিড কেয়ার সেন্টারগুলি পরিদর্শন করেন। জেলা সফরে এসে মুখ্যমন্ত্রী প্রথমে আমবাসা রেলওয়ে গেস্ট হাউসের ডেডিকেটেড কোভিড কেয়ার সেন্টার-১ পরিদর্শন করেন। এই কোভিড কেয়ার সেন্টারের অক্সিজেন বেড ইউনিট, আইসিইউ ইউনিটটি পরিদর্শন করেন এবং কোভিড কেয়ার সেন্টারের পরিষেবা সংক্রান্ত বিষয়ের খোঁজ খবর নেন।

এখানে মুখ্যমন্ত্রী কোভিড সংক্রমিত মহিলা রোগীদের জন্য তৈরি ওয়ার্ডটিও পরিদর্শন করেন। এই কোভিড কেয়ার সেন্টারটি পরিদর্শন করে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বলেন, একমাত্র সাবধানতাই পারে আমাদের কোভিড সংক্রমণ থেকে সুরক্ষিত রাখতে। রাজ্যে ৪৫ ও তার উর্দ্ধ বয়সের নাগরিকদের কোভিড ভ্যাকসিনেশন বড়মাত্রায় সম্পন্ন হয়েছে। আজ থেকে শুরু হয়েছে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

হাসপাতাল থেকে পালিয়ে গেল কয়েদি, পরে আটক

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৩ মে।। জেল পুলিশের অপদার্থতা ও কর্তব্য গাফিলতির কারণে হাসপাতাল থেকে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন এক কয়েদি। ঘটনাটি ঘটে বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে আটটা নাগাদ বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে।

ঘটনার বিবরণে জানা যায় বাপ্পি শীল নামে এক কয়েদিকে ব্লাড টেস্ট করানোর জন্য কেন্দ্রীয় সংশোধনাগার থেকে সকাল ১১ টার সময় বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। গাড়ি থেকে নামানোর পর তাকে ব্লাড টেস্ট করানোর জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। যেভাবে নিরাপত্তা বেষ্টনীতে তাকে রাখার কথা তার ধারে কাছেও ছিল না জেল পুলিশ। তাকে ছেড়ে দিয়ে জেল পুলিশ আরামে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। এর ফাকে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

CMYK

জাগরণ আগরতলা ◻ বর্ষ-৬৭ ◻ সংখ্যা ২১০ ◻ ১৪ মে ২০২১ ইং ◻ ৩০ বৈশাখ ◻ শুক্রবার ◻১৪২৮ বঙ্গাব্দ

করোনা মোকাবেলাই বড় চ্যালেঞ্জ

রাজ্যে করোনা সংক্রমনের সংখ্যা দিনদিন বাড়িয়া চলিয়াছে। তাহাতে সাধারণ মানুষের মধ্যে আতঙ্ক উৎকণ্ঠা ক্রমশ বাড়িতেছে। পরিস্থিতি মোকাবেলায় সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করিলেও একাংশেরজনগণের খামখেয়ালিপনা ও অসাবধানতার কারণে পরিস্থিতি মোকাবেলা করা রীতিমতো কষ্টকর হইয়া উঠিয়াছে। পরিস্থিতি এমন এক পর্যায়ে পৌঁছিয়া যাইবার লক্ষণ পরিলক্ষিত হইতেছে যাহা ভয়ঙ্কর বিপদ ডাকিয়া আনিতে পারে। রাজধানী শহর এলাকাতেই করোনা সংক্রমনের সংখ্যা সবচাইতে বেশি। এখনো পর্যন্ত সরকারিভাবে যে তথ্য পাওয়া গিয়াছে তাহাতে রাজধানী শহর এলাকার বিভিন্ন স্থানে সংক্রমণের সংখ্যা প্রায় ৬ শতাংশ।আগামী কিছুদিনের মধ্যেই যে পরিস্থিতি আরো ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করিবে তাহা বলিবার অপেক্ষা রাখে না।বিষয়টি নিয়ে স্বাস্থ্য দপ্তরের কর্মকর্তা সহ দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকরা রীতিমতো দুশ্চিন্তায় পড়িয়াছেন। দফায় দফায় পরিস্থিতি পর্যালোচনা করা হইতেছে।পরিস্থিতি মোকাবেলা করিবার জন্য একদিকে যেমন রাজ্যের সর্বত্রই কোভিড কেয়ার সেন্টারের সংখ্যা বাড়ানোর উদ্যোগ নেওয়া হইয়াছে ঠিক তেমনি জনগণকে সচেতন করিবার নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করা হইয়াছে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সহ প্রশাসনের কর্মকর্তারা সার্বিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা পরিবার পাশাপাশি বিভিন্ন এলাকায় আগাম প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে শুরু করেছেন।পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্য রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কর্মকর্তাদের সহযোগিতাও চাইয়াছেন।কেননা সরকার কিংবা প্রশাসনের একার পক্ষে পরিস্থিতি মোকাবেলা করা কঠিন হইয়া উঠিয়াছে।সার্বিক সহযোগিতা ছাড়া এ কঠিন পরিস্থিতির মোকাবেলা করা কোনদিনও সম্ভব হইবে না।সরকার ও প্রশাসন ইতিমধ্যেই আগরতলা শহর এলাকার কিছু জায়গাকে চিহ্নিত করিয়া কনটেন্টমেন্ট জোন ঘোষণা করিয়াছে। শুক্রবার হইতে পুরনিগমের প্রতিটি এলাকার সর্বত্র বাড়ি বাড়ি অ্যান্টিজেন টেস্টের উদ্যোগ গ্রহণ করা হইয়াছে। সরকার ও প্রশাসনের মূল উদ্দেশ্যই হলো করোনা ভাইরাস সংক্রমণ যেকোনো মূল্যে মোকাবেলা করা। ইতিপূর্বেই পরিস্থিতি বিবেচনা করিয়া সরকার ও প্রশাসন আগরতলা শহর শহরের বিভিন্ন এলাকায় নাইট কারফিউ জারি করিয়াছে। এযাবত গৃহীত পদক্ষেপ গুলি নিঃসন্দেহে জনস্বার্থে সময় উপযোগী।কিন্তু তাহাতে ও পরিস্থিতি কতটা মোকাবেলা করা সম্ভব হইবে তাহা নিয়া সন্দেহ কিন্তু থাকিয়াই যাইতেছে। প্রাথমিক পদক্ষেপ গুলি সঠিকভাবে বাস্তবে বাস্তবায়িত করোনা ভাইরাস সংক্রমণের চেইন আপাতত কিছুটা হইলেও আটকানো সম্ভব হইবে। তবে এই ক্ষেত্রে জনগণের সার্বিক সহযোগিতায় হইল সবচেয়ে বড় কথা।জনগণ যদি বিগত বছরের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাইয়া সরকারি বিধি নিষেধ সঠিকভাবে পালন করেন তাহা হইলে করোণা ভাইরাসের সংক্রমণ অনেকটাই প্রতিহত করা সম্ভব হইবে। পরিস্থিতি কিছুটা নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব না হইলে লকডাউন ঘোষণা করা ছাড়া সরকারের সামনে বিকল্প কোনো পথ খোলা থাকিবে না। অতীতের অভিজ্ঞতায় দেখা গিয়াছে লকডাউন চলাকালে বহু গরিব অংশের মানুষ অনাহারে অর্ধাহারে দিন কাটাইতে বাধ্য হইয়াছে। পরিস্থিতি বিবেচনা করিয়াই দেশের এবং রাজ্যের সরকার লকডাউন ঘোষণা করিতেছে না। একথা অনস্বীকার্য যে লকডাউন ঘোষণা করলে সবচাইতে সমস্যার সম্মুখীন হইবে গরিব শ্রমজীবী দিনমজুর অংশের মানুষজন।যদিও কেন্দ্রীয় সরকার ইতিমধ্যে দারিদ্র সীমার নিচে বসবাসকারী পরিবারের লোকজনদের জন্য মাথাপিছু ৫কেজি করে চাল বিনামূল্যে সরবরাহ করার কথা ঘোষণা করিয়াছে।কিন্তু প্রশ্ন হইল মাথাপিছু ৫কেজি করিয়া চাল সরবরাহ করিলে তাহাদের জীবন-জীবিকা নির্বাহ করা সম্ভব হইবে কি?

বর্তমানে গোটা ভারতবর্ষের যে অবস্থা পরিলক্ষিত হইতেছে তাহাতে গোটা বিশ্বের মধ্যে ভারত বর্ষ করোনা সংক্রান্ত বিপদজনক পরিস্থিতিতে শীর্ষস্থানে পৌঁছিয়া গিয়াছে। ভারতবর্ষের এই করুণ অবস্থা দেখিয়া গোটা বিশ্ব স্তম্ভিত। বিভিন্ন সংস্থা ইতিমধ্যেই কেন্দ্রীয় সরকারকে লকডাউন ঘোষণা করিবার পরামর্শ দিয়াছে।কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা বিবেচনা করিয়া এই মুহূর্তে লকডাউন ঘোষণা করিতে চাইতেছে না।কিন্তু পরিস্থিতি যে পর্যায়ে অগ্রসর হইতেছে তাহাতে লকডাউন ঘোষণা করা ছাড়া সরকারের সামনে আর কি পথ খোলা থাকিতে পারে? এ বিষয়ে দুশ্চিন্তায় পড়িয়াছেন সরকার প্রশাসন এবং বিশেষজ্ঞরা। এই ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি হইতে মুক্তি পাইতে হইলে সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে করোনা সংক্রমনের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে শামিল হইতে হইবে। বিকল্প অন্য কোন পথ খোলা রইল না। মানব সভ্যতাকে ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা করিতে হইলে এই ধরনের কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করাই শ্রেয়।

বিদ্যুৎ সরবরাহ অক্ষুন্ন রাখার পথ খোঁজার চেষ্টা নয়া বিদ্যুৎমন্ত্রীর

কলকাতা, ১৩ মে (হি. স.) : করোনায় শ্রমিক-কর্মীদের হাজিরা কমিয়ে বিদ্যুৎ সরবরাহ অক্ষুন্ন রাখার পথ খোঁজার চেষ্টা করলেন রাজ্যের বিদ্যুৎ-যুবকল্যান ও ক্রীড়া দফতরের মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। বৃহস্পতিবার তিনি 'বিদ্যুৎ ভবনে' পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ বন্টন সংস্থা ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ সংবহন সংস্থার আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করেন

বৈঠকের পর তিনি সাংবাদিকদের বলেন, পর্যায়ক্রমে শ্রমিক-কর্মীদের মোতায়েন করে নাগরিক পরিষেবা বজায় রাখার দিকে নজর দেওয়া হবে। তাঁদের সবাইকে দস্তানা, মুখাবরনী প্রভৃতি দেওয়া হয়েছে। সবাইকে প্রতিষেধকের ব্যবস্থাও করা হচ্ছে। এছাড়া প্রাকৃতিক দুর্যোগে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার আপৎকালীন ব্যবস্থা মজুত রাখার ওপরেও গুরুত্ব দিতে বলা হয়েছে। এদিন মন্ত্রীর বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিদ্যুৎ দফতরের অতিরিক্ত মুখ্য সচিব সুরেশ কুমার, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ বন্টন সংস্থার চেয়ারম্যান ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর শান্তনু বোস প্রমুখ।হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

ইতিহাস আমাদের বিচার করবে মমতাকে তোপ ধনকরের

কোচবিহার, ১৩ মে (হি. স.) : "ইতিহাস আমাদের বিচার করবে। ইতিহাস মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর, দেশের আমলাতন্ত্র এবং সংবাদমাধ্যমের বিচার করবে।"

রাজ্যপাল জগদীপ ধনকরের কোচবিহার সফর নিয়ে বুধবার থেকেই রাজ্যের সঙ্গে নতুন করে সঙ্ঘাতের আবহ তৈরি হয়েছিল। এই পরিস্থিতিতে কোচবিহারে পা রেখেই মুখ্যমন্ত্রীকে নিশানা করলেন ধনকর। পাশাপাশি রাজ্য সরকারের উদ্দেশে তাঁর তোপ, "কোনও প্রশাসনিক নির্দেশ সংবিধানকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না।"

মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে সুর চড়িয়ে ধনকর বলেন, "আমি মুখ্যমন্ত্রীর চিঠির জবাব দিয়েছিলাম। মুখ্যমন্ত্রী আমাকে চিঠি লিখেছিলেন। কিন্তু তার আগে সংবাদমাধ্যমে তা পাঠিয়ে দিয়েছিলেন নিজের বক্তব্য তুলে ধরার জন্য। আমি বলেছি, কোনও প্রশাসনিক নির্দেশ সংবিধানকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না।"বৃহস্পতিবার রাজ্যপালের কোচবিহার সফর ঘিরে রাজভবন এবং নবান্নের মধ্যে সঙ্ঘাতজনিত উত্তাপ বাড়ছিল। ভোট পরবর্তী হিংসার বিষয়টিকে সামনে রেখে রাজ্যপালের কোচবিহার সফরকে সরকারি 'বিধি এবং রীতি' ভেঙে একতরফা সিদ্ধান্ত বলে আখ্যা দিয়েছিল নবান্ন। যদিও তার কিছু ক্ষণের মধ্যেই মুখ্যমন্ত্রীকে দেওয়া চিঠিতে রাজ্যপাল জানিয়ে দেন, সাংবিধানিক বিধি মেনেই শীতলকুচি-সহ কোচবিহারের বিভিন্ন এলাকা সফরের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি। এমতাবস্থায় রাজ্যপাল কোচবিহারে গিয়ে কী বার্তা দেন তা নিয়ে আগ্রহ তৈরি হয়েছিল।

বৃহস্পতিবার বেলা সাড়ে ১২ টার কিছু পরে বিএসএফের কপ্টারে কোচবিহার বিমানবন্দরে পৌঁছন ধনকর। তাঁর সঙ্গে ছিলেন কোচবিহারের বিজেপি সাংসদ নিশীথ প্রামাণিক, শীতলকুচির বিধায়ক বরেনচন্দ্র বর্মণ এবং মাথাভাঙার বিধায়ক সুশীল বর্মণ। হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

পারিবারিক ও মানসিক চাপে চরম পরিণতির শিকার আজকের কিশোর-কিশোরীরা

বরুণ দাস

নিবন্ধের শিরোনামে উদ্বৃত বিষয়টি হয়ত-বা নতুন নয়। সংবাদমাধ্যমের সৌজন্যে এমন হাড়-ডিম করা ঘটনা প্রায়শই আমাদের চোখে পড়ে। আমরা আগ্রহ-উত্তেজনার পড়ি, নিজেদের মধ্যে হয়বা কিছুটা আলোচনা করি এবং বলাবহুল ভুলেও যাই। বিশেষ গুরুত্ব দিই না। হয়তবা গুরুত্ব দেওয়ার তেমন কোনো প্রয়োজনই বোধ করি না। আমাদের প্রাত্যকি যাপনের অন্যের ঘটনা বিশেষ ছাপ ফেলে না। আমরা কেমন যেন 'সহনশীল' হয়ে গিয়েছি। কিন্তু প্রশ্ন জাগে, সত্যিই কি তাই?

আসলে যতক্ষণ না নিজের পরিবার পরিজনের মধ্যে এমন অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঢুকে পড়ে লণ্ডভণ্ড ঘটায়, ততক্ষণে আমরা 'পি-পু-ফি-শু'র মতোই পাশ ফিরে শোওয়াই শ্রেয় মনে করি। এটা যে আমাদের অণু পরিবারের মধ্যে যে কোনো সময়ই আঘাত হানতে পারে, তা ভাবি না একবারও। ঘটনাগুলি বার বার আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেও আমাদের চেতনার উন্মেষ ঘটে না। আসলে এক প্রচণ্ড গড্ডালিকার মধ্যে দিয়ে ছুটে চলেছি আমরা। সামনে পিছনে ফিরে তাকানোর ফুরসত পাই না।

অথচ আসন্ন বিপদের লক্ষণগুলি যদি ধৈর্য্য ধরে একটু বোঝার চেষ্টা করি তো বড়রকমে বিপদ থেকে হয়তবা রক্ষা করতে পারি আমাদের প্রিয়তম সন্তানসন্ততিদের। কিন্তু গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে দিলে আমাদের সম্ভাব্য বিপদও বোঝা যায় না। বিপদ কিন্তু তার আগাম সংকেত দিয়ে সতর্ক করার চেষ্টা করে। আমাদেরমন মানসিকতা এতটাই ভঙ্গুর যে, তা বুঝতে পারি না। বিপদ যখন একেবারে ঘাড়ের ওপর গড়িয়ে পড়ে তখনই আমরা নড়েচড়ে বসতে বাধ্য হই। তার আগে নয়। মাত্র চারদিনের মাথায় কলকাতা মহানগর ও বর্ধমান জেলা মিলিয়ে মোট তিনটি অকালমৃত্যু ঘটেছে, যা আমাদের ভাবিয়ে তোলার মতোই মারাত্মক ঘটনা। চলতি বছরের (২০১৯ এর) নভেম্বরের ১৮-২১। এই সময়ের মধ্যেই প্রায় পর পর ঘটে যাওয়া ঘটনা তিনটি আমাদের মতো পাঁচ-পাবলিকের মাথায় কিম্বা মনে কোনোরকম আলোড়ন না তুললেও সমাজবিজ্ঞানীদের কিন্তু রীতিমতো ভাবিয়ে তুলেছে। তাঁরা এ নিয়ে নিজেদের মধ্যে প্রয়োজনীয় আলাপ-আলোচনা তো বটেই, কারণ খোঁজারও চেষ্টা করছেন।

ঘটনা এক। ১৬ নভেম্বর শনিবার ভোরে কলকাতা মহানগরের ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের নার্সিং কোর্সের ছাত্রী সমাপ্তি রুইদাস আত্মহত্যা করেছেন। ঘটনা দুই। ১৬ নভেম্বর সোমবার দুপরে বর্ধমানের একটি নার্সিং স্কুলের ছাত্রী রিয়া দে আত্মহত্যা করেছেন। ঘটনা তিনি। ১৯ নভেম্বর সন্ধ্যায় যাদপুর এলাকার এক সপ্তম শ্রেণির ছাত্রের আত্মহত্যা। ঘটনাক্রম বিচার বিশ্লেষণ করে বিশেষজ্ঞরা স্পটতই জানাচ্ছেন, এই তিন পড়ুয়ার মৃত্যুই আদতে এক সুতোর বাঁধা। 'এক সুতোর বাঁধা'বলতে কি?

'এক সুতোষ বাঁধা বলতে সবারই আত্মহত্যার মতো 'চরম সিদ্ধান্ত' নেওয়ার পিছনে রয়েছে পড়াশোনার চাপ। ওই পড়ুয়াদের ওপর পড়াশোনার যে চাপ ছিল তা সম্ভবত তারা কেই তা বহন (সহ) করতে পারেননি। তেমন সহ্য-ক্ষমতা তাদের হয়তবা ছিলও না। ফলে নিজেদের ওই চাপ থেকে চিরদিনের মতো মুক্তি দিতে বেছে নিয়েছেন আত্মহত্যার পথ। আপাত দৃষ্টিতে এই চাপকে হয়তবা অনেকেই তেমন গুরুত্ব দেবেন না, কিন্তু সব চাপ যে সবাই নিতে পারেন না, তা কিন্তু প্রমাণিত সত্য।

এই কঠিন সত্যকে অস্বীকার করার মানেই ব্যস্তবতাকে অস্বীকার করা। আমরা যারা নিজেদের সাধারণ মানের বোধবুদ্ধি দিয়ে সবকিছু গড়পরতা বিচার-বিশ্লেষণ করতে অভ্যস্ত, তারা অনেক সময়েই অনেক ভুল করে থাকি। যদিও আমরা সে ভুল স্বীকার করতে নিতান্তই নারাজ। ফলে সংঘটিত ঘটনা থেকে আমরা প্রাসঙ্গিক শিক্ষা নিতে পারি না এবং একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে। নিজেদের অজ্ঞানতার কারণে কত বাবা-মা সকন্তানহারা হয়ে পড়েন। মারাত্মক মানসিক বিপর্যয়ের সিখারও হয়ে পড়েন তাঁরা।

বিশদে না গিয়েও বলা যায়, একদিকে পারিবারিক ও সামাজিক চাপের মুখে দাঁতে দাঁত চেপে এগনোর আপ্রাণ চেষ্টা অন্যদিকে সেই চাপের কাছে নতিস্বীকার করেও নিজের অপরাগতা মেনে নিতে না পারা। এই দুই বিপরীতমুখী চাপ বেশিদিন সহ্য করা অনেকের পক্ষেই সম্ভব হয়ে ওঠে না। ফলে ঘটে অঘটন। নিজেকে চিরদিনের জন্যে সরিয়ে দেওয়া। চাপের জাঁতাকলে পিষেই তাদের মনের গোপন গনে জন্মায় চূড়ান্ত অবসাদ। আর অবসাদ থেকে আসে বিষাদ এবং বিষাদ থেকে সোজা 'মুক্তি'র পথ খোঁজ।

জীবনের একেবারে খাদের সামনে পৌঁছে দেয় অসহ্য চাপ থেকে তৈরি অবসাদ এবং তা থেকে জন্ম নেওয়া বিষাদ। শেষ পরিণতি গলায় দড়ি, রেললাইনে ঝাঁপ কিম্বা ঘুমের ওষুধ সেবন। অত্যন্ত পরিচিত ঘটনা। অপ্রিয় সত্য হল, মৃত্যুকে বেছে নেওয়ার পথ দেখায় কিন্তু তার প্রিয়জনেরাই। তারা যদি একটু বিবেকবান, একটু সহনশীন কিম্বা বাস্তব পরিস্থিতিকে মানিয়ে নেওয়ার মন মানসিকতা দেখান তো, অনেক অমূল্য জীবন অকালমৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেতে পারে। কিন্তু আমরা নিজেদেরকে বদলানোর চেষ্টাই করি না।

সাংবাদসূত্রে প্রকাশ, আত্মঘাতী সমাপতি রুইদাসের সুইসাইড নোটে স্পষ্ট, জেএনএম নার্সিং পাঠক্রমে ইংরেজিতে পড়ার ধকল সইছিল না তাঁর। আক্ষেপ ছিল বাংলায় অনার্স নিয়ে কেন পড়লেন না তিনি। রিয়া দে-র সুইসাইড নোটও বলছে, নার্সিং পড়ার চাপ সহোর সীমা পেরিয়েছিল বূগোল অনার্স ছেড়ে এএনএম নার্সিং কোর্সে ভর্তি হওয়া তরুণীর। আর নাকতলার ঘটনাটি আরো মর্মান্তিক। পুলিশ জেনেছে, বয়ঃসন্ধির দোরগোড়ায় দাঁড়ানোর ফুটবলের উদীয়মান প্রতিভা ওই কিশোর পড়াশোনায় তেমন ভাল ছিল না।

কিন্তু সেজন্য তার ওপর বাড়ি থেকে চাপ তৈরি করা হত। আমাদের অনেকেরই বদ্ধমূল ধারণা, খেলাধূলো কিম্বা অন্যকিছুতে যত ভালো হোক না কেন, স্কুলের পড়াশোনাটা আগে। পড়াশোনার ভালো না হলে জীবনটাই বৃথা। অতএব চাপ নিতে পারো কিম্বা না পারো পড়াশোনাটা তোমাকে চালিয়ে যেতেই হবে। এই যে অবিবেচক অভিভাবকদের খেয়াল খুশিমতো নিজের ইচ্ছের বিরুদ্ধে মূল্যবান জীবনটাকে জোর করে ঠেলে দেওয়া, এতে ছাত্রছাত্রীদের আদৌ কোনো মঙ্গল সাধিত হয় কি? কলকাতা মহানগরের মনোবিদদের ধারণা, অভিন্ন মনোবেদনাই এই তিন মৃত্যুর নেপথ্য-কারণ। ইনস্টিটিউট অফ সাইক্রিয়াটি বা সংক্ষেপে আইওপি-র মনোরোগ বিশেষজ্ঞ তথা ইন্ডিয়ান সাইক্রিয়াটি সোসাইটির আত্মহত্যা প্রতিরোধ শাখার আহ্বায়ক সুজিত সরখেল বলেন, আপতাদৃষ্টিতে বাড়ির লোকজন কিম্বা বন্ধুবান্ধবদের হয়ত মনে হয়নি যে, এই তিনজনের কেউ মাসিক সমস্যায় ভূগছিল। কিন্তু খুব সম্ভবত বাস্তব সেরকম নয়। আদতে ওরা প্রত্যেকই কমবেশি অবসাদের শিকার ছিল। যা কখনো চিহ্নিত হয়নি।

> এখানে উল্লেখ্য, দেহের যে কোনো রকম অসুখ হলে আমরা দ্রুত চিকিৎসকের কাছে ছুটে যাই। চিকিৎসকের পরামর্শ মতো নানবিধ পরীক্ষানিরক্ষা করিয়ে ওষুধপত্র খাই। কিন্তু মনের অসুখ হলে চিকিৎসা এড়িয়ে চলার প্রবণতা আমাদের দেশে বেশি। দেহের মতো মনেরও সে অসুখ হতে পারে এবং তার চিকিৎসাও যে প্রয়োজন, ঢিলেমি দিলে তা আরো জটিল হয়ে উঠতে পারে, তা কোনোভাবেই মানতে নারাজ। এই সাবেকি মন মানসিকতার বদল প্রয়োজন। তা না হলে সুস্থ নাগরিক ও সুস্থ সমাজ গড়ে উঠবে কীভাবে?

এখানে অবশ্যই শেষ নয়। কথাপ্রসঙ্গে ইন্ডিয়ান সাইক্রিয়াটি সোসাইটির আত্মহত্যা প্রতিরোধ শাখার আহ্বায়ক সুজিত সরখেলের আরো সংযোজন, 'প্রতিটি ক্ষেত্রেই একই নির্দিষ্ট ঘটনা অবসাদের চরম সীমা ও আত্মহত্যার জন্য 'ট্রিগার' হিসেবে কাজ করছে। কারো ক্ষেত্রে সেটি ইংরেজি ভাষায় পড়ার সমস্যা তো কারো ক্ষেত্রে তা নতুন কোর্সের চাপ। আবার কারো ক্ষেত্রে সেটা নিজের ক্রীড়া প্রতিভা দমিয়ে পড়াশোনার অনিচ্ছাকৃত মনোনিবেশ করানোর চাপজনিত যন্ত্রণা। এই অসহা চাপ ও যন্ত্রণাই আত্মহত্যার মূল কারণ।

সমাজবিজ্ঞানারা সবাই বলছেন, পড়াশোনার সঙ্গে খেলাধূলাও কিম্বা অন্য কোনো শৈল্পিকগুণের বিরোধ অবশ্য নতুন নয়। প্রেসিডেন্সির সমাজতত্ত্ব বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক প্রশান্ত রায় বলেন, জীবনে প্রতিষ্ঠা পাওয়ার জন্য পড়াশোনাই হল সবচেয়ে সহজ ও নির্ভরযোগ্য মাধ্যম। তাই সব বাবা-মায়েরাই চান, সন্তান আর যাই হোক, পড়াশোনাটা যেন মন দিয়ে করে। অন্য কিছু তাঁরা মেনে নিতে পারেন না। তাঁর অভিজ্ঞতা, অনেক সময়ে সব জেনেবুঝেও সন্তানের অন্যধারার প্রতিভাকে অভিভাবকেরা অস্বীকার করেন।

অভিভাবকদের প্রতি সতর্কতা জারি করেছেন বিশেষজ্ঞরা। বিপদের লক্ষণগুলি দেখলেই কালবিলম্ব না করে যাতে সতর্ক হতে পারেন তাঁরা। কি সেই লক্ষণগুলি? একবার চোখ বুঝিয়ে নেওয়া যাক। এক আচমকা নিজেকে গুটিয়ে নেওয়া। দুই, ঘুম ও খিদে অস্বাভাবিক বেড়ে বা কমে যাওয়া। তিন, নেশা অত্যন্ত বেড়ে যাওয়া। চার শান্ত ব্যক্তির বেপরোয়া ও খিঁটখিঁটে হয়ে পড়া বা উল্টোটা। পাঁচ সব ব্যাপারে উদাসীন ও অনাগ্রীহ হয়ে পড়া। ছয় চোখে, চোখ না রেখে কথা বলা। সাত, সাধারণ প্রশ্নেও নিরুত্তর থাকা। আট, যে কোনো ঘটনায় তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখানো। যেমন দরজা বন্ধ বা জিনিসপত্র ভাঙচুর কিম্বা নিজের শারীরিক ক্ষতি, এমনকি খাওয়াদাওয়া বন্ধ। নয় বইপত্র বা ইন্টারেনেট মৃত্যু সম্পর্কিত ব্যাপারে উৎসাহী হয়ে পড়া।

মোটামুটি এইসব লক্ষম দেখা দিলে আর দেরি না করে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের চেম্বারে নিয়ে যাওয়া। ঠিক সময়ে ঠিক চিকিৎসা বা কাউন্সেলিং শুরু করলে রোগী তাড়াতাড়ি সেরে উঠবে নিশ্চিত। আর দেরি করে জটিলতা বাড়বে বৈকি কমবে না। তাতে সময়ও লাগবে অনেক বেশ একথা বলাই বাহুল্য।

এখানে উল্লেখ্য, দেহের যে কোনো রকম অসুখ হলে আমরা দ্রুত চিকিৎসকের কাছে ছুটে যাই। চিকিৎসকের পরামর্শ মতো নানবিধ পরীক্ষানিরক্ষা করিয়ে ওষুধপত্র খাই। কিন্তু মনের অসুখ হলে চিকিৎসা এড়িয়ে চলার প্রবণতা আমাদের দেশে বেশি। দেহের মতো মনেরও সে অসুখ হতে পারে এবং তার চিকিৎসাও যে প্রয়োজন, ঢিলেমি দিলে তা আরো জটিল হয়ে উঠতে পারে, তা কোনোভাবেই মানতে নারাজ। এই সাবেকি মন মানসিকতার বদল প্রয়োজন। তা না হলে সুস্থ নাগরিক ও সুস্থ সমাজ গড়ে উঠবে কীভাবে?

একই সঙ্গে যে কোনো কোর্সেই পড়াশোনা অর্থাৎ পাঠ্যসূচির ভার বিজ্ঞানসম্মতভাবেই কিছুটা হালকা করার প্রয়োজন আছে। পাশাপাশি এখনকার অভিভাবকদেরও বোঝা দরকার, তাদের সন্তানসন্ততিরা কতটা ভার বহনে সক্ষম। শিখার্থীর ইচ্ছের বিরুদ্ধে জোর করে কোনো কিছু চাপিয়ে দেওয়ার প্রবণতা অবিলম্বে বন্ধ হওয়া দরকার। বহনের অযোগ্য কোর্সের বোঝা আর অভিভাবকদের ভূলে তাজা প্রাণগুলি অকালে যাবে এটা কোনাভাবেই কাম্য নয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন, একটাই আমাদের আর করে শিক্ষা হবে?

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

বেকারত্বের হার আরও বাড়ল

ড. দেবনারায়ণ সরকার

জাতির জনক মহাত্মা গান্ধির বিখ্যাত উক্তি,"প্রতি-প্রগতি আজ হল সত্যের প্রতি মৌলিকভাবে হার মানা" ("Brech of premise is a base of surrender of truth)। এটা অনস্বীকার্য যে ২০১৪ সালের মে মাসে ক্ষমতায় আসার পর একটার পর আরেকটা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে চলেছে কেন্দ্রে মোদি সরকার। তার জমানার প্রায় শেষ লগ্নে মোদির সবথেকে বড় প্রতিশ্রুতির (বছরে দু'কোটি লোকের চাকরি) বিড়ম্বনা আরও বাড়িয়েছে দেশে বেকার নিয়ে সেন্টার ফর মনিটারিং ইন্ডিয়ান ইকনমি (সিএমআইই)-র সর্বশেষ তথ্য। এছাড়াও ২০১৫ সালে মোদি সরকারের প্রতিষ্ঠিত ১০ হাজার কোটি টাকার প্রকল্প 'স্টার্ট-আপ ইন্ডিয়া'য় ১৮ লক্ষ নতুন কর্মসংস্থান সম্পর্কে ডিপার্টমেন্ট অব ইন্ডাস্ট্রিয়াল পলিসি অ্যান্ড প্রসেশানের (ডিআইপিপি) সরকারি তথ্যও মোদি সরকারকে আরও বিড়ম্বনা বাড়িয়েছে।

প্রথমে দেশের বেকারত্ব সম্পর্কে সিএসআইই-র সেষ রিপোর্ট সম্পর্কে আসা যাক। ২০১৯-এর এপ্রিলের প্রথম তিন সপ্তাহে দেশে বেকারত্বের হার দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ৭.৯ শতাংশ এবং ৮.৪ শতাংশ। এর আগে তাদেরই রিপোর্ট বলেছিল ২০১৯-এর ফেব্রুয়ারিতে দেশে বেকারত্ব ছুঁয়েছে ৭.২ শতাংশ। এই রিপোর্টে আরও বলা হয়েছিল, শুধুমাত্র ২০১৮-এর ফেবরুয়ারি থেকে ২০১৯-এর ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত দেশে বেকারত্ব বেড়েছে ১ কোটির অনেক বেশি। অর্থাৎ সিএমআইই-র রিপোর্টে স্পষ্ট মোদির ৫ বছরের

শেষ মাসেও দেশে বেকারত্বের হার ক্রমশ উর্ধ্বগামী হয়েই চলেছে।

গত বছর কেন্দ্রীয় সরকারের ন্যাশনাল স্যাম্পেল সার্ভে অর্গানাইজেশনের (এমএসএসও) সরকারি তথ্য ধামাচাপা দেওয়ার অভিযোগ স্পর্কে সমস্ত ভারতবাসী অবহিত। এই তথ্যে বলা হয়েছিল ২০১৭-১৮ ভারতে বেকারত্বের হার ছিল ৬.১ শতাংশ। গত ৪৫ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ। এমনকী গত ৬ বছরের মধ্যে যুবক-যুবতীদের বেকারত্ব প্রায় তিনগুণ বেড়েছে। মোদি সরকারের পক্ষ থেকে কর্মসংস্থান সম্পর্কে এমন ভয়াবহ কর্মসংস্থানের রিপোর্ট চাপা দিয়ে বলা হয়েছিল, গত মার্চ মাসের মধ্যেই এই রিপোর্ট সর্বাংশে প্রকাশ করা হবে। কিন্তু মোদি সরকার নিজের চরম বিপদের সংকেত পেয়ে এখনও সরকারি রিপোর্ট প্রকাশ করেননি। শুধু এনএসএসও এবং সিএমআইই নয় পরবর্তী সময়ে এডিআর সার্ভে, অক্সফাম ইন্ডিয়ার সার্ভে, এমনকী সম্প্রতি আজিম প্রেমজি বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্টার ফর সাইটেইনেবল এমপ্লয়মেন্ট গ্রুপ ও তাদের রিপোর্টে জানিয়েছে যে মোদির আমলে দেশে বেকারত্বের হার ভয়াবহ। এই বেকারত্ব নোটবন্দি থেকে খারাপ থেকে খারাপতর হয়েছে, তা সব রিপোর্টে দ্ব্যর্থহীনভাবে স্বীকার করা হয়েছে

এবার আসা যাক 'স্টার্ট-আপ ইন্ডিয়া'য় কর্মসংস্থান সম্পর্কিত কেন্দ্রীয় সরকারি প্রতিষ্ঠান 'ডিআইপিপি'র রিপোর্টে। এটা ঘটনা যে ২০১৫ সালের ১৫ আগস্ট লালকেল্লায় প্রধানমন্ত্রীর ভাষণে প্রথম ওঠে এসেছিল 'স্টার্ট-আর ইন্ডিয়া'। পরর বছর তা কেন্দ্রীয় প্রকল্প হিসাবে ঘোষিত হয়। তহবিল ঘোষণা হয় ১০ হাজার কোটি টাকার। লক্ষ্য, ২০২০ সালের মধ্যে এই সব নতুন সংস্থায় ১৮ লক্ষ কর্মসংস্থান। এরপর সাড়ে তিন বছর কেটে গিয়েছে। চলছে আরও একটি লোকসভা নির্বাচন। কিন্তু স্টার্ট-আপ ইন্ডিয়া প্রকল্প কতটা স্বপ্নপূরণ করতে পারল?

সম্প্রতি প্রকাশিত 'ডিআইপিপি'র রিপোর্টে বলা হয়েছে নথিভুক্ত নতুন উদ্যোগের সংখ্যা ১৫ হাজারের সামান্য বেশি। আর এই ১০ হাজার কোটি টাকার তহবিল থেকে এখন পর্যন্ত ৬০০ কোটি টাকা স্মল ইন্ডাস্ট্রিক ডেভলপমেন্ট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়াকে (সিডবি) দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ স্টার্ট-আপ ইন্ডিয়ায় ঘোষণাকৃত ১০ হাজার কোটি টাকার পুঁজির মাত্র ৬ শতাংশ সিডবিকে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সেটাও খাতায়কলমে। খোদ নীতি আয়োগের হিসেবই বলছে, ওই টাকার পুরোটা বিলি হয়নি। অর্থাৎ প্রকল্প কার্যত প্রায় পুরোটাই ব্যর্থ। তাই ২০১৮-১৯ অর্থবর্ষে নতুন করে টাকা বরাদ্দ করতে নারাজ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রক।

স্টার্ট-আপ ইন্ডিয়ার সরকারি ওয়েবসাইট বলছে, ২০১৮ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত মাত্র ১৬৩টি সংস্থা টাকা পেয়েছে। তাতে বলা হচ্ছে এর ফলে তৈরি হয়েছে প্রায় দেড় লক্ষ কর্মসংস্থানের সুযোগ। মোট লক্ষ্যমাত্রার খুব সামান্য। এমনকী সরকারি হিসেব অনুযায়ী, নথিভুক্ত সংস্থাগুলির এক শতাংশও তহবিল থেকে টাকা পায়নি।

কেন মোদির স্টার্ট আপ সাফল্যে বাধা? অনেকে বলছেন সরকারি তহবিল থেকে পুঁজি পাওয়ার প্রক্রিয়া জটিল। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ওই টাকা পাওয়ার জন্য প্রথমেই খরচ করে পরামর্শদাতা নিয়োগ করতে হবে। অধিকাংশ স্টার্ট-আপের পক্ষে, তা সম্ভব নয়। সরকারি হিসেবের তুলনায় আরও বেসরকারি তথ্য। আইবিএস-অক্সফোর্ড রিপোর্ট বলছে, ভারতের ৯০ শতাংশ স্টার্ট-আপ শুরু হবার ৫ বছরের মধ্যে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। তাই স্টার্ট আপে মোদির চরম ব্যর্থতা স্পষ্ট। তাই সার্বিকভাবে বিভিন্ন রিপোর্টে স্পষ্ট, গত পাঁচ বছরে মোদির সব থেকে বড় প্রতিশ্রুতি বছরে দু'কোটি কর্মসংস্থান কার্যত উল্টে গিয়ে বছরে ১ কোটিরও বেশি বেকার তৈরি হচ্ছে ভারতে।

(সৌজন্যে দৈঃ স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

বৃহস্পতিবার কনটেইনমেন্ট এলাকার পরিকাঠামো খতিয়ে দেখেন প্রশাসনের কর্মকর্তারা। ছবি ঃ নিজস্ব

কোভিড-বিধি লঙ্ঘন, বরপেটা জেলা প্রশাসনের অভিযানে জরিমানা আদায় ৫৯ হাজার টাকা

বরপেটা (অসম), ১৩ মে (হি.স.) : কোভিড বিধি লঙ্ঘন করার দায়ে বরপেটা, হাউলি এবং বরপেটা রোড শহরে সার্কল অফিসার তথা পুর প্রশাসকের অভিযানে বিভিন্নজনের কাছ থেকে মোট ৫৯ হাজার টাকার জরিমানা আদায় করা হয়েছে।

করোনা অতিমার প্রতিরোধের স্বার্থে জেলার ভারপ্রাপ্ত জেলাশাসক তেজপ্রসাদ ভূষালের নির্দেশে পুরসভার কার্যনির্বাহী আধিকারিক তথা সংশ্লিষ্ট সার্কল অফিসাররা কঠোর স্থিতি নিতে বাধ্য হয়েছেন। বারংবার সচেতনামূলক সভা, প্রচার, কোভিড প্রটোকল ভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে শাসানি সহ মাস্ক পরিধান না করে চলাফেরা এবং পর্যাপ্তভাবে সেনিটাইজার ব্যবহার না করলে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের কথা জানিয়ে আসলেও কাজ হয়নি। এছাড়া সামাজিক দূরত্ব বিধি না মানার জন্য ব্যবসায়ী, দোকানদারদের বিরুদ্ধে বরপেটা জেলা প্রশাসন তৎপরতার সঙ্গে ব্যবস্থা গ্রহণ করছে বলে জেলা তথ্য ও জনসংযোগ আধিকারিক বিকাশ শর্মা জানিয়েছেন।

তিনি জানান, আগামী দিনেও এ ধরনের অভিযান আরও তীব্রতর করে তুলতে সার্কল অফিসারদের নির্দেশ দিয়েছেন জেলাশাসক তেজপ্রসাদ ভূষাল। জেলাশাসক ভূষাল নিজেও জেলার প্রধান বাণিজ্যিক শহর বরপেটা রোডের ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান, দোকান-পাট প্রভৃতি পরিদর্শন করে পরিস্থিতির পর্যবেক্ষণ করে ব্যবসায়ীদের কোভিড নীতি মেনে চলতে কড়া নির্দেশ দিয়েছেন। এদিকে আজ থেকে রাজ্য সরকারের বলবৎ করা নতুন নীতি-নিয়ম অনুসরণে বরপেটা জেলার বরপেটা, বরপেটা রোড, হাউলি, সর্থেবারী, সরভোগ প্রভৃতি শহরে দুপুর একটা বাজার পর থেকে প্রত্যেক দোকান-পাট বন্ধ করে ২-টা থেকে পরেরদিন ভোর ৫-টা পর্যন্ত জারিকৃত সান্ধ্য আইন মেনে চলতে জনগণকে আহ্বান জানিয়ে জেলা তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগের পক্ষে মাইকযোগে ব্যাপক প্রচার চালানো হচ্ছে।

বৃহস্পতিবার জেলাশাসকের পৌরোহিত্যে পরিবহণ বিভাগের আধিকারিকদের নিয়ে এ ব্যাপারে এক গুরুত্বপূর্ণ সভায় নতুন নীতি নির্দেশনা নিয়ে আলোচনা করা হয়।

সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আগামী সোমবার থেকে বরপেটা জেলায় জোড় ও বেজোড় নম্বরের যানবাহন একদিন পর পর চালানোর অনুমতি দেওয়া হবে। সে অনুসারে সোমবার যুগ্ম সংখ্যা এবং মঙ্গলবার অযুগ্ম নম্বরের যানবাহন চালানো হবে বলে জেলা তথ্য জনসংযোগ দফতরের খবর।

প্রসঙ্গত বরপেটা জেলায় কোভিড-১৯ সংক্রমণ অব্যাহত আছে। বৃহস্পতিবার ১৭৩ জনকে কোভিড পজিটিভ শনাক্ত করা হয়েছে।

এ পর্যন্ত জেলায় মোট আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২,৭১৫-এ। এদের মধ্যে ৮৫৯ জন আরোগ্য লাভ করেছেন এবং ২৮ জনের মৃত্যু হয়েছে। সম্প্রতি সক্রিয় রোগীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১,৮২১ জনে। বরপেটা জেলায় গত এপ্রিল মাস থেকে দ্বিতীয় ওয়েবের সময় ৮০,৭৫২ জনের কোভিড পরীক্ষা করানো হয়েছে বলে জানা গেছে।

ডিমা হাসাও জেলায় আরও এক ব্যক্তির মৃত্যু, কোভিড-এর নয়া এসওপি পালনে কঠোর প্রশাসন

হাফলং (অসম), ১৩ মে (হি.স.) : করোনায় আক্রান্ত হয়ে ডিমা হাসাও জেলায় আরও এক ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করেছেন। এ নিয়ে ডিমা হাসাও জেলায় করোনায় আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ালো দুই। বৃহস্পতিবার করোনায় আক্রান্ত হয়ে গুয়াহাটি চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ে মৃত্যু ঘটে হারাঙ্গাজাও নারায়ণপুরের বাসিন্দা সুজিত ডিব্রাগেডের (৪৫)। কিছু দিন আগে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে হাফলং সরকারি হাসপাতালের কোভিড ওয়ার্ডে ভর্তি হয়েছিলেন সুজিত ডিব্রাগেডে। কিন্তু হাফলঙে তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটলে উন্নত চিকিৎসার জন্য হাফলং থেকে গুয়াহাটি চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ে পাঠানো হয়েছিল। সেখানেই আজ সুজিতের মৃত্যু ঘটে বলে স্বাস্থ্য বিভাগ সূত্রে জানা গিয়েছে। এদিকে বৃহস্পতিবার হাফলং সরকারি হাসপাতালের দুই চিকিৎসক সহ মোট ৩৭ জন করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। এ নিয়ে ডিমা হাসাও জেলায় আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৪০৩ জন। ইতিমধ্যে করোনায় আক্রান্ত ২ জন রোগীর মৃত্যু হওয়ার পাশাপাশি ১৭২ জন রোগী সুস্থ হয়ে উঠেছেন এবং ৪০ জনের চিকিৎসা চলছে হাফলং সরকারি হাসপাতালের কোভিড ওয়ার্ডে। তাছাড়া হোম আইসোলেশনে রয়েছেন ১৮৪ জন রোগী। অন্যদিকে ৫ রোগীকে উন্নত চিকিৎসার জন্য পাঠানো হয়েছে জেলার বাইরে। এদিকে কোভিডের নতুন নিয়ম নীতি নিয়ে এবার কঠোর অবস্থান নিয়েছে ডিমা হাসাও জেলা প্রশাসন। বৃহস্পতিবার থেকে রাজ্যে জারি হয়েছে কোভিডের নতুন নিয়ম নীতি। নতুন নিয়ম নীতি বলবৎ করতে কঠোর হয়েছে ডিমা হাসাও জেলা প্রশাসন ও পুলিশ প্রশাসন। করোনার গণ-সংক্রমণ আটকাতে সবাইকে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে জারি করা নতুন এসওপি মেনে চলার আহ্বান জানিয়েছেন ডিমা হাসাওয়ের পুলিশ সুপার জয়ন্ত সিং।

ডিমা হাসাও জেলা সদর শহর হাফলঙে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে জারিকৃত এসওপি মানুষ ঠিক মতো মানছেন কিনা তা পর্যবেক্ষণ করতে আজ খোদ মাঠে নেমেছেন পুলিশ সুপার জয়ন্ত সিং ও অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ইন্দ্রনীল বরুয়া। বেলা একটা বাজার কিছু আগেই সদল বলে মাঠে নেমে পড়েন পুলিশ সুপার। পুলিশকে সক্রিয় হতে দেখে হাফলং শহরের সমস্ত দোকানপাট বন্ধ হয়ে যায় এবং দুটোর মধ্যেই সমস্ত শহর শুনশান হয়ে ওঠে। পুলিশ সুপার কোভিডের ভয়াবহতার প্রতি লক্ষ্য রেখে জেলার সাধারণ মানুষ যাতে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে তার আবেদন জানিয়েছেন। না হলে পুলিশ কঠোর হতে বাধ্য হবে বলেও সতর্ক করেন তিনি। পুলিশ সুপার বলেন, বেলা ১.০০টার মধ্যে শহরের বাজারহাট দোকানপাট সব বন্ধ করে সকলকে দুটোর মধ্যে বাড়ি ফিরে যেতে হবে। এছাড়া ডিমা হাসাও জেলায় যুগ্ম তারিখে শুধু যুগ্ম সংখ্যার যানবাহন চলাচল করতে পারবে এবং অযুগ্ম তারিখে শুধু অযুগ্ম নম্বরের যানবাহন চলাচল করতে পারবে বলে জানান পুলিশ সুপার জয়ন্ত সিং।

করোনায় প্রয়াত রাজ্য সরকারের প্রটোকল অফিসার সুজয় সরকার

কলকাতা, ১৩ মে (হি. স.) : করোনায় আক্রান্ত হয়ে চিরবিদায় নিলেন রাজ্য সরকারের প্রটোকল অফিসার সুজয় সরকার। বয়স হয়েছিল ৫৬। সুজয়বাবুর সহকর্মী তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের আধিকারিক দেবাশিস হালদার 'হিন্দুস্থান সমাচার'-কে জানান, বৃহস্পতিবার সকালে বেলেঘাটা আই ডি হাসপাতালে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।তাঁর স্ত্রী ও এক পুত্র বর্তমান। রাজ্যের প্রাক্তন বার্তাপ্রধান অরবিন্দ মন্ডল জানান, "নির্বাচনের সময় সুজয় দেশের প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর প্রোটোকল ডিউটি করেছেন। বহু মানুষের সংস্পর্শে এসেছিলেন। নির্বাচনের পরেই অসুস্থ হয়।

করিমগঞ্জে আশি-ঊর্ধদের ঘরে ঘরে গিয়ে ভ্যাকসিন দিতে জেলাশাসককে দাবিপত্র বিধায়ক কমলাক্ষের

করিমগঞ্জ (অসম), ১৩ মে (হি.স.) : আশি-ঊর্ধ বয়স্কদের ঘরে ঘরে গিয়ে করোনা ভ্যাকসিন দেওয়ার দাবি জানালেন উত্তর করিমগঞ্জের বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ। সেই সঙ্গে করোনা সংক্রমণ প্রতিরোধে এবং ভিড় এড়াতে অতিরিক্ত ভ্যাকসিন সেন্টার খোলারও দাবি জানান তিনি। বৃহস্পতিবার এই দাবির ভিত্তিতে জেলাশাসক আনবামুথান এমপির কাছে একটি লিখিত স্মারকপত্র প্রদান করেন কমলাক্ষ।

স্মারকপত্রে বিধায়ক পুরকায়স্থ লিখেছেন, ভ্যাকসিন গ্রহণের জন্য প্রতিদিন শহরের সিভিল হাসপাতাল সহ জেলার প্রতিটি হাসপাতালে সকাল থেকে দীর্ঘ লাইন লেগে যায়। প্রথমে করোনা পরীক্ষা করা হয়, তার পর ভ্যাকসিন দেওয়া হয়। এতে আশি-ঊর্ধ বয়স্কদের দীর্ঘক্ষণ লাইনে দাঁড়িয়ে থেকে দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছ। যার ফলে শারীরিকভাবে তাঁদের প্রতিনিয়ত নানান অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। তাই পৃথকভাবে একটি মেডিক্যাল টিম তৈরি করে জেলার বয়স্কদের ঘরে ঘরে গিয়ে ভ্যাকসিন দেওয়ার দাবি জানাচ্ছে তিনি। স্মারকপত্রে উদাহরণ তুলে ধরে বিধায়ক উল্লেখ করেন, সদ্যসমাপ্ত বিধানসভা নির্বাচনে দেশের নির্বাচন কমিশনের নির্দেশে আশি-ঊর্ধ বয়স্কদের ঘরে ঘরে গিয়ে ভোট সংগ্রহ করা হয়েছে। এই পদক্ষেপের প্রশংসা করে ভ্যাকসিনের ক্ষেত্রেও আশি-ঊর্ধ বয়স্করা যাতে ঘরে বসেই এই সুবিধা নিতে পারেন। এই ব্যবস্থা করতেই জেলাশাসক আনবামুথান এমপির কাছে লিখিত দাবি জানিয়েছেন বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ।

তিনি লিখেছেন, সিভিল হাসপাতালে ভিড় এড়াতে শহরের বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলনের কার্যালয় ও বিপিনচন্দ্র পাল স্মৃতি ভবনে পৃথকভাবে ভ্যাকসিন কেন্দ্র খোলা যেতে পারে। জেলাশাসকের হাতে স্মারকপত্র প্রদান করে সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে বিধায়ক বলেন, জেলায় ভ্যাকসিনের অভাব রয়েছে। ভ্যাকসিনেশন সেন্টারেরও অভাব রয়েছে। চাহিদা অনুযায়ী জেলায় ভ্যাকসিন সরবরাহ করা হচ্ছে না। প্রতিদিনই ভ্যাকসিন নিতে সিভিল হাসপাতালে প্রচুর জনগণের সমাগম হচ্ছে। কিন্তু ভ্যাকসিনের অভাব থাকায় জনগণকে দীর্ঘক্ষণ লাইনে দাঁড়িয়ে থেকে, শেষ পর্যন্ত নিরাশ হয়ে ফিরতে হচ্ছে। আর এই প্রচুর সমাগমের বলে করোনা সংক্রমণেরও প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে।

সার্বিক এই পরিস্থিতিতে ভিড় এড়াতে শহরে আরও কয়েকটি ভ্যাকসিন সেন্টার খুলতে জেলাশাসকের কাছে দাবি জানিয়েছেন বলে সংবাদ মাধ্যমকে জানান বিধায়ক কমলাক্ষ। বিভাগীয় জেলা যুগ্ম-অধিকর্তা ডা. অনুপ কুমার দৈত্যারির সঙ্গেও তিনি জেলার ভ্যাকসিনের অভাব নিয়ে কথা বলেছেন। বিশেষ করে ১৮ থেকে ৪৫-এর বছর বয়স্কদের মধ্যে ভ্যাকসিনের অভাবটাই জেলার সর্বত্র প্রকট হয়ে উঠেছে। দু-এক দিনের মধ্যেই এই সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে বলে বিভাগীয় কর্তা আশ্বাস দিয়েছেন বলে সংবাদ মাধ্যমকে জানান বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ।

এদিকে বিধায়ক নির্বাচিত হওয়ার পর আজ প্রথমবারের মতো গিরীশগঞ্জ মডেল হাসপাতালে গিয়ে উপস্থিত হন বিধায়ক কমলাক্ষ। হাসপাতালের চেয়ারম্যান হিসেবে বর্তমান পরিস্থিতির সার্বিক খোঁজখবর নেন তিনি। গিরীশগঞ্জ মডেল হাসপাতালের অধীনে আজ পর্যন্ত ৪৫-ঊর্ধ প্রায় সাত হাজারের বেশি নাগরিককে ভ্যাকসিনেশন ইতিমধ্যে হয়ে গিয়েছে বলে হাসপাতালের চিকিৎসক বিধায়ককে জানান। এছাড়া ১৮ থেকে ৪৫-এর ভিতরে প্রায় সাড়ে ৩০০ জনকে ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে। হাসপাতালের পক্ষ থেকে ভ্যাকসিনের অভাব রয়েছে বলে বিধায়ককে অবগত করানো হয়। এ ব্যাপারে তিনি বিভাগীয় ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করবেন বলে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে আশ্বাস দেন বিধায়ক কমলাক্ষ।

গঙ্গায় ভেসে আসতে পারে কোভিড-লাশ বিহারের মুখ্যসচিবকে ফোন মুখ্যসচিব আলাপনের

কলকাতা, ১৩ মে (হি.স.) : বিহার আর উত্তরপ্রদেশের গঙ্গাপাড়ে সারে সারে মৃতদেহ ভেসে আসার পর উৎকণ্ঠা দেখা দিয়েছে বাংলাতেও। গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দেওয়া কোভিড রোগীদের মৃতদেহ পশ্চিমবঙ্গের মালদায় আসতে পারে, এমনই আশঙ্কা করা হচ্ছে। এবার তা নিয়েই বিহার সরকারের দ্বারস্থ হল রাজ্য। বৃহস্পতিবার পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যসচিব আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায় ফোন করেছিলেন বিহারের মুখ্যসচিবকে। বিহারের মুখ্যসচিবকেও এই নিয়ে আবেদন জানান আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়। বিহারের গঙ্গায় ভাসা মৃতদেহগুলি যদি সরকারি উদ্যোগে আটকানো হয়, তাহলে আর পশ্চিমবঙ্গের চিন্তার কারণ থাকবে না। গঙ্গায় ভেসে ভেসে মৃতদেহ মালদাতেও আসতে পারে, এমন আতঙ্ক দেখা দিয়েছিল। এর আগে সোমবার বিহারে এবং মঙ্গলবার উত্তরপ্রদেশে ভয়াবহ ছবি দেখা গিয়েছিল। কোথাও ৫০ কোথাও ১০০ গঙ্গার জলে ভেসে ভেসে পাড়ে এসে জড়ো হয়েছিল পচা গলা ফুলে ঢোল হয়ে যাওয়া মৃতদেহ। কোভিড পরিস্থিতিতে শ্মশান বা কবরস্থানে সতকার করতে না পেরে মৃতের পরিবারের লোকজন নিরুপায় হয়ে দেহ গুলি গঙ্গায় ভাসিয়ে দিয়েছেন তেমনটাই মনে করা হয়েছে। বিহারের প্রশাসন জানিয়েছিল উত্তরপ্রদেশ থেকে ভেসে এসেছে ওই সমস্ত মৃতদেহ। দেহ জলে ভাসিয়ে দেওয়ার নিয়মই নেই তাঁদের রাজ্যে। বিশেষত উত্তরপ্রদেশ লাগোয়া গঙ্গাপাড়েই দেহগুলি ভেসে আসায় এই দাবি আরও জোরদার হয়েছিল। এমন অবস্থায় গঙ্গার জলে বয়ে মৃতদেহ পশ্চিমবঙ্গেও ভেসে আসতে দেরি হবে না, আশঙ্কা তেমনটাই। গতকালই এ নিয়ে মালদার জেলাশাসক রাজর্ষি মিত্রকে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছিল।

করোনাভাইরাসে আক্রান্ত ডিমা হাসাওয়ের স্বাস্থ্য যুগ্ম-অধিকর্তা সহ দুই ডাক্তার

হাফলং (অসম), ১৩ মে (হি.স.) : দুটি টিকা নেওয়ার পরও করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হলেন ডিমা হাসাও জেলার স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের যুগ্ম-অধিকর্তা ডা. দিপালী বর্মন এবং ডা. অজয় কুমার পাল। বৃহস্পতিবার স্বামী স্ত্রী দুজনেরই কোভিড পরীক্ষার রিপোর্ট পজিটিভ আসে। বর্তমানে দুজনকেই হোম আইসোলেশনে রাখা হয়েছে।

এদিকে ডিমা হাসাও জেলায় ১৮ থেকে ৪৪ বছরের মধ্যবর্তী বয়স্কদের টিকা প্রদান বন্ধ রয়েছে। গত ৭ মে থেকে ডিমা হাসাও জেলায় ১৮-ঊর্ধদের টিকা প্রদান শুরু হওয়ার পর ৭, ৮ এবং ৯ মে, তিনদিন টিকা প্রদান করা হয়েছিল। কিন্তু এর পর ডিমা হাসাও জেলায় টিকার অভাবে ১৮ থেকে ৪৪ বছরের মধ্যবর্তী বয়স্ককদের টিকা প্রদান বন্ধ রাখা রয়েছে। এখন শুধু ৪৫ বছরের ঊর্ধে ব্যক্তিদের টিকা প্রদান করা হচ্ছে। জানা গেছে, বর্তমানে টিকা পর্যাপ্ত পরিমাণের নেই।

বাংলাদেশে এক সপ্তাহের জন্য লকডাউনের মেয়াদ বাড়ানোর সিদ্ধান্ত

ঢাকা, ১৩ মে (হি. স.) : বাংলাদেশে ফের এক সপ্তাহের জন্য লকডাউনের মেয়াদ বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়। বৃহস্পতিবার বিকালে সাংবাদিকদের একথা জানিয়েছেন জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন। আগামী ১৭ মে থেকে ২৩ মে পর্যন্ত

লকডাউন জারির সিদ্ধান্ত নেওয়ার কথা জানিয়ে তিনি বলেন, 'আমাদের পরিকল্পনা রয়েছে আরও এক সপ্তাহ লকডাউন বাড়ানোর। কারণ দেশে ভারতীয় ভ্যারিয়েন্ট পাওয়া গিয়েছে। যা ঝুঁকির মধ্যে ফেলতে পারে।' প্রসঙ্গত করোনার দ্বিতীয় ঢেউ রুখতে গত ৫ এপ্রিল থেকে বাংলাদেশে লকডাউন শুরু হয়েছে। ইতিমধ্যেই বেশ কয়েক দফায় লকডাউনের মেয়াদ বাড়ানো হয়েছে। চলতি মেয়াদের লকডাউন আগামী ১৬ মে শেষ হওয়ার কথা। টানা লকডাউনের ফলে ইতিমধ্যেই মারণ ভাইরাসের সংক্রমণ অনেকটা নিয়ন্ত্রণে এসেছে। হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

চলে গেলেন এক অনন্য আলোকবর্তিকা ব্রজ রায়

অশোক সেনগুপ্ত

কলকাতা, ১৩ মে (হি. স.) : বয়স হয়েছিল প্রায় ৮৪। কিছুকাল আগেও ২৪ বছরের উদ্যম নিয়ে সামাজিক বিশেষ একটা বার্তা ছড়িয়ে দিতে ছুটে বেড়াতেন ব্রজ রায়। বৃহস্পতিবার সকাল ১০টা ৪০এ প্রয়াত হলেন তিনি।

কলকাতায় থাকতেন ভবানীপুরে শাঁখাড়িপাড়া রোডে। তাঁর ঘনিষ্ঠ আত্মীয়া অরুন্ধতী জানান, "সেরিব্রালে আক্রান্ত হওয়ায় গত বৃহস্পতিবার শম্ভুনাথ পন্ডিত হাসপাতালে তাঁকে ভর্তি করা হয়। এর পর করোনায় আক্রান্ত হন।"

মূলত তাঁর নেতৃত্বে আন্দোলনের হাত ধরেই শুরু হয়েছিল ভারতে মরনোত্তর দেহদান আন্দোলন। আজীবন এই আন্দোলনকে লালন করেছেন নিষ্ঠার সঙ্গে। কিন্তু নিজের অঙ্গ আর গ্রহিতা পাননি। নানা সময়ে অনেক সুহৃদকে পেয়েছেন। জীবনের শেষ প্রান্তে এসেও মনে করতেন, কাজ অনেকটাই বাকি পড়ে আছে। বুঝি রবার্ট ফ্রস্টের ভাষায়, 'পশ্চিমবঙ্গের চিকিৎসক এবং সমাজসেবী মহলে অতি পরিচিত নাম ব্রজ রায়। জন্ম ১৯৩৬-এর ৩০ নভেম্বর, কলকাতায়। একাধিক স্কুলের পাঠ শেষে ঢুকেছিলেন বঙ্গবাসী কলেজে। কম বয়সেই মারা যান বাবা। ছাত্রাবস্থাতেই জড়িয়ে পড়েছিলেন বাম সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের সঙ্গে। ১৯৫২-৫৩তে গননাট্য সংঘের সঙ্গে ওতপ্রোত সম্পর্ক ছিল। ১৯৫৭-তে ঢুকেছিলেন ডাক ও তার বিভাগের কাজে। ১৯৬৬-তে ছেড়ে দিলেন রাজনীতির টানে। নিজের কথায়, "মা-ভাই-বোনের সংসার চালাতে উঞ্ছবৃত্তি করতাম।"

এর পর জড়িয়ে পড়লেন চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার আক্রমণের অন্যতম নায়ক এবং রাজনীতিবিদ অনন্ত সিংহের (১২ই ডিসেম্বর, ১৯০৩ - ২৫শে জানুয়ারি, ১৯৭৯) সন্ত্রাসবাদী কাজকর্মের সঙ্গেউ ৭০-এর দশকে এমএমজি বা ম্যান মানি গান নামে নকশালপন্থী বিপ্লবী গোষ্ঠী তৈরী করেছিলেন অনন্তবাবু। ১৯৬০ সালের কলকাতায় ধারাবাহিক ব্যাংক ডাকাতির অভিযোগে তাঁকে ঝাড়খণ্ডের জদুগড় থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। জেলে থাকতে হয় আট বছর (১৯৬৯ - ১৯৭৭)। ব্রজবাবুও ধরা পড়লেন পুলিশের হাতে। টাইম বোমা মামলা আর পার্ক স্ট্রিট ডাকাতির দায়ে জেলে যেতে হল একই সঙ্গে, ১৯৬৯-এ।

কিন্তু মরনোত্তর দেহদান আন্দোলনের ভাবনাটা এল কিভাবে? ব্রজবাবুর কথায়, "১৯৭৭ পর্যন্ত জেলে থাকতে হয়েছিল আমাকে। ইতিমধ্যে জওহরলাল নেহেরু ও চৌ এন লাই- দুই রাষ্ট্রনেতার মৃত্যু হল। দু'জনের দেহাবশেষ ঘটা করে নদীর জলে ভাসিয়ে দেওয়া হল। আমার খারাপ লাগল। মনে হল, এই তাকে তো গরিব রোগীদের সেবা করা যেত। আর, ওদের দেহ তো ব্যবহার করা যেত চিকিৎসাবিজ্ঞানের কাজে।"

উনবিংশ শতকে সাম্রাজ্যবাদি ব্রিটেনের সুয়েজ দখলের বিরুদ্ধে সরব হয়েছিলেন জেবিএস (পুরো নাম জন বার্ডন স্যান্ডারসন) হলডেন। ব্রিটেন ছেড়ে তিনি ভারতের নাগরিকত্ব গ্রহণ করেন। তিনি বলেছিলেন, আমাদের স্বপ্নের থেকেও অবাস্তব হল বাস্তবতা। ধমনীতে রীতিমতো নীলরক্ত। পরিচিতি বিজ্ঞানী হিসেবে। জীবনের শেষ সাত বছর কলকাতায় আর ভুবনেশ্বরে কাটিয়েছিলেন। পায়জামা আর খদ্দরের পাঞ্জাবি পরতেন,এক বঙ্গসন্তানের কাছে বাংলা শিখতেন নিয়ম করে। শেষ জীবনে খেতেন নিরামিষ। "এই হলডেনের জীবন আমাকে প্রভাবিত করেছিল" এই প্রতিবেদককে জানিয়েছিলেন ব্রজবাবু।

মুক্তির পর নাটক-গানের মধ্যে দিয়ে সমাজের নানা অন্ধ সংস্কার দূর করার কাজে ব্রতী হলেন। ইতিমধ্যে জীবনে এসেছেন টেলিফোনের কর্মী তৃপ্তি চৌধুরী। একটা প্রশ্ন তাঁকে কুড়ে কুড়ে খাচ্ছিল। স্মৃতিচারণ করছিলেন "জীবনে এত সংস্কার, জাত-পাতের বিচার। মৃত্যুর পরেও কি এর সব থাকা দরকার? দেহটা মানুষের কাজে লাগানো যায় না? তৈরি করলাম "গণদর্পন"। ১৯৮৪ থেকে সরকারি বা বেসরকারি কোনও সহায়তা ছাড়া মরণোত্তর দেহ ও অঙ্গদানের প্রচার শুরু করি। ১৯৮৬-র ৫ নভেম্বর হলডেনের ৯৫-তম জন্মদিনে আমরা ৩৪ জন মরনোত্তর দেহদানের অঙ্গীকার করলাম। পরে ওঁর শতবর্ষ উদযাপন করেছি আমরা।" এই ৩৪ জনের মধ্যে ছিলেন প্রাক্তন এডভোকেট জেনারেল অরুণ প্রকাশ চট্টোপাধ্যায়, শিল্পী দেবব্রত মুখোপাধ্যায়, স্টুডেন্টস হেলথ হোমের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ডাক্তার অরুণ সেন প্রমুখ।"

ব্রজ রায়ের কথায়, "এর পর শুরু করলাম প্রচার। অনেককে সঙ্গে পেলাম। ১৯৯০-এর জানুয়ারী মাসে মারা গেলেন আর এস পি-র বরেন দাঁ। মরনোত্তর দেহ দানের জন্য নিয়ে যাওয়া হল মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। কিন্তু আইন নেই বলে ফিরিয়ে দেওয়া হল সেই দেহ। আমরা ভেঙ্গে পড়লেও পিছপা হলাম না। ক'দিন বাদেই মারা গেলেন সুকুমার হোম চৌধুরী নাম এক ব্যক্তি। আমরা সবাই গেলাম আর জি কর হাসপাতালে। আমাদের দীর্ঘ দিনের দাবি পূর্ণ হল। মরনোত্তর দেহদানের ইতিহাসে ওটি লাল অক্ষরের দিন।"

১৯৯৪-তে কেন্দ্রের দুই কক্ষে আইন পাশ হয়। ৮ জুলাই রাষ্ট্রপতি শঙ্করদয়াল শর্মা এটিকে আইনসিদ্ধ করেন। এর পর বিভিন্ন রাজ্যে শুরু হয় প্রচার এবং এটি রূপায়ণের পরিকাঠামো তৈরির কাজ। ব্রজবাবু জানান, বহু বছর ধরে এ রাজ্যের স্বাস্থ্যকর্তাদের আবেদন করে এসেছি প্রয়াত আগ্রহী ও তাঁদের বাড়ির লোকেদের পর্যাপ্ত ও প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করার। কিন্তু যথেষ্ঠ সাড়া মেলেনি।

'গণদর্পন"-এর মুখ্য পরামর্শদাতা ব্রজ রায় এই প্রতিবেদককে জানান, এখন পর্যন্ত অঙ্গীকার করেছেন প্রায় ১৪ লক্ষ নানা শ্রেনীর মানুষ। মরনোত্তর দেহদান করেছেন দু'হাজারের ওপর। এঁদের মধ্যে আছেন জ্যোতি বসু থেকে বিনয় চৌধুরী, শিবনারায়ণ রায়, গৌরী আয়ুব, ইলা মিত্র অনেকে। আবার, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের মত মানুষেরা অঙ্গীকার করা সত্বেও ওদের দেহ নেওয়া সম্ভব হয়নি।

দেশে অঙ্গদান আইন পাশ হওয়ার ২৫ বছর উপলক্ষে ২০১৯-এ কলকাতায় আলোচনাচক্রের ব্যবস্থা করা হয়। এতে দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে এই ক্ষেত্রের প্রতিষ্ঠিতরা অংশ নিতে আসেন। অভিযোগ, এক দশকের বেশি আগে আরজিকর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে অঙ্গদানের ব্যাঙ্ক হয়েছে। কিন্তু সেটা অকেজো হয়ে আছে। ২০১৩-তে এসএসকেএম হাসপাতালে চর্মব্যাঙ্ক তৈরি হলেও সেটা খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছে। এই অবস্থায় প্রতিটি সাংসদ-বিধায়ককে এ ব্যাপারে উদ্যোগী হতে আবেদন করা হয়। এমবিবিএস-এর পড়ুয়াদের প্রত্যেককে অন্তত ১০টি করে শব ব্যবচ্ছেদ করতে হবে। কিন্তু হয় না। মেডিক্যাল কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়ার এই নির্দেশ কেন মানা হচ্ছে না, এই প্রশ্ন তোলেন মরণোত্তর দেহদান আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত সমাজকর্মীরা। তাঁরা জানান, এ রাজ্যে সদ্যস্থাপিত একটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে প্যাথলজিক্যাল অটোপসি না করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। কারণ, এ বিষয়ের ওপর মাষ্টারমশাই নেই। পরবর্তী প্রজন্ম এ ভাবেই ভুলতে বসেছে ব্যবচ্ছেদের কৌশল ও গুরুত্ব। মাঝে মাঝেই দেখা যাচ্ছে অজানা রোগে মৃত্যুর ঘটনা। কোথাও কোথাও ডেঙ্গির মত কিছু রোগে মৃত্যু হচ্ছে অনেকের। মৃত্যুর রিপোর্টে চিকিৎসকরা 'সাসপেক্টেড' বলে দায় এড়াচ্ছেন। ব্যবচ্ছেদের প্রচলন থাকলে এ রকম হত না। কোনও কোনও মহল থেকে দাবি করা হচ্ছে প্যাথলজিক্যাল অটোপসির প্রয়োজন ফুরিয়ে গিয়েছে।

দেশে অঙ্গদান আইন পাশ হওয়ার প্রায় ২৭ বছর বাদেও সরকারি অনীহার জন্য মরণোত্তর অঙ্গদান আন্দোলন ব্যাহত হচ্ছে বলে অভিযোগ করেছিলেন ব্রজবাবু-সহ সক্রিয় সমাজকর্মীরা। তাঁরা চান, বিভিন্ন রাজনৈতিক দল বিষয়টির ওপর গুরুত্ব দিক। এ ব্যাপারে এই ক্ষেত্রে সক্রিয় এশিয়ার অন্যতম প্রাচীন সংগঠন "গণদর্পন"-এর তরফে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছে পাঁচ দফা দাবি রাখা হয়। এই সঙ্গে এই ক্ষেত্রে দেশের বিভিন্ন রাজ্যে উদ্যোগীদের নিয়ে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে একটি মোর্চাও তৈরি হয়।

যে পাঁচটি দাবি সরকারের কাছে পেশ করা হয়, সেগুলি হল- ১) পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি মেডিক্যাল ও হোমিওপ্যাথি কলেজে মরণোত্তর দেহদানের ব্যবস্থা করতে হবে, ২) প্রতিটি মরদেহের ময়না তদন্ত করাতে হবে, ৩) প্রতিটি মরদেহের ব্যবহারপোযোগী কোষগুলির সদ্ব্যাবহার করতে হবে, ৪) মস্তিষ্কের মৃত্যু (ব্রেন ডেথ)-এর ক্ষেত্রে আইন ও প্রথা মেনে দ্রুততার সঙ্গে সেই মৃত্যুর ঘোষণা করতে হবে এবং ৫) আইন মেনে ২৪ ঘন্টা হাসপাতালে মরদেহ এবং অঙ্গ গ্রহণ করতে হবে। স্মৃতির ধারাপাতে ফেরারী আসামী, জেলখাটা ডাকাতের পরিচয় একেবারেই ঢাকা পড়ে গিয়েছিল। ব্রজ রায় ছিলেন সমাজে ভাঙাচোড়া মানুষের মিছিলে একটা অনন্য মুখ। একটা আলোকবর্তিকা।

করোনার ছোবলে মৃত্যু অসমে এনএইচএম-এর ম্যানেজার বদন দাসের, শোক মুখ্যমন্ত্রী

গুয়াহাটি, ১৩ মে (হি.স.) : করোনার ছোবলে অকালে মৃত্যুবরণ করেছেন অসমে জাতীয় স্বাস্থ্য মিশন (এনএইচএম) গুয়াহাটি অফিসে ম্যানেজার বদন দাস। আজ বৃহস্পতিবার গুয়াহাটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন দাস। বদন দাসের মৃত্যুতে গভীর শোক ব্যক্ত করেছেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা।

মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা তাঁর অফিশিয়াল টুইটে এই দুঃসংবাদ দিয়ে স্বাস্থ্যমন্ত্রী থাকাকালীন বদন দাসের সঙ্গে হাসপাতাল পরিদর্শনের একটি ছবিও শেয়ার করেছেন। টুইটে তিনি লিখেছেন, 'এনএইচএমের অফিস ম্যানেজার বদন দাস আজ কোভিডে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করায় আমি অত্যন্ত শোকাহত। তিনি গুয়াহাটি বিমানবন্দরে যাত্রীদের অতিমারি কোভিড পরীক্ষায় নিয়োজিত ছিলেন। জনতার সেবা করে বদন দাসের অকালমৃত্যু হয়েছে। তিনি চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন।' মুখ্যমন্ত্রী ড় শর্মা প্রয়াতের আত্মার চিরশান্তি কামনা করে তাঁর পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়েছেন।

দুদেশের সেনারা ঈদ উপলক্ষে করল মিষ্টি বিতরণ

জম্মু, ১৩ মে (হি.স.) : ঈদের একদিন আগেই ভারতীয় সেনাবাহিনী এবং পাকিস্তান সেনাবাহিনীর জওয়ানরা ঈদ-উল-ফিতর উৎসব পালন করল। বৃহস্পতিবার পুঞ্চ সেক্টরের লাইন অফ কন্টোল(এলওসি) এবং মেনধর হট স্প্রিং ক্রসিং পয়েন্টে দুই দেশের সেনারা উৎসব পালন করে। দুই দেশের সেনাদের মধ্যে মিষ্টি এবং শুভেচ্ছা বিনিময় করা হয়। এদিন ভারতীয় সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে এ কথা জানানো হয়েছে। বলা হয়েছে, যে কোন উৎসব মনোবল বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে। পাশাপাশি এখন দুই দেশেপ পক্ষ থেকে যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করা হয়েছে। দুই দেশের সেনারা একে অপরকে শুভেচ্ছা জানিয়েছে বলে ভারতীয় সেনার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

তাড়াতাড়ি ফুরোচ্ছে রান্নার গ্যাস ? জ্বালানির সাশ্রয় করতে মেনে চলুন সহজ নিয়মগুলি

করোনা পরিস্থিতিতে হাত বেশ টানাটানি। মাঝিগণ্ডার বাজারে সংসার চালাতে মধ্যবিত্তের নাভিশ্বাস উঠতে শুরু করেছে। কপালে চিন্তার ভাঁজ বাড়াচ্ছে ঊর্ধমুখী গ্যাসের দাম। সংসারের কর্তারা গৃহিনীদের পরামর্শ দিচ্ছেন, 'একটু দেখে বুঝে চালাও। যতটা সাশ্রয় করা যায় আর কী!" কিন্তু সংসারের কর্তীরাই বা কী করবেন? ওয়ার্ক ফ্রম হোমে ঘন ঘন চায়ের ফরমায়েশ থেকে ছেলেমেয়ের জন্য মুখরোচক খাবার বানানো। এই রুটিন তো চলছে হরদম। গ্যাস বাঁচবে কীভাবে?

ভেবে ভেবে উপায় বের করতে পারছেন না তাঁরা। তাই গৃহকর্তীদের জন্য রইল রান্নার গ্যাস সাশ্রয়ের সহজ কিছু টিপস। গ্যাস বাঁচানোর বহু ভুল উপায় জানেন অনেকে। সেই মিথগুলোও ভাঙা দরকার। রান্নার সময় উপকরণ আর সরঞ্জাম ছড়িয়ে ছিটিয়ে রাখবেন না। গ্যাস অন করার আগে হাতের কাছে গুছিয়ে ফেলুন সবকিছু। এই ট্রিকস মানলে সময় আর গ্যাস বাঁচবে দুই-ই

কড়াই বা ফ্রাইং প্যানে রান্না করতেই অভ্যস্ত আমরা। এবার বদলে ফেলুন অভ্যেস। রান্না সারুন প্রেসার কুকারে। ঝঞ্ঝাট কম। সাশ্রয় হবে জ্বালানিও।

একান্তই যদি কড়াইতে রান্না করতে চান তবে অবশ্য কড়াই ঢাকা দিয়ে রান্না করবেন। তাতে সবজি যেমন তাড়াতাড়ি সিদ্ধ হবে তেমন বাঁচবে মহামূল্যবান গ্যাসও। খোলা কড়াইতে রান্না করলে স্বাভাবিকের চেয়ে কয়েক গুন বেশি গ্যাস নষ্ট হয়। রান্নার পরিমান অনুযায়ী পাত্র ব্যবহার করা দরকার। দুধ থেকে সবজি সবকিছু এখন থাকে ফ্রিজের অন্দরে। রান্নার আগের মুহূর্তে আমরা তা বের করে সোজা রান্নার পাত্রে চালান করে দিই। কিন্তি আপনি কি জানেন এতে কত বেশি গ্যাস নষ্ট করছেন? রান্নার অন্তত ৩-৪ ঘণ্টা আগে সবজি, দুধ বের করে রাখুন। রুম টেম্পারেচারে এলে রান্না করুন। তাতে গরম হতে সময়ও কম লাগবে। বাঁচবে রান্নার গ্যাসও।

রান্না করার সময় জল ব্যবহার করতে হবে পরিমিত। অত্যাধিক জল ব্যবহার করলে সেই জল শুকতে গ্যাস খরচ হয় বেশি। রান্নার আঁচ হবে মাঝারি।

মাংস সিদ্ধ করতে যেমন সময় লাগে তেমনই খরচ হয় জ্বালানি। তাই রান্নার আগে মাইক্রোওয়েভে সিদ্ধ করে নেওয়া ভাল। আর সেই উপায় না থাকলে প্রেসার কুকারে সেদ্ধ করে নিন। আর গ্রিল করার জন্য খবরদার গ্যাস ব্যবহার করবেন না। গ্রিল করার জন্য টোস্টার বা ওভেন ব্যবহার করুন। করোনা আবহে বেশ কয়েকবার জল গরম হচ্ছে। বানাতে হচ্ছে চা-ও। এই জল একেবারে বেশি পরিমানে গরম করে রাখলে সুবিধা হবে। পরিশ্রমের পাশাপাশি সাশ্রয় হবে রান্নার গ্যাসও। এই কাজে ইলেকট্রিক ওয়াটার হিটার অথবা সোলার হিটারও ব্যবহার হতে পারে।

কোভিডের ধাক্কায় বেসামাল দেশ বড়সড় ক্ষতির মুখে বলিউড-টলিউড

সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল ডেস্ক: ভয়াবহ করোনার দাপটে বেসামাল চলচ্চিত্র জগৎ। টলিউড হোক বা বলিউড কিংবা হোক দক্ষিণী ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি, সর্বত্রই ছবিটা এক। অতিমারীর ছোবলে বেপথু হয়ে বিশ্বের সর্ববৃহৎ মুভি ইন্ডাস্ট্রির উপার্জন কমেছে প্রায় অনেকটাই। ২০১৯ সালে যেখানে ভারতীয় চলচ্চিত্র শিল্পের আয় ছিল ১৯,১০০ কোটি টাকা, সেটাই বর্তমানে কমে এসে দাঁড়িয়েছে ৭,২০০ কোটি টাকায়। আর হবে নাই বা কেন? একে তো, করোনা সংক্রমণে এই শিল্পের সঙ্গে যুক্ত অনেকেই অসুস্থ হয়েছেন, কারও কারও মৃত্যুও হয়েছে। এসবের প্রভাব এসে পড়েছে কাজের উপর। তার উপর সংক্রমণের জেরে ছোট পর্দা হোক বা বড় পর্দা, কাজ বন্ধ থাকায় অসুবিধার মুখে পড়েছেন অভিনেতা থেকে শুরু করে অন্যান্য বহু কলাকুশলীই। প্রেক্ষাগৃহগুলি প্রথমে দীর্ঘ সময়ের জন্য বন্ধ করা হয়েছিল। পরে আবার খুললেও ফের বন্ধ হয়। অতিমারীর সময়ে চলচ্চিত্র সময়ের সঙ্গে যুক্ত হাজার হাজার দিনমজুর কাজ হারিয়েছেন। সংখ্যাটা প্রায় সাত লক্ষ। ফিকির রিপোর্ট বলছে, এই সময়ের মধ্যে অন্তত ১০০০ থেকে ১,৫০০টি সিঙ্গল স্ক্রিন থিয়েটার বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে মাল্টিপ্লেক্সগুলির অবস্থাও তথৈবচ। টিকিট বিক্রি থেকে আয়ের অঙ্কেও লক্ষণীয় ঘাটতি দেখা গিয়েছে। এখন যা ৪০০ মিলিয়ন, ২০১৯ সালে তা ছিল এর তিনগুণ বেশি। সব মিলিয়ে করোনা অতিমারীর জেরে চলচ্চিত্র শিল্পের ক্ষতি হয়েছে প্রায় ১২০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। চলচ্চিত্র শিল্পের এই বেহাল দশা দেখে, প্রোডিউসার্স গিল্ড অফ ইন্ডিয়ার সভাপতি, সিদ্ধার্থ রায় কাপুরের প্রতিক্রিয়া, "বছরটা খুব খারাপ গেল।" তবে অনেকেই মনে করেছিলেন, এই ক্ষতির হাত থেকে বাঁচার একমাত্র পথ হল ছবির বড় পর্দায় মুক্তি। এসভিএফ-এর (শ্রীভেঙ্কটেশ ফিল্মস) এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর, বিষ্ণু মোহতার কথায়, "সাধারণত আমরা বছরে ১০-১২টি ছবি রিলিজ করি। কোভিডের সময় ওটিটিতে আমরা মাত্র চারটি ছবির রিলিজ করতে পেরেছি।

করোনার কবলে অভিনেত্রী শিল্পা শেট্টির গোটা পরিবার, রেহাই পায়নি ছোট্ট মেয়ে সামিশাও

করোনার কবলে অভিনেত্রী শিল্পা শেট্টির গোটা পরিবার। বাদ যায়নি ছোট্ট মেয়ে সামিশা এবং ছেলে বিয়ানও। তবে অভিনেত্রীর কোভিড (কোভিড-১৯) পরীক্ষার ফল নেগেটিভ। সোশ্যাল মিডিয়ায় জানিয়েছেন সেকথা।

সোশ্যাল মিডিয়ায় শিল্পা লিখেছেন, "গত ১০ দিন আমাদের পরিবারের কাছে খুবই কঠিন ছিল। আমার শ্বশুর-শাশুড়ি, সমিশা, বিয়ান, আমার মা এবং স্বামী রাজ করোনায় আক্রান্ত। তাঁরা প্রত্যেকেই নিজেদের ঘরে আইসোলেশনে রয়েছেন ডাক্তারের পরামর্শ ও গাইডলাইন মেনে। বাড়ির কর্মচারীদের মধ্যে দু'জন করোনা আক্রান্ত। তাঁদেরও চিকিৎসা চলছে। ঈশ্বরের কৃপায় এখন সকলেই অনেকটা ভাল আছেন। আমার করোনা পরীক্ষার ফল নেগেটিভ এসেছে। প্রোটোকল অনুযায়ী সমস্ত সুরক্ষাবিধি মানা হয়েছে। বৃহন্মুম্বই পুরনিগম ও তাঁর আধিকারিকরা খুব তাড়াতাড়ি পদক্ষেপ নিয়েছেন এবং সাহায্য করেছেন। এর জন্য কৃতজ্ঞ। পাশে থাকার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ। আমাদের জন্য প্রার্থনা করবেন প্লিজ।

শুক্রবারের স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রকের) দেওয়া পরিসংখ্যান অনুযায়ী, গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ৪ লক্ষ ১২ হাজার ২৬২ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। ফের দৈনিক সংক্রমণ বাড়ছে মহারাষ্ট্রে। বৃহস্পতিবারে রিপোর্টেই দেখা গিয়েছে, একদিনে সেখানে আক্রান্ত ৫৭ হাজারেরও বেশি মানুষ। ইতিমধ্যেই করোনা আক্রান্ত হয়েছেন অক্ষয় কুমার, রণবীর কাপুর, আলিয়া ভাট, ভূমি পেড়নেকর, ভিকি কৌশল, ক্যাটরিনা কাইফের মতো তারকারা। এবার শিল্পার পরিবারের খবর প্রকাশ্যে এল। বর্তমানে নাচের রিয়ালিটি শো 'সুপার ডান্সার'-এর বিচারক শিল্পা। শোনা গিয়েছে, সেই কাজ আপাতত বন্ধ রেখেছেন তিনি।

এদিকে, শুক্রবারই বর্ষীয়ান সেতারশিল্পী দেবু চৌধুরীর ছেলে প্রতীক চৌধুরীর করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর খবর প্রকাশ্যে এসেছে। কোভিডের ছোবলেই পয়লা মে দেবু চৌধুরী প্রয়াত হন। বাবার মৃত্যুর এক সপ্তাহের মধ্যেই প্রাণ হারালেন প্রতীক চৌধুরী। তিনিও প্রখ্যাত সেতারবাদক ছিলেন। প্রতীক চৌধুরীর স্ত্রী রুণা এবং কন্যা রাইনাও করোনায় আক্রান্ত বলে জানা গিয়েছে।

বাংলার হেঁশেল- ঠাকুরবাড়ির রান্না

বাংলা ভাষার প্রথম উল্লেখযোগ্য রান্নার বই "পাকপ্রণালী" প্রকাশিত হয় ১৮৯৯ সালে। তার বছর তিনেক পর আসে প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবীর রান্নার মহাগ্রন্থ ১৯০২ এ। ঠাকুর বাড়ির হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা আজ থেকে প্রায় ১০০ বছর আগে যে আশ্চর্য দক্ষতায় সুচারুভাবে তিনটি খণ্ড জুড়ে রান্নার বিষয়ে লিখেছিলেন তা অভাবনীয়। ঠাকুর বাড়ির আরেকজন মহিয়সী ইন্দিরা দেবী নিজে রান্না করতে না পারলেও ভালো রান্নার সমঝদার ছিলেন। শোনা যায়, বাজার সরকারের লম্বা খাতার ঢংয়ে একটি ডায়েরি বানিয়েছিলেন তিনি। যখনই কোথাও কোনও ভালো রান্না খেতেন তার রেসিপি সংগ্রহ করে লিখে রাখতেন সেই খাতায়। পরবর্তীকালে সেই অমূল্য খাতাটি তিনি দিয়ে যান আরেক গুণবতী কন্যে পূর্ণিমা ঠাকুর''কে। রবীন্দ্রনাথ ও ইন্দিরা দেবী রোজকার ক্ষুন্নিবৃত্তির বাইরে রান্নাও যে একটা শিল্প, সেকথা ভুলে যাই আমরা। অথচ বহু আটপৌড়ে বাঙালি রান্নাই নতুন চেহারা পেয়েছে ঠাকুরবাড়িতে ঢুকে। উপাদানের সামান্য তারতম্য আর রসিকজনোচিত প্রশ্রয়ে জোড়াসাঁকোর হেঁশেলে ঢুকে সাধারণ রান্নাই হয়ে উঠেছে অসাধারণ। রবীন্দ্রনাথ নিজেও প্রবল উতসাহী ছিলেন নিত্যনতুন রেসিপি উদ্ভাবনে। "ঠাকুরবাড়ির রান্না" নামের বইটিতে ঠাঁই পেয়েছে জোড়াসাঁকোর হেঁশেলের তেমনই নানা স্বাদের বৈচিত্র্যময় রান্নার বিপুল সম্ভার। রবিঠাকুরের জন্মদিনের প্রাক্কালে আজ যে দুটো রান্নার রেসিপি আমি দেবো, দুটোই লিপিবদ্ধ আছে প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবীর রান্নার বইটিতে। সেকালের রান্নার স্বাদ-গন্ধ এক রাখতে পরিমাপগুলো একই রেখেছি-

মাটন হট কারি

উপকরণ- মাংস ৫০০ গ্রাম হলুদ ৪ ১/২ ইঞ্চি শুকনো লংকা ৬ টি মাঝারি পেঁয়াজ ২ টি আদা ৬ গ্রাম বড় পেঁয়াজ ১ টি ঘি ৩ চামচ ছোলার ছাতু ১ বড় চামচ নুন ১১/২ চামচ প্রণালী-

হলুদ, লংকা, আদা আর মাঝারি পেঁয়াজ বেটে নিতে হবে। মাংস ধুয়ে রাখো। বড় পেঁয়াজ চাকা কেটে রাখো।

ঘি দিয়ে তাতে বড় পেঁয়াজ দাও। আধা ভাজা হলে পেষা মশলা। ছাতু দাও। প্রায় মিনিট ১০ পরে জল টেনে আসলে জলের ছিটা দিয়ে আরও খানিকক্ষণ কষাতে হবে। এবার মাংস ছেড়ে কষো। আরও মিনিট পাঁচ ভাজো।তারপর প্রায় ৪ কাপ জল দিয়ে ঢাকা দাও। আবার মিনিট দশ পরে ফুটে উঠলে, হাঁড়ি দমে বসাতে হবে প্রায় ৪৫ মিনিট। দমে আস্তে আস্তে রান্না হবে, সুসিদ্ধ হবে মাংস।

সহজ জেলি

উপকরণ- জল ২ কাপ জেলি পাউডার ৪ চামচ চিনি ১/৪ কাপ কমলার রস ৩/৪ কাপ ফলের টুকরো পছন্দের মতো প্রণালী-

জেলি পাওডার ভিজিয়ে রাখো। হাঁড়িতে জেলি র মিক্স আর চিনি দাও। মিনিট দশ ফুটে উঠলে কমলার রস মিক্স করবে। ওপরে ফেনা আসবে, ভালো করে ফুটে গেলে, ছাঁকনিতে ছেঁকে নেবে, তারপর কেকের মোল্ড-এ ঢেলে দাও। ফলের টুকরো মেশাও, ফ্রিজে রাখো। ৪-৫ ঘণ্টা পর খাবে। শমিতা হালদার, গুরগাঁও-এর বাসিন্দা, সাহিত্য নিয়ে পড়াশোনা করেও পেশায় একজন অনলাইন কুকিং ট্রেনার এবং হোম শেফ। যুক্ত আছেন রান্না সংক্রান্ত একাধিক ব্লগের সঙ্গে। বর্তমানে সারা দেশে এবং পৃথিবীর নানান প্রান্তে ছড়িয়ে আছে তাঁর ছাত্রছাত্রী। রান্না ছাড়াও দুস্থ বাচ্চা এবং মহিলাদের নিয়ে কাজ করেন। কোভিড আবহে সমাজকল্যাণমূলক নানা কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন। ব্যক্তিগতভাবে উদ্যোগে কোভিড পেশেন্টদের পরিবারে পাঠাচ্ছেন বেসিক মিল।

কোভিড-প্রতিষেধক নেওয়ার পর নানা রমক শারীরিক সমস্যা ? কী করলে রেহাই পাবেন

দেশজুড়ে শুরু হয়ে গিয়েছে কোভিড টিকাকরণের তৃতীয় পর্ব। ১৮ থেকে ৪৫ বছর বয়সিরাও এখন প্রতিষেধক নিতে পারছেন। কিন্তু অনেকেই প্রতিষেধকের পার্শপ্রতিক্রিয়ায় ভয় পাচ্ছেন। প্রথমেই বলে রাখা ভাল, টিকাকরণের পর যদি হালকা জ্বর, ক্লান্তি, গায়ে ব্যথা বা বমির প্রবণতার মতো কিছু পার্শপ্রতিক্রিয়া দেখতে পান, তা হলে জানবেন সেটা সুখবর। কারণ তার মানে, আপনার শরীরে প্রতিষেধক কাজ করছে। এই উপসর্গগুলি অনেকটাই কোভিডের সঙ্গে মিলে যায়। সাধারণত ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে মিলিয়েও যায়। তবে এই পার্শপ্রতিক্রিয়াগুলি সামান্য অস্বস্তিকর হতে পারে। তাই কী করে রেহাই পাবেন, জেনে নিন।

ব্যথা কমানোর ওষুধ প্রতিষেধক নেওয়ার পর হাতে (যেখানে টিকা দেওয়া হয়েছে) ব্যথা হতে পারে। সারা গায়েও ব্যথা অনুভব করতে পারেন। ব্যথা কমানোর ওষুধ নিলে প্রতিষেধকের প্রভাব কমে যাবে, এমন কোনও বৈজ্ঞানিক তথ্য এখনও আমাদের সামনে আসেনি। তবে ডাক্তাররা মনে করছেন, টিকাকরণ হওয়ার পরই কোনও পেনকিলার না নেওয়াই শ্রেয়।

জ্বর

অনেকেরই হালকা জ্বর হচ্ছে টিকা নেওয়ার কয়েক ঘণ্টার মধ্যে। বিশেষ করে দ্বিতীয় ডোজের পর। প্যারাসিটামল নিয়ে জ্বর কমাতেই পারেন। তবে ওষুধ না খেতে চাইলে জলপট্টি দিলেও সাময়িক ভাবে আরাম পাবেন।

বমির প্রবণতা

টিকা নেওয়ার পর একটু বমি বমি ভাব হওয়াটাও অস্বাভাবিক নয়। লেবু-জল, আদা চা বা পিপারমেন্ট টি খেলে অনেকটাই ভাল লাগবে। কী খাচ্ছেন খেয়াল রাখুন। খুব তেল-মশলা দেওয়ার রান্না বা প্রসেস্ড ফুড টিকে নেওয়ার পর কয়েকদিন না খাওয়াই ভাল। প্রচুর পরিমাণে জল খাওয়াও দরকার। শরীরের ক্লান্তি ভাব কমবে। জলের পাশাপাশি, ফলের রস, ঘোল, ডাবের জল, লস্যি, ফল-সব্জির স্মুদিও খেতে পারেন। ডিহাইড্রেশন যাতে কোনও মতেই না হয়, সে দিকে খেয়াল রাখতে হবে।

কোভিড-আর্ম

যে হাতে টিকা দেওয়া হচ্ছে, সেই হাতটি কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ফুলে ব্যথা হতে পারে। একে বাল হচ্ছে কোভিড-আর্ম। ব্যথা দূর করতে বরফ লাগাতে পারেন। হাতের ফোলা ভাব বা র‍্যাশ কমবে বরফ লাগালে। হাত যাতে শক্ত না হয়ে যায়, তাই একটু একটু করে হাত নাড়ানো প্রয়োজন। হাতের কিছু সহজ স্ট্রেচিংয়ের ব্যায়াম করতে পারেন।

গায়ে ব্যথা

ক্লান্তি ভাব বা গায়ে ব্যথা কমানোর জন্য অল্প গরম জলে নুন মিশিয়ে স্নান করুন। দিনের শেষে এক গামলা গরম জল করে তাতে বাথ সল্ট দিয়ে পা ডুবিয়ে রাখতে পারেন।

শরীরচর্চা

টিকাকরণের পর হালকা ব্যায়াম বা যোগ ব্যায়াম করলেও উপকার পাবেন। তবে মনে রাখবেন, শরীরকে বিশ্রাম দেওয়া প্রয়োজন। টানা ঘুম, পর্যাপ্ত বিশ্রাম এবং কিছু নিঃশ্বাসের ব্যায়াম দরকার। তাড়াহুড়ো করে কঠিন শরীরচর্চা শুরু করে দেবেন না।

হিমালয়ে গিয়েও শুনেছিলেন তুমি টাইটানিকের রোজ

অস্কার, এমি ও গ্র্যামিজয়ী হলিউড তারকা কেট উইন্সলেট ১৯৯৭ সালে তাঁর অভিনীত টাইটানিক ছবির অবিশ্বাস্য সফলতায় খুশি হয়েছিলেন, হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলেন। সেই সঙ্গে সবখানে টাইটানিক ছেয়ে যাওয়ায় তাঁর নাকি অপ্রস্তুত অস্বস্তিও হয়েছিল। এক ছবিতেই শোরগোল ফেলে দেওয়া তুমুল জনপ্রিয়তার ধাক্কা সামাল দিতে সময় লেগেছিল কেটের।

ক্যানডিস ম্যাগাজিনকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ৪৪ বছর বয়সী কেট সম্প্রতি ২১ বছরের পুরোনো এক অভিজ্ঞতা শেয়ার করেন এভাবে: টাইটানিক-এ ছেয়ে গেল পুরো বিশ্ব। এর বছর দুয়েক পর আমি জলোচ্ছ্বাসের মতো আসা তারকাখ্যাতি থেকে ছুটি নিয়ে ছুটলাম ভারতে। হিমালয়ে হাঁটছিলাম। আমার পেছনে একটা লোক লাঠি নিয়ে এলেন। তাঁর বয়স ৮৫। এক চোখ অন্ধ। আমাকে দেখে বললেন, এই, তুমি টাইটানিক-এর সেই রোজ না? আমার চোখে পানি চলে এল। আমি দৌড়ে গিয়ে তাঁর হাত ধরলাম। বললাম, হ্যাঁ, আমিই সেই।"

কেট জানান, তিনি সব সময়ই বড় পর্দার অভিনেত্রী হতে চেয়েছিলেন। কিন্তু এই তুমুল তারকাখ্যাতির জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। হঠাৎই বিশ্বের সবাই তাঁকে নিয়ে আলাপ করা শুরু করল, অনেক কিছু লেখা শুরু হলো, যার বেশির ভাগই অসত্য।

শ্যাম্পু ব্যবহারে সুগন্ধময় কেশ

বেশ পরিপাটি হয়ে মাথা ঢেকে বের হলেও এই ঋতুতে ঘামের কারণে চুলের গোড়া ভিজে থাকে। আবার হঠাৎ বৃষ্টির কারণে চুলে লেগে থাকা পানি শুকাতেও সময় নেয়। ফলাফল মাথায় গন্ধ হওয়া আর চুলের বারোটা বাজা।

মাথার ত্বক ঠিক মতো পরিষ্কার না করলে, চুলে শুধু বাজে গন্ধই হয় না, সঙ্গে দেখা দিতে পারে খুশকি বা হতে পারে ফাঙ্গাসের আক্রমণ। তাছাড়া হিজাব ব্যবহার করলে চুল দূষণ ও ধুলাবালি থেকে রক্ষা পেলেও, মাথার তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়। ফলে ঘাম ও মাথার ত্বক থেকে অতিরিক্ত তেল বা সেবাম নিঃসরণের কারণে চুলকানি ও দুর্গন্ধ দেখা দেয়।

তাই বাতাস চলাচল করতে পারে এরকম কাপড় দিয়ে মাথা ঢেকে রাখা উচিত। পাশাপাশি প্রতিদিন পরিষ্কার হিজাব ব্যবহার করতে হবে। মাথার ত্বক পরিষ্কার রাখা, খুশকি দূর করা চুল স্বাস্থ্যোজ্জ্বল ও সুগন্ধময় কেশের জন্য একক সমাধান হিসেবে ব্যবহার করা যায় 'ক্লিয়ার হিজাব পিওর' শ্যাম্পু।

এতে থাকা বিভিন্ন উপাদান ময়লা ভালো মতো পরিষ্কার করে। খুশকির সমস্যা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। আর এর সুগন্ধ কেশ দুর্গন্ধ মুক্ত রাখতে সাহায্য করে।

আর শ্যাম্পু করার সময়, আগে ও পরে যদি কিছু নিয়ম মেনে চলা হয় তবে শ্যাম্পুর পুরো উপকারটা পাওয়া যায়।

স্টিম করা: মুখে স্টিম নিলে গভীর থেকে যেমন তেল ময়লা বেরিয়ে আসে, চুলের বেলাতেও তাই। স্টিম নিলে চুলের গোড়ায় জমে থাকা সেবাম, খুশকি ও ময়লা আলগা হয়ে উঠে আসে। এজন্য একটা তোয়ালে গরম পানিতে ডুবিয়ে নিংড়ে মাথায় জড়িয়ে রাখতে হবে ২০ মিনিট। তারপর শ্যাম্পু করতে হবে।

মালিশ: শ্যাম্পু করার আগে চুলের গোড়ায় আঙুল দিয়ে কয়েক মিনিট মালিশ করে নিলে ময়লাগুলো আলগা হয়ে উঠে আসবে, দুর্বল চুলও উঠে যাবে।

ঠাণ্ডা পানিতে শ্যাম্পু: গরম পানি চুলের স্বাভাবিক তেল নষ্ট করে। ফলে রুক্ষ হয়ে যায় চুল। অন্যদিকে ঠাণ্ডা পানি চুলের আর্দতা ধরে রাখতে সাহায্য করে। তাই সবসময় ঠাণ্ডা বা কুসুম গরম পানি মাথায় ঢালতে হবে। ফলে শ্যাম্পু করার পর চুল অনেক বেশি উজ্জ্বল আর চকচকে দেখাবে।

শ্যাম্পুর উপাদান: প্যারাবেন বা সালফেট মুক্ত শ্যাম্পু ব্যবহার করতে হবে। এই দুই রাসায়নিক মাথার ত্বকে প্রদাহ বা অ্যালার্জির কারণ হয়ে উঠতে পারে, তা ছাড়া ক্যান্সারের কারণ হিসেবেও এই দুটি রাসায়নিককে চিহ্নিত করা হয়েছে। 'ক্লিয়ার হিজাব পিওর' শ্যাম্পুতে এই দুই উপাদান নেই।

শ্যাম্পু লাগাতে হবে মাথার ত্বকে: অর্থাৎ প্রথমে চুলে নয় আগে 'স্ক্যাল্প' বা চুলের গোড়ায় শ্যাম্পু মাখাতে হবে। চুলে শ্যাম্পু লাগানোর সঙ্গে সঙ্গেই এর স্বাভাবিক তেলের আস্তরণটি নষ্ট হয়ে যায়, চুল রুক্ষ বিবর্ণ হয়ে পড়ে। তাই শ্যাম্পু শুধুমাত্র স্ক্যাল্পেই লাগাতে হয়। ভালো করে ঘষে ফেনা করে নিতে হবে। সেই ফেনাই বাকি চুলে লেগে চুল পরিষ্কার রাখবে। শ্যাম্পুর সময় হালকা মাসাজ করুন: শ্যাম্পুতে ফেনা তোলার জন্য আঙুলের ডগা দিয়ে চুলের গোড়ায়, মাথার তালুতে কোমলভাবে মালিশ করুন। স্ক্যাল্পে জমে যাওয়া ময়লা উঠে আসবে। তাছাড়া মালিশের ফলে চুলের গোড়ায় রক্ত সঞ্চালন হবে, ফলে চুলের গোছও ভালো থাকবে।

অনেকক্ষণ ধরে শ্যাম্পু না করা: ভেজা অবস্থায় চুল খুব স্পর্শকাতর অবস্থায় থাকে, সামান্য এদিক ওদিক হলেই তা ভেঙে ঝরে যেতে পারে। তাই বেশিক্ষণ ধরে শ্যাম্পু করলে চুল দুর্বল হয়ে যায়। চুল ভেজানোর পর ১৫ মিনিটের মধ্যে শ্যাম্পু এবং কন্ডিশনিং, দুটোই সেরে ফেলতে হবে।

কোভিশিল্ডের দু'টি টিকার ব্যবধান বাড়িয়ে ১২ থেকে ১৬ সপ্তাহ করার ঘোষণা কেন্দ্রের

নয়াদিল্লি, ১৩ মে (হি .স.) : কোভিশিল্ডের দু'টি টিকার ব্যবধান বাড়িয়ে ১২ থেকে ১৬ সপ্তাহ করার প্রস্তাব গ্রহণ করল কেন্দ্রীয় সরকার। এর আগে ব্যবধান ছিল ৬ থেকে ৮ সপ্তাহ, এ বার সেটিই বেড়ে হচ্ছে ১২ থেকে ১৬ সপ্তাহ। বৃহস্পতিবার দুপুরেই সরকারের বিশেষজ্ঞ প্যানেল কেন্দ্রকে প্রস্তাব দেয়, দু'টি টিকার ব্যবধান বাড়িয়ে ১২ থেকে ১৬ সপ্তাহ করার। বিকেলের দিকে সেই সিদ্ধান্তেই সিলমোহর দিল কেন্দ্র।

টিকা নিয়ে এর পাশাপাশি বেশ কয়েকটি নতুন প্রস্তাব বৃহস্পতিবার কেন্দ্রীয় সরকারকে দিয়েছে বিশেষজ্ঞ কমিটি। তাতে বলা হয়েছে, কোভিডে আক্রান্তরা সুস্থ হয়ে ওঠার অন্তত ৬ মাস পর টিকা নিতে পারবেন। কারণ, এতে সুস্থ হয়ে ওঠা ব্যক্তির শরীরে অ্যান্টিবডির প্রতিক্রিয়া বৃদ্ধি পাবে। বর্তমানে সুস্থ হওয়ার ১৪ দিন পর টিকা নেওয়া যায়, সেটাই বাড়িয়ে ছ'মাস করার কথা বলা হয়েছে।

এই নিয়ে তিন মাসে দ্বিতীয়বার কোভিশিল্ডের দু'টি টিকা নেওয়ার ব্যবধান বাড়ানোর প্রস্তাব দেওয়া হয়। প্রাথমিক ভাবে টিকাকরণের একেবারে শুরুতে কোভিশিল্ডের দুটি টিকার ব্যবধান ছিল ২৮ দিনের। তার পর বিশেষজ্ঞ কমিটি মার্চ মাসে কেন্দ্র ও রাজ্যগুলিকে জানায়, ভাল ফলের জন্য' টিকা ব্যবধান ৬ থেকে ৮ সপ্তাহ করতে। সেটিই এখন বাড়িয়ে করা হল ১২ থেকে ১৬ সপ্তাহ।হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

মাথাভাঙ্গায় আক্রান্ত পরিবারের সদস্যরা রাজ্যপালের পা জড়িয়ে ধরে কাঁদলেন

মাথাভাঙ্গা, ১৩ মে (হি.স.) : কোচবিহারে ভোট পরবর্তী হিংসা কবলিত এলাকা ঘুরে দেখলেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনখড়। মাথাভাঙ্গায় রাজ্যপালের পা জড়িয়ে ধরে কাঁদলেনআক্রান্ত পরিবারের সদস্যরা। বৃহস্পতিবার মাথাভাঙা, শীতলকুচির বিস্তীর্ণ এলাকা পরিদর্শন করেন তিনি। তাঁর সঙ্গে ছিলেন কোচবিহারের সাংসদ নীতিশ প্রামাণিক।

বৃহস্পতিবার বেলা ১২.২৭ মিনিটে কোচবিহার বিমানবন্দরে নামে ধনখড়ের কপ্টার। এর পর নীশিথ প্রামাণিকের সঙ্গে হিংসা কবলিত এলাকা দেখতে বেরোন তিনি। পথে তাঁকে কালো পতাকা দেখায় তৃণমূল। গো ব্যাক স্লোগান তোলে। এদিন আক্রান্তদের বাড়ির ভিতরে ঢুকে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ বোঝার চেষ্টা করেন রাজ্যপাল। কথা বলেন আক্রান্তদের সঙ্গে। মাথাভাঙ্গা বিধানসভার পচাগড় অঞ্চলের ছাট খাটের বাড়ি এলাকায় আক্রান্ত পরিবারের সদস্যরা রাজ্যপালের পা জড়িয়ে ধরে কাঁদতে থাকেন। তাঁদের নিরাপত্তার ব্যাপারে আশ্বস্ত করেন রাজ্যপাল।

এরপর টুইটে রাজ্যপাল লিখেছেন, "কোচবিহারে বেশ কয়েকটি ক্ষতিগ্রস্থ অঞ্চল ঘুরে দেখেছি। ভয়াবহ দৃশ্যে বিরক্ত। দুঃখের কাহিনী শোনার পরে আমার চোখে জল ধরে রাখতে পারলাম না। নির্বাচন উত্তর প্রতিক্রিয়ার সহিংসতার তীব্রতা কখনও কল্পনা করিনি। একটা ভোটের জন্য জীবন এবং অধিকার দিয়ে দিতে হয়! এর আগে আজ কোচবিহার বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রাজ্যপাল বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্যের জন্যই রাজ্যে হিংসা ছড়িয়েছে। ভোটপ্রচারে উনি বলেছিলেন, কেন্দ্রীয় বাহিনী সব সময় থাকবে না। তার পর আমরা দেখে নেব।' তিনি বলেন, 'দেশে চার রাজ্য ও ১টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে ভোট হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ ছাড়া কোথাও এক ফোঁটা রক্ত ঝরেনি'। জানা গিয়েছে, আজ রাতে কোচবিহার সার্কিট হাউজে থাকবেন রাজ্যপাল। শুক্রবার সেখান থেকে কোচবিহারে ঘরছাড়া হয়ে অসমে আশ্রয় নেওয়া বিজেপি সমর্থকদের সঙ্গে দেখা করতে অসমে যাবেন তিনি।—হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

ভয়াবহ কোভিড পরিস্থিতি, কাছাড়ে ঈদের সমবেত নামাজ আদায় না করার আহ্বান জেলাশাসকের

শিলচর (অসম), ১৩ মে (হি.স.) : কোভিড পরিস্থিতির ঊর্ধমুখী প্রবণতা প্রতিরোধ করতে রাজ্য সরকারের জারিকৃত সর্বশেষ নির্দেশিকা অনুসারে আসন্ন ঈদ-উল-ফিতরের সমবেত নামাজ কাছাড় জেলার ঈদগাহ ও মসজিদগুলিতে আদায় না করতে জেলা প্রশাসন থেকে আবেদন জানানো হয়েছে। জেলাশাসক কীর্তি জল্লি এই আবেদন জানিয়ে বলেছেন, অতিমারি কোভিড সংক্রমণ রুখতে আগামী ১৫ দিন গোটা রাজ্যের সঙ্গে কাছাড় জেলার সরকারি কার্যালয় এবং ধর্মীয় উপাসনাস্থলগুলি বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

তাই ভাইরাস প্রতিরোধের স্বার্থে ভক্তপ্রাণ ইসলাম ধর্মাবলম্বী মানুষদেরকে ঈদ-উল-ফিতরের নামাজ নিজেদের ঘরে আদায় করতে অনুরোধ জানান জেলাশাসক কীর্তি জল্লি। সেই সঙ্গে জেলাবাসীকে ঈদ-ইল-ফিতরের প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানিয়েছেন কীর্তি জল্লি।

বিহারে সুফল মিলছে লকডাউনের, ২৫ মে পর্যন্ত মেয়াদ বৃদ্ধি

পাটনা, ১৩ মে (হি.স.) বিহারে লকডাউনের মেয়াদ বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নিলেন বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার। আগে ঠিক হয়েছিল ১৫ মে অবধি লকডাউন লাগু থাকবে বিহারে, কিন্তু লকডাউনের সুফল মিলছে বিহারে, তাই আরও ১০ দিনের জন্য বাড়ানো হয়েছে সম্পূর্ণ লকডাউন। অর্থাৎ ১৬ মে থেকে আগামী ২৫ মে পর্যন্ত বিহারে লকডাউন লাগু থাকবে।

বৃহস্পতিবার টুইট করে মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার জানিয়েছেন, 'মন্ত্রিসভার সদস্য এবং আধিকারিকদের সঙ্গে বিহারে লাগু লকডাউন পরিস্থিতি নিয়ে বৃহস্পতিবার সমীক্ষা করা হয়েছে। লকডাউনের ইতিবাচক প্রভাব দেখা যাচ্ছে। তাই বিহারে আগামী ১০ দিন অর্থাৎ ১৬ থেকে ২৫ মে পর্যন্ত লকডাউন বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।'

করোনায় প্রয়াত অভিনেতা মুকেশ খান্নার দিদি

মুম্বাই, ১৩ মে (হি. স.) : করোনা আক্রান্ত হয়ে প্রয়াত হলেন বলিউড অভিনেতা মুকেশ খান্নার দিদি কমল কাপুর। বৃহস্পতিবার তিনি প্রয়াত হন। গত মঙ্গলবার মুকেশ খান্নার মৃত্যুর ভুয়ো খবর ছড়িয়ে পড়ে সোশ্যাল মিডিয়ায়। বুধবার সেই ভুয়ো খবরকে দিনভর নস্যাৎ করেছেন অভিনেতা। কিন্তু এরপরেই এদিন বৃহস্পতিবার প্রয়াত হলেন মুকেশের একমাত্র দিদি। দিদির মৃত্যুর খবর সোশ্যাল ওয়ালে শেয়ার করে মুকেশ লিখেছেন, 'গতকাল সারা দিন ধরে আমার মৃত্যুর ভুয়ো খবর নস্যাৎ করেছি। কিন্তু ভাবতেও পারিনি, এমন সত্যি আমার জন্য অপেক্ষা করছে। আমার একমাত্র দিদি কমল কাপুর দিল্লিতে প্রয়াত হয়েছে। আমার গোটা পরিবার স্তম্ভিত। করোনার বিরুদ্ধে ১২ দিনের লড়াইয়ের পর ফুসফুসের সংক্রমণে প্রয়াত হল।'

পিছিয়ে গেল ইউপিএসসি প্রিলিমিনারি, পরীক্ষা হবে ১০ অক্টোবর

নয়াদিল্লি, ১৩ মে (হি.স.): করোনার বাড়বাড়ন্তের জন্য এবার পিছিয়ে গেল ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশন (ইউপিএসসি)-এর সিভিল সার্ভিসের প্রিলিমিনারি পরীক্ষা। ইউপিএসসি-র সিভিল সার্ভিস (প্রিলিমিনারি) পরীক্ষা হওয়ার কথা ছিল আগামী ২৭ জুন। পিছিয়ে যাওয়ার পর, ইউপিএসসি-র প্রিলিমিনারি পরীক্ষা হবে আগামী ১০ অক্টোবর। বৃহস্পতিবার সিভিল সার্ভিস (প্রিলিমিনারি) পরীক্ষা পিছিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ইউপিএসসি।

এদিন ইউপিএসসি-র পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আগামী ২৭ জুন সিভিল সার্ভিস (প্রিলিমিনারি) পরীক্ষা হওয়ার কথা থাকলেও, আপাতত তা পিছিয়ে দেওয়া হচ্ছে। ইউপিএসসি-র সিভিল সার্ভিস (প্রিলিমিনারি) পরীক্ষা হবে আগামী ১০ অক্টোবর। দেশে বর্তমান করোনা-পরিস্থিতির কারণেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

২৪ ঘন্টায় মৃত্যু ৩০৮ জনের, দিল্লিতে কোভিড সংক্রমিত ১৩.৭২-লক্ষাধিক

নয়াদিল্লি, ১৩ মে (হি.স.): রাজধানী দিল্লিতে করোনার বাড়বাড়ন্তে রাশ টানাই যাচ্ছে না। দিল্লিতে ফের বাড়ল করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা, একইসঙ্গে শেষ ২৪ ঘন্টায় মৃত্যু হয়েছে ৩০৮ জনের। বিগত ২৪ ঘন্টায় দিল্লিতে নতুন করে করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন ১০,৪৮৯ জন, এই সময়ে প্রাণ হারিয়েছেন ৩০৮ জন। ফলে দিল্লিতে মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ১৩ লক্ষ ৭২ হাজার ৪৭৫ জন এবং মৃত্যু হয়েছে ২০ হাজার ৬১৮ জনের।

দিল্লিতে ইতিমধ্যেই সুস্থ হয়েছেন ১২ লক্ষ ৭৪ হাজার ১৪০ জন, তাঁদের মধ্যে বিগত ২৪ ঘন্টায় সুস্থ হয়েছেন ১৫,১৮৯ জন। বৃহস্পতিবার দিল্লির স্বাস্থ্য দফতরের পক্ষ বুলেটিনে জানানো হয়েছে, রাজধানী দিল্লিতে এই মুহূর্তে মোট চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা ৭৭ হাজার ৭১৭ জন। দিল্লিতে পজিটিভিটি রেট ১৪.২৪ শতাংশ।

শুক্রবার ফের ভারতে আসছে স্পুটনিক ভি, মিটবে টিকার অভাব

নয়াদিল্লি, ১৩ মে (হি.স.): প্রথম দফায় ভারতে ইতিমধ্যেই এসেছে রুশ প্রতিষেধক স্পুটনিক ভি। এবার শুক্রবার (১৪ মে) দ্বিতীয় দফায় ভারতে আসতে চলেছে স্পুটনিক ভি। ভারতে বর্তমানে করোনা-টিকার যে অভাব দেখা দিয়েছে, এই পরিস্থিতিতে স্পুটনিক ভি-র আগমণ কিছুটা হলেও স্বস্তি দেবে। বিশ্ববাজারে এই প্রতিষেধকই প্রথম করোনাভাইরাস প্রতিষেধক হিসেবে নথিভুক্ত করা হয়েছিল। এটি তৈরি হয়েছে রাশিয়ার রাজধানী মস্কোয়।

ভারতীয় বাজারে স্পুটনিক ভি তৃতীয় কোভিড প্রতিষেধক। অতিমারির সঙ্কটে টিকার ঘাটতি সামলাতেই ড্রাগস কনট্রোলার জেনেরাল অফ ইন্ডিয়া এই প্রতিষেধক ব্যবহারে সম্মতি দেয়। ২-৮ ডিগ্রি সেলসিয়াসে রাখা যায় এই প্রতিষেধক। তাই দেশের দুর্গম জায়গায় পৌঁছনো সুবিধে। ০.১ শতাংশ পার্শপ্রতিক্রিয়া হওয়ার সম্ভবনা রয়েছে এই প্রতিষেধক থেকে।

সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন মার্চেন্ট অ্যাসোশিয়নের কর্মকর্তারা। ছবি ঃ নিজস্ব

করোনা বিধি মেনে ঈদ পালনের অনুরোধ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার

ঢাকা, ১৩ মে (হি.স.) : করোনা সংক্রমণ আরও বৃদ্ধির আশঙ্কা বাংলাদেশে। এই অবস্থায় দূরত্ব ও স্বাস্থ্যবিধি মেনে ঈদ পালনের অনুরোধ করলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

শুক্রবার ঈদ পালিত হবে বাংলাদেশের সর্বত্র। তার আগে বৃহস্পতিবার জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণে শেখ হাসিনা বলেন, আপনারা আবেগের বশবর্তী হয়ে আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে ঈদের ছুটি কাটাতে যাবেন না। অনেকের কোনও বাহ্যিক লক্ষণ না থাকায় আপনি বুঝতে পারবেন না আপনার পাশের ব্যক্তিটিই করোনাভাইরাস বহন করছে। এর ফলে আপনি যেমন করোনাভাইরাসের ঝুঁকিতে পড়বেন, তেমনি আপনার নিকটাত্মীয় বা পাড়াপ্রতিবেশীকে ঝুঁকির মুখে ফেলবেন। মনে রাখবেন, সবার উপরে মানুষের জীবন। বেঁচে থাকলে আসছে বছর আবার আমরা আনন্দঘন পরিবেশে ঈদ উদযাপন করতে পারব।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, জনসমাগম এড়াতে না পারলে এই রোগকে নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব নয়। কষ্ট হবে জেনেও আমরা বাধ্য হয়েছি মানুষের স্বাভাবিক চলাচলের ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করতে।

দোকান-পাট, শপিং মল সহ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো স্বাস্থ্যবিধি মেনে চালু রাখতে হচ্ছে। গণপরিবহন চলাচলের ওপরও বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে।

টিকা নিয়ে মোদীকে সমর্থন অমিত মালব্যর, বিরোধীদের তুলোধোনা

কলকাতা, ১৩ মে (হি. স.) : রাজ্যে টিকার প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি তারাই আগে পাবে টিকা, বাকিদের অপেক্ষা করতে হবে। দেশে টিকার ঘাটতি সামলাতে এ ভাবেই অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে টিকা বণ্টনের পরামর্শ দিলেন বিজেপি নেতা অমিত মালব্য। সেই সঙ্গে বিরোধীদের এক হাত নিলেন। বললেন, টিকা জ্যাম নয় যে, ইচ্ছে করলেই কেউ বানিয়ে ফেলতে পারবেন।

অমিতবাবুর এই মন্তব্য নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে। করোনা পরিস্থিতিতে যখন দেশে টিকা নিয়ে হাহাকার চলছে, তখন টিকাকে জ্যামের সঙ্গে তুলনা করেই সমালোচনার মুখে পড়েছেন বিজেপি-র আইটি সেলের সর্বভারতীয় প্রধান অমিত। অন্যদিকে, অনেকের বক্তব্য, যুক্তিসঙ্গত মন্তব্যই করেছেন তিনি। বৃহস্পতিবার সকালে অমিতবাবু টুইটে লেখেন, আদালতগুলি (দিল্লি হাইকোর্ট এবং সুপ্রিম কোর্ট উভয়ই) বার বার অরবিন্দ কেজরিওয়াল সরকারকে সমালোচনা করেছে অক্সিজেন বিতরন-ব্যবস্থা পরিচালনায় ব্যর্থতার জন্য। অক্সিজেন নিরীক্ষা অর্থাৎ অডিটের আদেশ দেওয়া হয়। এর পরে, দিল্লি সরকার এখন অন্য রাজ্যগুলির 'অতিরিক্ত' অক্সিজেন নিতে চায়। অরবিন্দ কেজরিওয়ালও মিডিয়া থেকে অদৃশ্য হয়ে গেছেন।

অপর টুইটে অমিতবাবু লিখেছেন, "কোভিড মহামারীর দ্বিতীয় তরঙ্গ ভারতজুড়ে বিস্তৃত হওয়ায়, ভারত সরকার কীভাবে এর সামাল দিচ্ছে, তা নিয়ে বেশ কয়েকটি প্রশ্ন উঠেছে। সরকার কি সবকিছু পেয়েছে বা পাওয়া সমস্ত সম্পদ একত্রিত করেছে?"

অপর টুইটে তিনি লিখেছেন, "ভারতে প্রাক-মহামারী চিকিৎসার অক্সিজেনের প্রয়োজন ছিল প্রতিদিন প্রায় ৭০০ টন। করোনার প্রথম তরঙ্গে, চাহিদা দিনে প্রায় ৩,০০০ টন এবং দ্বিতীয় তরঙ্গে ৮,০০০ টনে উঠেছিল। অক্সিজেন সরবরাহকারীরা এবং কেন্দ্রীয় সরকার কীভাবে কীভাবে কাজ করছে এবং কেজরিওয়াল কীভাবে ঘুমিয়েছিল তা জানুন।"

বিরোধীদের দাবি এবং দেশে টিকা উৎপাদনের বর্তমান পরিস্থিতি প্রসঙ্গে অমিতবাবুর মত, দেশের টিকা তৈরির যা ক্ষমতা, তা মেনে নিয়েই টিকা সরবরাহের ব্যবস্থা করতে হবে। সেক্ষেত্রে যে রাজ্যে টিকার প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি, তাদেরই আগে টিকা সরবরাহ করতে হবে এবং বাকিদের অপেক্ষা করতে হবে।

বুধবার রাতেও এ নিয়ে একটি টুইট করেন অমিত। তাতে কেন্দ্রের কাছে অ-বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলির টিকা চাওয়াকে সরাসরি কটাক্ষই করেন অমিত। লেখেন, 'করোনা পরিস্থিতিতে যে সব দেশ একেবারে প্রথম দিকে নিজেদের টিকা তৈরি করতে পেরেছিল, তাদের মধ্যে ভারত ছিল অন্যতম। কিন্তু তখন বিরোধীরা নানা কথা বলেছিলেন, প্রতিষেধকের কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন। আর এখন সংক্রমণের দ্বিতীয় ঢেউয়ের পর তাঁদেরই আরও টিকা চাই'।

টিকার উৎপাদন বাড়াতে দেশের অন্য সংস্থাগুলির হাতে টিকার ফর্মুলা তুলে দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরীবাল। বুধবার পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও প্রধানমন্ত্রীকে লেখা চিঠিতে জানান, টিকার উৎপাদন বাড়াতে দেশি-বিদেশি সংস্থাগুলিকে এগিয়ে আসতে বলুক কেন্দ্র।

টুইটে সেই প্রসঙ্গেই অমিত লেখেন, 'টিকা জ্যাম নয় যে, কেউ ইচ্ছে করলেই বানিয়ে ফেলতে পারবেন'। দেশের টিকা উৎপাদনের ক্ষমতা যে সীমিত, তা মেনে নিয়েই অমিত লেখেন, 'আপাতত দেশের টিকা উৎপাদন ক্ষমতা এটুকুই। তা দিয়েই অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে সরবরাহ করে কাজ চালাতে হবে'।

বিরোধ জিইয়ে রেখেই কোচবিহার গেলেন রাজ্যপাল

কলকাতা, ১৩ মে (হি. স.) : মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তৃতীয়বার মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেওয়ার পরই ফের রাজভবন-নবান্নের সংঘাত শুরু হয়ে গেল। ভোট পরবর্তী হিংসা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী তথা রাজ্য সরকারের উপর ক্ষুব্ধ রাজ্যপাল শীতলকুচি-সহ হিংসা কবলিত এলাকাগুলিতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিতেই সেই সংঘাতের আগুনে ঘৃতাহুতি পড়েছে। শুরু হয়েছে পত্রবোমা আদানপ্রদান।

বুধবার সন্ধ্যায় প্রথা ভেঙে শীতলকুচি সফর নিয়ে জগদীপ ধনকরকে কড়া চিঠি লিখেছেন মুখ্যমন্ত্রী। 'প্রথা ভেঙে' জেলা সফরের জন্য রাজ্যপালকে কড়া চিঠি লেখেন মুখ্যমন্ত্রী। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দাবি ছিল, প্রথা অনুযায়ী রাজ্যপাল যদি রাজ্যের কোনও জেলায় যান, সেক্ষেত্রে তা সরকারকে জানাতে হয়। তিনি যেখানে যাচ্ছেন সেখানকার প্রশাসনকেও তা জানানো আবশ্যক। কিন্তু রাজ্যপাল তা করেননি। মমতার আক্ষেপ, সোশ্যাল মিডিয়া মারফত তিনি জানতে পেরেছেন, জেলা সফরে যাচ্ছেন রাজ্যপাল। রাতে মুখ্যমন্ত্রীর সেই চিঠির পালটা দেন রাজ্যপালও। পালটা মমতাকে জবাব দিলেন ধনকরও। দাবি জানালেন রাজ্যে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করার। সেই সঙ্গে তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, বিএসএফের সাহায্য নিয়ে শীতলকুচি সফরে তিনি যাবেনই।

বৃহস্পতিবার যাওয়ার আগে রাজ্য সরকার তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে টুইট করে খোঁচা দিতে ভোলেননি তিনি। কার্যত বুঝিয়ে দেন রাজ্যপালের মতো সাংবিধানিক পদে বসে তৃণমূলের সরকারের কাজে নজর রাখবেন তিনি।এদিন রাজ্যপাল মুখ্যমন্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে টুইট করে লিখেছেন যে, ''আমি ও আপনি দু'জনই সাংবিধানিক দায়িত্বপ্রাপ্ত। শপথ নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমরা সংবিধান মেনে চলতে বাধ্য। আমি জানি আপনি অন্তত সংবিধান মানেন। আর সংবিধান কখনও এড়ানো যায় না। সাংবিধানিক দায়িত্ব পালনের জন্যই আমার জেলা সফর। এরকম একটা সঙ্কটের সময় রাজ্যপাল-সহ প্রত্যেকের একসঙ্গে কাজ করা উচিত।"

বস্তুত রাজ্যপাল রাজ্য সরকারের অনুমতি ছাড়াই কোচবিহার জেলা সফরে যান এদিন। আর তা নিয়েই ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রী। গতকালই তিনি রাজ্যপালকে চিঠি দিয়ে এই বিষয়ে তাঁর অসন্তোষ জানিয়েছেন। সেই চিঠির জেরে রাতেই মুখ্যমন্ত্রীকে পাল্টা চিঠি পাঠান রাজ্যপাল। সেখানে তিনি বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমার অনুরোধ তিনি যে সংবিধান মেনে শপথ নিয়েছেন, আশা করি সেই শপথবাক্য রক্ষা করবেন। সংবিধানের ১৫৯ নম্বর ধারা অনুযায়ী আমি আমার সাধ্যমতো চেষ্টা করব সংবিধানের আওতায় থেকে মানুষের পাশে দাঁড়ানোর।

রাজ্যপাল লেখেন, "এই কঠিন এবং অভূতপূর্ব পরিস্থিতিতে চটকদারি করা উচিত নয়। প্রয়োজন একসঙ্গে কাজ করার। এই কঠিন সময় আমাদের সংযম দেখানো উচিত। আমি মুখ্যমন্ত্রীকে আশ্বস্ত করছি, সংবিধানের আওতায় থেকেই আমি মানুষের পাশে থাকার চেষ্টা করব।'"

মমতাকে তিনি মনে করালেন রাজধর্মের কথা। টুইটে রাজ্যপাল বলেছেন, "মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমার অনুরোধ তিনি যে সংবিধান মেনে শপথ নিয়েছেন, আশা করি সেই শপথবাক্য রক্ষা করবেন। সংবিধানের ১৫৯ নম্বর ধারা অনুযায়ী আমি আমার সাধ্যমতো চেষ্টা করব সংবিধানের আওতায় থেকে মানুষের পাশে দাঁড়ানোর।" ধনকরের তোপ, বাংলার সঙ্গে আরও চার রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের ভোট হয়েছে। অথচ, হিংসা শুধু এখানেই হচ্ছে, এটা দুর্ভাগ্যজনক।

একই সঙ্গে রাজ্যপাল ওই চিঠিতে মুখ্যমন্ত্রীকে লেখেন, '''আমি অবাক যে আপনার মতো একজন নেত্রী কী ভাবে ভাবলেন যে রাজ্যপালের সফরের জন্য রাজ্য সরকারের নির্দেশ প্রয়োজন? মানুষের কষ্ট ভাগ করে নেওয়ার জন্য যখন আমি সফর করতে চাইছি, তখন এই নিয়ম মানার সময় নয়। আমি আপনার দাবি মানতে রাজি নই। সাংবিধানিক শপথের মর্যাদা রাখুন। মানুষ কষ্টে আছে সেই বিষয়গুলিতে নজর দেওয়া দরকার। সবরকম সহযোগিতা আমার তরফ থেকে পাবেন।"

রাজ্যপাল লিখেছেন, "পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে সুরক্ষা দিতে সবসময় পাশে থাকব। এই পরিস্থিতিতে সবার একজোট হয়ে কাজ করা উচিত।''' এদিন রাজ্যপাল বিএসএফের হেলিকপ্টারে করে কোচবিহার জেলার মাথাভাঙা, শীতলকুচি, সিতাই ও দিনহাটায় যান। কোচবিহারের সার্কিট হাউসে সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলবেন রাজ্যপাল। শুক্রবার সকালে হেলিকপ্টারে করেই তিনি যাবেন অসমে। সেখানকার রানাপাগলি ও শ্রীরামপুর ক্যাম্পেও যাবেন। আর তাঁর এই সফর ঘিরেই এখন নতুন করে যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল নবান্ন ও রাজভবনের মধ্যে।হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

অসমের বিশিষ্ট সাংবাদিক প্রয়াত হোমেন বরগোহাঞিঃ নবপ্রজন্মের কাছে পথপ্রদর্শক ও প্রেরণার উৎস হয়ে থাকবেন, শোক ব্যক্ত করে বলেছে শিলচর প্রেস ক্লাব

শিলচর (অসম), ১৩ মে (হি.স.) : অসমের বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক, সাহিত্যিক হোমেন বরগোহাঞিয়ের প্রয়াণে গভীর শোক প্রকাশ করে শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করে বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করেছে শিলচর প্রেস ক্লাব। প্রেস ক্লাব বলেছে, বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী সাংবাদিক হোমেন বরগোঁহাঞি নবপ্রজন্মের কাছে পথপ্রদর্শক ও প্রেরণার উৎস হিসেবে বেঁচে থাকবেন।

শিলচর প্রেস ক্লাবের সভাপতি বিজয়কৃষ্ণ নাথ এবং সাধারণ সম্পাদক শংকর দে এক শোকবার্তায় বলেছেন, রাজ্যের স্বনামধন্য প্রবীণ ব্যক্তিত্ব সাংবাদিক-সাহিত্যিক হোমেন বরগোঁহাঞির প্রয়াণে অপূরণীয় ক্ষতি হল। গভীর শোকপ্রকাশ করে তাঁরা বলেন, অসমের অন্যতম প্রবাদপ্রতীম বিরল ব্যক্তিত্বের জীবনাবসানে গোটা সংবাদ জগতের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। চিন্তা-চর্চা ও মননে সংবাদপত্র জগতকে কয়েক দশক ধরে আলোকিত করে এক বর্ণময় যুগের সৃষ্টি করেছেন প্রয়াত হোমেন বরগোঁহাঞি। তাঁর জীবনাদর্শ চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। শিলচর প্রেস ক্লাবের সভাপতি বিজয়কৃষ্ণ নাথ এবং সাধারণ সম্পাদক শংকর দে বলেন, সর্বজন শ্রদ্ধেয় হোমেন বরগোঁহাঞির কর্মময় সাংবাদিক জীবন ছিল দিগন্তপ্রসারী। প্রজন্মের পর প্রজন্মকে তিনি মহান সাংবাদিকতা পেশায় সুশিক্ষিত করে একজন নিষ্ঠাবান প্রবাদপ্রতিম সম্পাদকের গুরুদায়িত্ব পালন করে গেছেন। হোমেন বরগোঁহাই ছিলেন আক্ষরিক অর্থেই বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী একজন বিরল ব্যক্তিত্ব। এতদঞ্চলের বৌদ্ধিক পরিমণ্ডলকে তিনি যেভাবে ঋদ্ধ করেছেন, এর প্রভাব যুগ-যুগান্ত ধরে অক্ষয় ও উজ্জ্বল হয়ে থাকবে। তাঁরা বলেন, অত্যন্ত প্রখর মেধার অধিকারী হয়েও মর্যাদাপূর্ণ সরকারি চাকরি ত্যাগ করে একনিষ্ঠ সাংবাদিকতার জীবন-সাধনা তাঁকে উজ্জ্বলতার উচ্চশিখরে পৌঁছে দিয়েছে। নির্ভিক, আপসহীন সাংবাদিক হিসেবে তিনি অন্যায়-অসত্য-জড়তা-বিচ্ছিন্নতাবাদের বিরুদ্ধে আজীবন কঠোর লড়াই করে গিয়েছেন। সাংবাদিকতার জগতে যে একটা আভিজাত্য বোধ থাকা প্রয়োজন, তা মাথা উচুঁ করে দেখাতে পেরেছেন হোমেন বরগোঁহাঞি। একজন সাংবাদিক হিসেবে রাষ্ট্রশক্তির সম্ভ্রম কীভাবে আদায় করতে হয়, হোমেন বরগোঁহাঞির দিকে তাকালেই তা স্পষ্ট হয়ে যায়। সাংবাদিকতার দায়বদ্ধতাকে অগ্রাধিকার দিতে বারবার ত্যাগ স্বীকার করতে কুণ্ঠাবোধ করেননি তিনি। বহু প্রতিকূলতার মধ্যেও রাষ্ট্রশক্তি কিংবা প্রভাবশালী কায়েমী চক্রের কাছে মাথা নত করেননি।

হোমেন বরগোঁহাঞি সাংবাদিকতা ও সাহিত্য জগতের এক উজ্জ্বল দিশারী হিসেবে মানুষের হৃদয়ে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার আসনে অধিষ্ঠিত। সভ্যসমাজের কাছে তিনি চিরকাল উৎসাহ ও অনুপ্রেরণার নিদর্শন হয়ে থাকবেন। বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সাংবাদিকদের কাছে পথপ্রদর্শক হয়েই থাকবেন তিনি। তার বর্ণময় জীবনের আলোকিত পথ ধরে আদর্শনিষ্ঠ সাংবাদিকতার ক্ষেত্র আরও প্রসারিত হবে বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন শিলচর প্রেস ক্লাবের সভাপতি বিজয়কৃষ্ণ নাথ এবং সাধারণ সম্পাদক শংকর দে।

বিশালগড় হাসপাতাল থেকে পালিয়ে যাওয়া কয়েদিকে পরে আটক করা হয়েছে। ছবি নিজস্ব।

ফের ৪ হাজারের বেশি মৃত্যু, চব্বিশ ঘন্টায় ভারতে ৩.৬২-লক্ষাধিক সংক্রমণ

নয়াদিল্লি, ১৩ মে (হি.স.): ভারতে ফের বাড়ল দৈনিক করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে কোভিডে সংক্রমিত হয়েছেন ৩ লক্ষ ৬২ হাজার ৭২৭ জন। এই সময়ে মৃত্যু হয়েছে করোনা-সংক্রমিত ৪,১২০ জন রোগীর। একইসঙ্গে বুধবার সারাদিনে দেশে সুস্থ হয়েছেন ৩ লক্ষ ৫২ হাজার ১৮১ জন। করোনার বাড়বাড়ন্তের মধ্যেই দ্রুত চলছে টিকাকরণ, বৃহস্পতিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট ১৭,৭২,১৪, ২৫৬ জনকে ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে। ভারতে ফের বাড়ল সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা, বিগত ২৪ ঘন্টায় বেড়েছে ৬,৪২৬। ৬,৪২৬ জন বেড়ে যাওয়ার পর ভারতে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা ৩৭.১০-লক্ষতে (১৫.৬৫ শতাংশ) পৌঁছেছে।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে ৩,৬২,৭২৭ জন কোভিড-১৯ ভাইরাসে সংক্রমিত হওয়ার পর মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ২,৩৭,০৩,৬৬৫। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রক আরও জানিয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ৪,১২০ জনের মৃত্যুর পর ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ২,৫৮,৩১৭ জন (১.০৯ শতাংশ)। বৃহস্পতিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে সক্রিয় করোনা রোগীর সংখ্যা ৩৭ লক্ষ ১০ হাজার ৫২৫ জন।

দ্রুততার সঙ্গে সংক্রমণ বৃদ্ধির মধ্যেও সুস্থতা স্বস্তি দিচ্ছে প্রতিদিনই, বুধবার সারা দিনে ভারতে করোনা-মুক্ত হয়েছেন ৩ লক্ষ ৫২ হাজার ১৮১ জন। ফলে বৃহস্পতিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ১,৯৭,৩৪,৮২৩ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৮৩.২৬ শতাংশ। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট ১৭ কোটি ৭২ লক্ষ ১৪ হাজার ২৫৬ জনকে করোনা-টিকা দেওয়া হয়েছে, তাঁদের মধ্যে বিগত ২৪ ঘন্টায় টিকা দেওয়া হয়েছে ১৮,৯৪,৯৯১ জনকে।

আমেরিকায় কোভিডে মৃত্যু ৮৪১ জনের চব্বিশ ঘন্টায় আক্রান্ত ৩৫,৮১৬ জন

ওয়াশিংটন, ১৩ মে (হি.স.): আমেরিকায় ফের বাড়ল কোভিডে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা, দৈনিক মৃত্যুর সংখ্যাও কিছুটা ঊর্ধমুখী। আমেরিকায় বিগত ২৪ ঘন্টায় মৃত্যু হয়েছে করোনা-আক্রান্ত ৮৪১ জন রোগীর। আমেরিকায় বুধবার সারাদিনে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৩৫,৮১৬ জন। ফলে আমেরিকায় ৩৩,৫৮৬,১৩৬-এ পৌঁছে গিয়েছে করোনাভাইরাসের মোট সংক্রমণ। পাশাপাশি বিগত ২৪ ঘন্টায় ৮৪১ জনের মৃত্যুর পর আমেরিকায় মোট মৃত্যু হয়েছে ৫ লক্ষ ৯৭ হাজার ৭৮৫ জনের।

আমেরিকার স্বাস্থ্য বিভাগ সূত্রের খবর, মার্কিন মুলুকে বিগত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৩৫ হাজার ৮১৬ জন। ফলে আমেরিকায় মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ৩৩,৫৮৬,১৩৬-এ পৌঁছেছে, এই সময়ে মৃত্যু হয়েছে ৮৪১ জনের। মৃত্যু ও আক্রান্তের সংখ্যা বৃদ্ধির মধ্যেও আমেরিকায় দ্রুত বাড়ছে সুস্থতার সংখ্যা। মার্কিন মুলুকে এখনও পর্যন্ত করোনা-মুক্ত হয়েছেন ২৬,৬২০,২২৯ জন। আমেরিকায় এই মুহূর্তে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ৬ লক্ষ ৩৬৮ হাজার ১২২ জন।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (**টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা**)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (**পি বি এক্স**), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

কোভিডে মৃতদের সন্তানদের আর্থিক সহায়তা, শিক্ষাও বিনামূল্যে : শিবরাজ

ভোপাল, ১৩ মে (হি.স.): মারণ করোনাভাইরাস কেড়ে নিয়েছে অসংখ্য মানুষের প্রাণ, অকালেই বাবা-মা''কে হারিয়েছে প্রচুর সন্তান। কোভিড-পরিস্থিতিতে বাবা-মা ও অভিভাবকদের যে সমস্ত সন্তানরা হারিয়েছেন, তাঁদের আর্থিক সহায়তা করার সিদ্ধান্ত নিল শিবরাজ সিং চৌহান সরকার। পাশাপাশি কোভিডে মৃতদের সন্তানদের বিনামূল্যে শিক্ষার ব্যবস্থাও করবে মধ্যপ্রদেশ সরকার। সেই সমস্ত পরিবারকে বিনামূল্যে দেওয়া হবে রেশনও।

বৃহস্পতিবার মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান জানিয়েছেন, 'কোভিড মহামারিতে বাবা-মা ও অভিভাবকদের হারানো সন্তানদের মাসে ৫ হাজার টাকা করে পেনশন দেওয়া হবে। সেই সমস্ত শিশুদের বিনামূল্যে শিক্ষার ব্যবস্থা করব আমরা এবং পরিবারকে বিনামূল্যে রেশন দেওয়া হবে।' শিবরাজ সিং চৌহান আরও জানিয়েছেন, 'যাঁরা কাজ করতে চাইছেন, সরকারের গ্যারান্টিতে সেই সমস্ত পরিবারকে ঋণ দেওয়া হবে।'

টিকা ও অক্সিজেনের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীও উধাও হয়ে গিয়েছেন : রাহুল গান্ধী

নয়াদিল্লি, ১৩ মে (হি.স.): প্রতিদিনই কোনও না কোনও ইস্যুতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে আক্রমণ করেই চলেছেন কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধী। নেটমাধ্যমে লাগাতার কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে সরব হচ্ছেন রাহুল। করোনা-পরিস্থিতিতে টিকা, অক্সিজেন ও ওষুধের সঙ্কট প্রসঙ্গ টেনে এনে প্রধানমন্ত্রীকে রাহুলের আক্রমণ, 'টিকা, অক্সিজেন ও ওষুধের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীও উধাও হয়ে গিয়েছেন।' বৃহস্পতিবার সকালে টুইট করে রাহুল গান্ধী লিখেছেন, 'ভ্যাকসিন, অক্সিজেন ও ওষুধের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীও উধাও হয়ে গিয়েছেন।' এরপরই খোঁচা দিয়ে রাহুল আরও লিখেছেন, 'সেন্ট্রাল ভিস্তা, ওষুধে জিএসটি এবং যত্রতত্র প্রধানমন্ত্রীর ছবিই শুধু রয়েছে।' প্রসঙ্গত, করোনা-পরিস্থিতিতে দেশকে বাঁচাতে প্রতিনিয়ত আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করে চলেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এমতাবস্থায় প্রধানমন্ত্রীকে খোঁচা দিলেন রাহুল গান্ধী।

৩১-কোটি ছুঁইছুঁই করোনা-পরীক্ষা, ভারতে সুস্থতা ৮৩.২৬ শতাংশ

নয়াদিল্লি, ১৩ মে (হি.স.): ভারতে ৩১-কোটির কাছাকাছি পৌঁছে গেল করোনা-পরীক্ষার সংখ্যা। বৃহস্পতিবার সকালে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ১২ মে সারা দিনে ভারতে ১৮,৬৪,৫৯৪ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। সবমিলিয়ে ভারতে করোনা-টেস্টের সংখ্যা ৩০,৯৪, ৪৮,৫৮৫-এ পৌঁছে গিয়েছে। পরীক্ষিত ১৮,৬৪,৫৯৪ জনের মধ্যে বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন ৩ লক্ষ ৬২ হাজার ৭২৭ জন। ভারতে ফের বাড়ল সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা, বিগত ২৪ ঘন্টায় বেড়েছে ৬,৪২৬। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে করোনা-মুক্ত হয়েছেন ৩,৫২,১৮১ জন। বৃহস্পতিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-আক্রান্ত ২,৫৮,৩১৭ জনের মৃত্যু হয়েছে (১.০৯ শতাংশ)। বিগত ২৪ ঘন্টায় মৃত্যু হয়েছে ৪,১২০ জনের।

করোনায় মারা গেলেন মনিপুরের রাজ্য বিজেপি সভাপতি এস টিকেন্দ্র সিং

ইম্ফল, ১৩ মে (হি.স.) : করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেলেন ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) মনিপুর রাজ্যের সভাপতি এস টিকেন্দ্র সিং। বৃহস্পতিবার ইম্ফলের সৃজা হাসপাতালে তিনি মারা যান। তাঁর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন ভারতীয় জনতা পার্টির সর্বভারতীয় সভাপতি জগত প্রকাশ নাড্ডা। এদিন টুইট বার্তায় তিনি বলেন, টিকেন্দ্র সিং একজন দলের প্রতি নিবেদিত নেতা ছিলেন। তিনি সর্বদা মনিপুরে বিজেপির শক্তিকে বাড়ানোর লক্ষ্যে এগিয়ে ছিলেন। তাঁর পরিবারের প্রতি আমার সমবেদনা। বিজেপি সভাপতি টিকেন্দ্র সিংয়ের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এন বীরেন সিং। শোক বার্তায় তিনি বলেন, টিকেন্দ্র সিং ছিলেন একজন দলের প্রতি নিবেদিত নেতা। দল এবং মানুষের জন্য সর্বদা কাজে যুক্ত থাকতেন।

আত্মসমর্পণকারী বৈরীদের সরকারি সাহায্য সহযোগিতার জন্য আন্দোলন

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৩ মে।। বিভিন্ন সময় ত্রিপুরা রাজ্যের আত্ম সমর্পন কারী বৈরীদের সরকারি সাহায্য সহযোগিতার জন্য আন্দোলন ও ডেপুটেশন দিতে দেখাযায়। অথচ তাদের পুনর্বাসনের জন্য সরকারিভাবে জমি ও ঘর তৈরী করে দেওয়া সত্যেও সেগুলির সুবিধা ভোগ করতে দেখাজায়না। এমনই এক চিত্র পরিলক্ষিত হয় তেলিয়ামুড়া মহকুমা অন্তর্ভুক্ত মুংগিয়াকামি ব্লকের অধিন তুইমধু এলাকায়। বিগত বাম সরকারের আমলে বৈরী জীবন ছেরে স্বাভাবিক জীবন যাপন করার উদ্দেশ্যে আত্মসমর্পন কারী দের সরকারি বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়েছিল। সেই মোতাবেক মুংগিয়াকামি ব্লকের অধীন তুইমধু এলাকায় প্রায় ৭০ থেকে ৮০ একর জমিতে প্রায় ৬০ থেকে ৭০ আত্মসমর্পণকারী দের জমি ও সরকারি খরচে ঘর তৈরী করে দেওয়াহয়। সাথে জীবিকা নির্বাহ করার জন্য রাবার বাগানও করে দেওয়াহয় সেই সময়ে মুংগিয়াকামি ব্লক প্রশাসনের তরফ থেকে। অথচ পরিতাপের বিষয় হল সেখানে আজ অব্দি কেও বসবাস করতে আসেনি এবং তাদের জন্য সরকারি ভাবে গরেতোলা রাবার বাগানের সুবিধাও গ্রহন করেনি। এলাকার এক প্রবীন বাসিন্দার কাছথেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী তুইমধু এলাকায় আত্মসমর্পন কারীদের মধ্যে কাওকে সেই অঞ্চলে আসতে দেখেননি। তাদের জন্য দু দুইবার যে ঘর গুলি দেওয়া হয়েছিল সেগুলি ব্যবহার না করার ফলে নস্টহয়ে ভেংগে পরেগেছে। গোটা এলাকাজুড়ে এখন জংগলে পরিপূর্ণ হয়ে রয়েছে। প্রশ্ন হল সরকার যেখানে এত সুযোগ সুবিধা দিয়েছে সেই জায়গায় তারা সেগুলি কেন ভোগ করছেনা ? পাশাপাশি বিভিন্ন সময় পুর্ববাসন বা বিভিন্ন দাবী নিয়ে আন্দোলন করতেও দেখাযায় এসমস্ত আত্মসমর্পণ কারীদের। তবে কেন সরকারি পাট্টা দেওয়া জায়গা নিল আর কেনই বা তার সুভিধা ভোগ করছেনা প্রশ্ন চিন্ন যেন থেকেই গেল।

করোনায় জর্জরিত মহারাষ্ট্র, ১ জুন অবধি বাড়ল আংশিক লকডাউন

মুম্বই, ১৩ মে (হি.স.): করোনাভাইরাসের প্রকোপ থেকে কোনওভাবেই রেহাই পাচ্ছে না মহারাষ্ট্র। কোনও ভাবেই কোভিড সংক্রমণ ও মৃত্যুতে রাশ টানাই যাচ্ছে না। তাই আংশিক লকডাউন বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিল উদ্ধব ঠাকরে সরকার। আগামী ১ জুন সকাল সাতটা পর্যন্ত মহারাষ্ট্রে বাড়ানো হয়েছে আংশিক লকডাউনের মেয়াদ। ১ জুন অবধি মহারাষ্ট্রে লকডাউনের মতো বিধি নিষেধ জারি থাকবে।

তবে, লকডাউন চললেও প্রতিদিন ৪ ঘন্টা করে জরুরি পণ্যের দোকান খোলা রাখার অনুমতি দিয়েছে মহারাষ্ট্র সরকার। একইসঙ্গে জানিয়েছে, ৫০ শতাংশ গণপরিবহণও চালু রাখা যাবে। তবে বাস, অটো, ট্যাক্সিতে সফর করা যাবে জরুরি ভিত্তিতেই। প্রয়োজনে যাত্রীকে প্রমাণ করতে হতে পারে সফরের কারণ। এছাড়াও অন্য রাজ্য থেকে কেউ যদি মহারাষ্ট্রে আসেন, তাহলে তাঁকে নেগেটিভ আরটি-পিসিআর রিপোর্ট অবশ্যই দেখাতেই হবে।

অক্সিজেন কনসেনট্রেটর পাঠাল ইন্দোনেশিয়া ভারতকে সাহায্য

নয়াদিল্লি, ১৩ মে (হি.স.): করোনার এই কঠিন সময়ে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ অত্যাবশ্যক মেডিক্যাল সামগ্রী পাঠিয়ে ভারতকে নানাভাবে সাহায্য করেই চলেছে। এবার ভারতে অক্সিজেন কনসেনট্রেটর পাঠিয়ে সাহায্য করল ইন্দোনেশিয়া। ইন্দোনেশিয়ার পাশাপাশি মেডিক্যাল সরঞ্জাম (ভেন্টিলেটর, অক্সিজেন সিলিন্ডার) পাঠিয়ে ভারতকে সাহায্য করেছে জার্মানি, গ্রিস ও ফিনল্যাণ্ড।

বৃহস্পতিবার ভোররাতে দিল্লি বিমানবন্দরে এসে পৌঁছয় একটি বিমান। ওই বিমানে ২০০ অক্সিজেন কনসেনট্রেটর পাঠিয়েছে ইন্দোনেশিয়া। ইন্দোনেশিয়া থেকে সাহায্য আসার কয়েকঘন্টা পরই জার্মানি, গ্রিস ও ফিনল্যাণ্ড থেকে মেডিক্যাল সরঞ্জাম নিয়ে দিল্লিতে এসেছে একটি বিমান। জার্মানি পাঠিয়েছে ১৭৬টি ভেন্টিলেটর, ফিনল্যাণ্ড পাঠিয়েছে ৩২৪টি অক্সিজেন সিলিন্ডার এবং গ্রিস পাঠিয়েছে ১০টি অক্সিজেন সিলিন্ডার।

সংক্রমণের হার বাড়ছেই ব্রাজিলে কোভিডে মৃত্যু বেড়ে ৪.২৮-লক্ষাধিক

রিও ডি জেনেইরো, ১৩ মে (হি.স.): ব্রাজিলে ফের অনেকটাই বাড়ল দৈনিক করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা। মৃত্যুর সংখ্যাও আড়াই হাজারের গণ্ডি ছাড়িয়ে গিয়েছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় ব্রাজিলে করোনায় মৃত্যু হয়েছে ২,৫৪৫ জনের, এই সময়ে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ৭৬,৬৩৮ জন। ফলে এযাবৎ ব্রাজিলে ৪ লক্ষ ২৮ হাজারেরও বেশি করোনা-আক্রান্ত রোগীর মৃত্যু হয়েছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় (বুধবার সারা দিনে) ব্রাজিলে নতুন করে ২,৫৪৫ জনের মৃত্যু হয়েছে, ফলে ব্রাজিলে করোনায় মৃতের সংখ্যা ৪ লক্ষ ২৮ হাজার ২৫৬-তে পৌঁছেছে।

সুস্থতা বাড়লেও, বিগত ২৪ ঘন্টায় করোনা-সংক্রমিত রোগীর সংখ্যা অনেকটাই বেড়েছে ব্রাজিলে। ব্রাজিলের স্বাস্থ্য মন্ত্রক জানিয়েছে, বুধবার সারা দিনে ব্রাজিলে নতুন করে ৭৬,৬৩৮ জন করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। সবমিলিয়ে ব্রাজিলে ১৫,৩৬১,৬৮৬ জন করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে সুস্থ হয়ে উঠেছেন ১৩,৯২৪,২১৭ জন। ব্রাজিলে এই মুহূর্তে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ১০,০৯,২১৩ জন।

অসমে করোনায় সংক্রমিতের সংখ্যা বেড়ে ৩,১০,০৮৬, গত ২৪ ঘণ্টায় আক্রান্ত ৫,৬৫৭ জন এবং মৃত্যু ৭১ জনের

গুয়াহাটি, ১৩ মে (হি.স.) : অসমে এখনও বাড়ছে করোনায় আক্রান্ত ও মৃত্যুর সংখ্যা। গত ২৪ ঘণ্টায় একদিনে ৭১ জনের মৃত্যু হয়েছে। এছাড়া এই সময়কালে নতুন আক্রান্ত হয়েছেন ৫,৬৫৭ জন। এদিকে গতকাল রাত পর্যন্ত মোট ৩,৮৮০ জন করোনা আক্রান্ত রোগী আরোগ্য লাভ করে বাড়ি ফিরে গেছেন। অসমে ইতিমধ্যে করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩ লক্ষ ১০ হাজার ৮৬।

অসমে নিয়োজিত জাতীয় স্বাস্থ্য মিশন দফতরের খবর, গত ২৪ ঘণ্টায় যে ৫,৬৫৭ জন আক্রান্ত হয়েছেন তাঁদের মধ্যে সর্বাধিক কামরূপ মহানগর জেলার, ১,৪৫৬ জন। এছাড়া ৪৬০ জন আক্রান্তকে নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে কামরূপ গ্রামীণ জেলা। এভাবে ডিব্রুগড়ে ৩৮১ জন, নগাঁওয়ে ২৯৩, মরিগাঁওয়ে ২৫০ জন, কাছাড়ে ২২৯, দরঙে ২০০, বরপেটায় ১৮৮, তিনসুকিয়ায় ১৮৬, গোয়ালপাড়ায় ১৭১, যোরহাটে ১৫১, নলবাড়িতে ১৬৭, শোণিতপুরে ১৫৫, করিমগঞ্জে ১২৮, হাইলাকান্দিতে ১১৬, ধুবড়িতে ১০৪ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। এছাড়া ৭১ জনকে নিয়ে করোনায় মৃত্যু হয়েছে মোট ১,৯০৯ জনের। মৃত্যুবরণকারীদের মধ্যে কামরূপ মহানগর জেলার ২৬ জন রয়েছেন। অসমে গতকাল মোট ৬৩,৯৫৬টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছিল। এ থেকে ৫,৬৫৭ জনকে করোনা পজিটিভ বলে শনাক্ত করা হয়েছে। পরীক্ষণের তুলনায় সক্রিয় আক্রান্তের হার ৮.৮৫ শতাংশ। এর আগের দিন সোমবার এই হার ছিল ৯.১৩ শতাংশ। রাজ্যে কোভিড-এ মোট আক্রান্ত হয়েছেন ৩,১০,০৮৬ জন। এর মধ্যে সক্রিয় ৪২,৩১৭ জন রোগীর চিকিৎসা বিভিন্ন হাসপাতালে চলছে। এদিকে সম্পূর্ণ সুস্থ করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ২,৬৫,৮৬০ জনে বৃদ্ধি পেয়েছে। আরোগ্য লাভের হার ৮৫.৭৪ শতাংশ। বিপরীতে সক্রিয় আক্রান্ত ১৩.৬৪ এবং মৃত্যুর হার ০.৬২ শতাংশ জানা গেছে জাতীয় স্বাস্থ্য মিশন দফতর সূত্রে।

মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

১৮ থেকে ৪৪ বৎসর বয়সের নাগরিকদের কোভিড ভ্যাকসিন দেওয়া শুরু হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সরকার কোভিড টিকাকরণে গুরুত্ব দিয়েছে। কোভিড ভ্যাকসিন নেওয়ার জন্য মুখ্যমন্ত্রী সকলের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, কোভিড স্বাস্থ্যবিধি সবাইকে মেনে চলতে হবে। কোভিড সংক্রমিতদের চিকিৎসার যাবতীয় ব্যবস্থা জেলা ও মহকুমা স্তরে করা হয়েছে।

রেলওয়ে গেস্ট হাউসের ডেডিকেটেড কোভিড কেয়ার সেন্টার পরিদর্শনের পর মুখ্যমন্ত্রী আমবাসা প'ায়েতীরাজ ট্রেনিং ইন্সস্টিটিউটের কোভিড কেয়ার সেন্টার-১ পরিদর্শন করেন। এখানে ১৩০ টি শয্যা রয়েছে। চিকিৎসাধীন রয়েছেন ৭৭ জন। এখানে মুখ্যমন্ত্রী কোভিড সংক্রমিতদের সাথে কথা বলেন এবং তাদের স্বাস্থ্যের খোঁজ খবর নেন। তাদের কোন অসুবিধা হচ্ছে কি না সেবিষয়েও মুখ্যমন্ত্রী কোভিড সংক্রমিতদের কাছ থেকে জেনে নেন। কোভিড কেয়ার সেন্টার পরিদর্শনের পর মুখ্যমন্ত্রী সাংবাদিকদের জানান ধলাই জেলায় এখনও কোভিড সংক্রমিত রোগীর সংখ্যা কম।

জেলায় পজিটিভিটির হার রাজ্যের তুলনায় অনেক কম। তবুও সরকার জেলা ও মহকুমা স্তরে সবরকমের পরিকাঠামো প্রস্তুত রেখেছে। অ'িজেনযুক্ত শয্যা ও আই সি ইউ-র ব্যবস্থাও করা হয়েছে। আমবাসায় কোভিড কেয়ার সেন্টারগুলি পরিদর্শনের সময় মুখ্যমন্ত্রীর সাথে ছিলেন বিধায়ক পরিমল দেববর্মা, প্রধান সচিব জে কে সিনহা, ধলাই জেলার জেলাশাসক গোবেকর ময়ূর রতিলাল, পুলিশ সুপার কিশোর দেববর্মা, অতিরিক্ত জেলাশাসক মোসলেমউদ্দীন আহমেদ, জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক চিত্তর'ন দেববর্মা, আমবাসা মহকুমার মহকুমা শাসক জে ভি দোয়াতি প্রমুখ।

হচ্ছে আজ

● প্রথম পাতার পর

মুখ্যমন্ত্রী কোভিড কেয়ার সেন্টারের প্রতিটি ঘর পরিদর্শন করেন।

কোভিড কেয়ার সেন্টার পরিদর্শন শেষে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব সাংবাদিকদের জানান, ধলাই জেলার কমলপুরে গতবছর কোভিড সংক্রমণের সময় এই সেন্টার ও পরিষেবা কিছুই ছিলনা। কোভিড সংক্রমিত রোগীদের চিকিৎসা পরিষেবা দিতে সরকার স্বাস্থ্য পরিষেবার বিকেন্দ্রীকরণের যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে তার ফলস্বরূপই কমলপুর মহকুমায় এই কোভিড কেয়ার সেন্টারটি গড়ে তোলা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী শ্রীদেব আরও বলেন, আজ থেকে রাজ্যে ১৮ বছর থেকে ৪৪ বছর বয়সের নাগরিকদের কোভিড ভ্যাকসিনেশন শুরু হয়েছে। সরকার কোভিড পরিস্থিতি মোকাবিলায় ইতিমধ্যেই বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছে। আগরতলা পুর নিগম এলাকায় আগামী ৩ দিন প্রতিটি বাড়িতে গিয়ে স্বাস্থ্যকর্মীগণ অ্যান্টিজেন টেস্ট করবেন। এই কাজে স্বাস্থ্যকর্মীদের সহযোগিতা করার জন্য সকলের প্রতি তিনি আহ্বান জানিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী সাংবাদিকদের জানান আগরতলা পুর নিগম এলাকার ৩টি ওয়ার্ডকে কন্টেইনমেন্ট জোন ঘোষণা করা হয়েছে। কন্টেইনমেন্ট জোনের দরিদ্র পরিবারগুলির কথা বিবেচনা করে চাল, ডাল সহ প্রয়োজনীয় খাদ্যসামগ্রী ও খাবারের প্যাকেট দেওয়া হবে। মুখ্যমন্ত্রী শ্রীদেব কোভিড টিকা নেওয়ার পাশাপাশি কোভিড আচরণবিধি মেনে চলার আহ্বান জানান। কোভিড কেয়ার সেন্টার পরিদর্শনকালে মুখ্যমন্ত্রীর সাথে ছিলেন প্রধান সচিব জে কে সিনহা, জেলাশাসক গোবেকর ময়ূর রতিলাল, জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক প্রমুখ।মুখ্যমন্ত্রী কোভিড কেয়ার সেন্টারের প্রতিটি ঘর পরিদর্শন করেন।

আটক

● প্রথম পাতার পর

ব্লাড টেস্টের ল্যাব রুম থেকে বেরিয়ে ধীরে ধীরে হঠাৎ দৌড়াতে শুরু করে সেই কয়েদি। হাসপাতালে বাইরের গেইটে বেসরকারি নিরাপত্তারক্ষীরা তার অস্বাভাবিক দৌড় দেখে তার পেছনে দৌড়াতে থাকে। প্রায় এক কিলোমিটার দূরে গিয়ে তাকে ধরে ফেলে।অবশেষে বেসরকারি নিরাপত্তারক্ষী ও জেল পুলিশ মিলে তাকে আবার হাসপাতালে নিয়ে আসে।ঘটনাটিকে ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে এবং জেল পুলিশের কর্তব্য গাফিলতি নিয়ে ও বড়োসড়ো প্রশ্ন দেখা দেয়।

উদ্ধার

● প্রথম পাতার পর

শুভঙ্কর আজ বন্ধুদের সঙ্গে উদয়পুর মাতার বাড়ীতে যেতে চেয়েছিলো। করোনা মহামারির ফলে শুভঙ্করের পিতা মাতারবাড়ীতে যেতে ছেলেকে বারন করে। পরবর্তী সময় দেখাগেলো শুভঙ্কর আত্মহত্যার পথ বেছেনিয়েছে। ঘটনার পরবর্তীসময় বাইখোড়া থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে শুভঙ্করের মৃতদেহ ময়না তদন্তের জন্য বাইখোড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে আসে। শুভঙ্করের অস্বাভাবিক মৃত্যুতে সমগ্র এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

আত্মসমর্পণ

● প্রথম পাতার পর

তারা জানিয়েছে, বাংলাদেশ এবং মায়ানমারে জঙ্গী দলের নেতারা বিলাসবহুল জীবনযাপন করছে। অন্যদিকে, তাদের জীবন দূর্বিসহ হয়ে উঠেছে। তাই তারা স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এসেছে।

অভিযোগ

● প্রথম পাতার পর

বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি উঠেছে। এ বিষয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষের কবে ঘুম ভাঙবে সেটাই এখন দেখার বিষয়।

ক্রীড়াঙ্গন

ফাইনালে নিষিদ্ধ হয়ে ক্ষুব্ধ নেইমার

বদলি নেমে খেলেন মোটে মিনিট পাঁচেক। এর মধ্যেই প্রতিপক্ষের খেলোয়াড়কে ফাউল করে দেখেন হলুদ কার্ড। তাতে নেইমারকে নিষিদ্ধ থাকতে হবে ফরাসি কাপের ফাইনালে। 'অযৌক্তিক' এই নিষেধাজ্ঞা মেনে নিতে পারছেন না পিএসজির তারকা। পেছনে ব্যক্তিগত কোনো কারণ থাকতে পারে বলে মনে করছেন তিনি।প্রতিযোগিতাটির সেমি-ফাইনালে বুধবার রাতে নির্ধারিত সময়ে ২-২ সমতার পর টাইব্রেকারে মোঁপেলিয়েকে ৬-৫ ব্যবধানে হারিয়ে ফাইনালে জায়গা করে নেয় পিএসজি।মোঁপেলিয়ের অ্যান্ডি ডেলর্ট ২-২ সমতা ফেরানোর তিন মিনিট পর ৮৬তম মিনিটে নেইমারকে মাঠে নামান পিএসজি কোচ মাওরিসিও পচেত্তিনো। নির্ধারিত সময়ের শেষ মিনিটে প্রতিপক্ষ মিডফিল্ডার সাভানিয়েরকে ফাউল করায় তাকে হলুদ কার্ড দেখান রেফারি।পরে ইন্সটাগ্রামে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া জানান ২৯ বছর বয়সী এই ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড।"আমি পাঁচ মিনিট খেলেছি, একটি ফাউল করেছি এবং তিনি (রেফারি) এমনকি কোনো কিছু না ভেবেই আমাকে হলুদ কার্ড দিয়েছেন।""ফাইনালে আমাকে নিষিদ্ধ করার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। আমি মনে করি, এটা ব্যক্তিগত কোনো কারণ।"চতুর্থ স্তরের দল হ্যহিমিয়ি-ভালিয়েয়া ও লিগ ওয়ানের ক্লাব মোনাকোর মধ্যে বৃহস্পতিবার দ্বিতীয় সেমি-ফাইনালে জয়ী দলের বিপক্ষে ফাইনালে খেলবে পিএসজি।প্যারিসের দলটির জন্য মৌসুমটা ভালো কাটছে না। বিদায় নিয়েছে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের সেমি-ফাইনাল থেকে। লিলের কাছে হাতছাড়া হতে বসেছে লিগ শিরোপা।

ফের ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দলের কোচ হলেন রমেশ পওয়ার

মুম্বই, ১৩ মে (হি.স.) : ফের ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দলের কোচ হলেন রমেশ পওয়ার। মদন লালের নেতৃত্বাধীন ক্রিকেট অ্যাডভাইজারি কমিটি টিম ইন্ডিয়ার প্রাক্তন এই অফ-স্পিনারের নাম সুপারিশ করে। তারপর বোর্ডের তরফে রমেশ পওয়ারের নাম ঘোষণা করা হয়। ফলে ডব্লিউভি রমনের জায়গায় হরমনপ্রীত কউর ও স্মৃতি মন্ধনাদের কোচিং করাতে দেখা যাবে পওয়ারকে। আগামী দু' বছরের জন্য ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দলকে কোচিং করাবেন তিনি। ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দলের কোচের পদে বিসিসিআই-এ আবেদন চেয়েছিল গত ১৩ এপ্রিল। কোচের পদে আবেদন করার জন্য প্রার্থীদের যোগ্যতা হিসেবে আন্তর্জাতিকস্তরে ভারত বা অন্য দেশের প্রতিনিধিত্ব অথবা এনসিএ লেভেল সি কোচিংয়ের সার্টিফিকেট অথবা অন্তত ৫০টি প্রথম শ্রেণির ম্যাচ খেলার অভিজ্ঞতা থাকতে হত। এই পদের জন্য আবেদন করেছিলেন ৩৫ জন। তাঁদের মধ্যে থেকে চূড়ান্ত তালিকায় জায়গা পেয়েছিলেন চার পুরুষ ও চার মহিলা কোচ। তাঁদের মধ্যে থেকে রমেশ পওয়ারের নাম সুপারিশ করল ক্রিকেট অ্যাডভাইজারি কমিটি। সুত্রের খবর, পওয়ারের নাম সুপারিশ করা হয়েছে। বিসিসিআই শীঘ্রই ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দলের কোচের নাম ঘোষণা করবে।

সোসিয়েদাদকে হারিয়ে লা লিগা খেতাবের আরও কাছে অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ

মাদ্রিদ, ১৩ মে (হি.স.) : ঘরের মাঠ ওয়ান্ডা মেট্রোপলিটানোতে সোসিয়েদাদকে ২-১ গোলে হারিয়ে সাত বছর পর ফের লা লিগা খেতাব জয়ের আরও কাছে পৌঁছে গেল অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ। ম্যাচ শেষের বাঁশির পরে মুষ্টিবদ্ধ হাত ছুঁড়ে সিমোনের সেলিব্রেশন দেখেই স্পষ্ট ম্যাচটা কতোটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল অ্যাটলেটিকোর খেতাব জয়ের নিরিখে।

ঘরের মাঠে এদিন অ্যাটলেটিকোর জয়ের নায়ক ইয়ানিক ক্যারাসকো এবং অ্যাঞ্জেল কোরেয়া। প্রথমার্ধেই গোল করে এদিন দলের জয় নিশ্চিত করে ফেলেন দু'জনে। অ্যাটলেটিকোর জার্সিতে এদিন ৫০০তম মাইলস্টোন ম্যাচে নেমেছিলেন অধিনায়ক কোকে। ম্যাচের ১৬ মিনিটে লোরেন্তের নিখুঁত বাড়ানো বল বক্সের মধ্যে ট্র্যাপ করে বিপক্ষ গোলরক্ষককে নাটমেগে পরাস্ত করেন ক্যারাসকো। ২৮ মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন কোরেয়া। সুয়ারেজের বাড়ানো থ্রু ধরে গোল করে যান তিনি।

এই জয়ে ৩৬ ম্যাচ পর ৮০ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে অবস্থান মজবুত করল সিমোনের ছেলেরা। দ্বিতীয়স্থানে থাকা বার্সেলোনা লেভান্তের বিরুদ্ধে চলতি রাউন্ডে ড্র করে খেতাব থেকে দূরে সরেছে অনেকটাই। তাদের পয়েন্ট ৩৬ ম্যাচে ৭৬। বৃহস্পতিবার গ্রানাদার বিরুদ্ধে ম্যাচ রিয়াল মাদ্রিদের। ৩৫ ম্যাচে ৭৫ পয়েন্ট নিয়ে তৃতীয়স্থানে থাকা রিয়াল মাদ্রিদ গ্রানাদাকে হারালে শেষ দু'টো রাউন্ডে চ্যাম্পিয়নশিপের লড়াই জমে উঠবে মাদ্রিদের দুই ক্লাবের মধ্যেই। তবে জিদানের দল বৃহস্পতিবার পয়েন্ট খোয়ালে রবিবার জিতলেই চ্যাম্পিয়ন হয়ে যাবে অ্যাটলেটিকো।

জুভেন্তাসের জার্সিতে দ্রুততম ১০০ গোলের মালিক ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো

তুরিন, ১৩ মে (হি.স.) : জুভেন্তাসের জার্সিতে ফের অনন্য রেকর্ড গড়লেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। ক্লাবের ইতিহাসে দ্রুততম ১০০ গোলের মালিক হলেন পর্তুগিজ মহাতারকা। সাসৌলোর বিরুদ্ধে বুধবার ৩-১ গোলে জিতে প্রথম চারে শেষ করার দৌড়ে টিকে রইল জুভেন্তাস। আগামী মরশুমে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের যোগ্যতা অর্জনে ঘোর অনিশ্চয়তা রয়েছে জুভেন্তাসের।অন্যের পয়েন্ট নষ্ট করার দিকে তাকিয়ে ছাড়া আর কোনও উপায় নেই দলের কাছে। রোনাল্ডো ছাড়াও এদিন জুভেন্তাসের হয়ে বাকি দু'টি গোল করলেন আদ্রিয়েন র‍্যাবিয়ট এবং পাওলো দিবালা। রোনাল্ডোর সঙ্গে একইদিনে জুভেন্তাসের জার্সিতে শততম গোলের মালিক হলেন দিবালা। এদিনের আগে শততম গোলের নিরিখে ক্লাবের ইতিহাসে দ্রুততম ছিলেন ওমর সিভোরি এবং রবার্তো বাজ্জিও। দু'জনেই নিজেদের চতুর্থ মরশুমে ক্লাবের জার্সিতে শততম গোল করেছিলেন। এই জয়ের ফলে পঞ্চমস্থানে থাকা জুভেন্তাসের পয়েন্ট সংখ্যা দাঁড়াল ৩৬ ম্যাচে ৭২। সমসংখ্যক ম্যাচ খেলে চতুর্থস্থানে থাকা নাপোলির সংগ্রহে ৭৩ পয়েন্ট। হাতে বাকি মাত্র দুই ম্যাচ।

শৈশবের ক্লাবে ফেরাতে রোনালদোকে বোঝাবেন মা

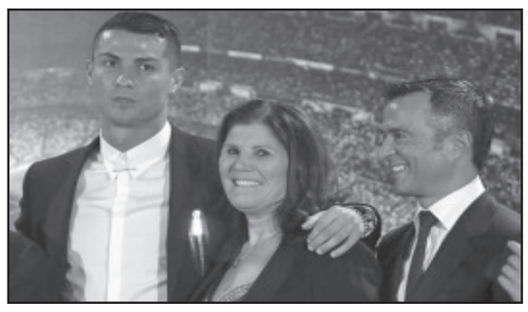

দুই দশক আগে লিসবনের ক্লাব স্পোর্টিংয়ে শুরু হয়েছিল ক্রিস্তিয়ানো রোনালদোর পথচলা। সময়ের পরিক্রমায় তার সাফল্যের ক্ষুধা কমেনি একটুও, তবে বয়সের ভারে কিছুটা হলেও কমেছে ধার। অনেকেই ইউভেন্তুসে তার শেষ দেখতে শুরু করেছেন। কোথায় যাবেন পাঁচবারের বর্ষসেরা ফুটবলার? শৈশবের ঠিকানায় কী ফিরবেন? জবাব অজানা। তবে ছেলেকে স্পোর্টিংয়ে ফেরাতে 'বোঝানোর চেষ্টা করবেন' বলে জানালেন রোনালদোর মা।চলতি মৌসুমে ভীষণ বাজে সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে ইউভেন্তুস। সেরি আয় তাদের টানা ৯ মৌসুমের আধিপত্যের ইতি টেনে এবার চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ইন্টার মিলান। শুধু শিরোপা হাতছাড়াই নয়, একের পর এক ব্যর্থতায় দলটির শীর্ষ চারে থেকে মৌসুম শেষ করা নিয়েই শঙ্কা জেগেছে।অবশ্য শীর্ষ চারে থেকে লিগ শেষ করলেও আগামী চ্যাম্পিয়ন্স লিগে ইউভেন্তুসের খেলা নিশ্চিত নয়। তুমুল সমালোচিত ইউরোপিয়ান সুপার লিগে এখনও জড়িত থাকায় আগামী বছরে এমনিতেও ইউরোপের সেরা প্রতিযোগিতাটি থেকে নিষিদ্ধ হতে পারে তুরিনের দলটি।অন্যদিকে, দীর্ঘ ১৯ বছর পর পর্তুগালের শীর্ষ প্রতিযোগিতা প্রিমেইরা লিগা জিতে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে জায়গা করে নিয়েছে স্পোর্টিং। তাই পরিস্থিতি বিবেচনায় ৩৬ বছর বয়সী রোনালদোকে আগামী মৌসুমে পুরনো ঠিকানায় দেখার সম্ভাবনা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না।পর্তুগালের টেলিভিশন চ্যানেল টিভিআই ২৪-কে রোনালদোর মা দোলোরেস আভেইরোও সেই আশা দেখালেন। "আমি ওর সঙ্গে কথা বলব এবং বোঝানোর চেষ্টা করব যেন আগামী মৌসুমে সে (স্পোর্টিংয়ে) ফিরে আসে। আবারও আলভালাদা স্টেডিয়ামে খেলতে এবং স্পোর্টিংয়ে জার্সি গায়ে চড়াতে ওকে বোঝাব।"মা দোলোরেস আভেইরো ও এজেন্ট জোর্জে মেন্দেসের সঙ্গে ক্রিস্তিয়ানো রোনালদো। ছবি: মার্কামা দোলোরেস আভেইরো ও এজেন্ট জোর্জে মেন্দেসের সঙ্গে ক্রিস্তিয়ানো রোনালদো। ছবি: মার্কাস্পোর্টিংয়ের যুব দল ও রিজার্ভ দল হয়ে ২০০২ সালে ক্লাবটির মূল দলে অভিষেক হয় রোনালদোর। পরের বছরই তাকে দলে ভেড়ায় ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড। শুরু হয় শ্রেষ্ঠত্বের পথে রোনালদোর অভিযান।ইংলিশ ফুটবলে ছয় বছর আলো ছড়িয়ে ২০০৯-১০ মৌসুমের শুরুতে রেকর্ড ট্রান্সফার ফিতে তিনি যোগ দেন রিয়াল মাদ্রিদে। সাফল্যমণ্ডিত এই অধ্যায়ে ক্লাবের সর্বোচ্চ গোল ও চ্যাম্পিয়ন্স লিগের সর্বোচ্চ গোলসহ অনেক রেকর্ড নিজের করে নেন রোনালদো।

করোনায় প্রয়াত দুই কিংবদন্তি হকি খেলোয়াড়ের পরিবারের পাশে কেন্দ্রে

নয়াদিল্লি, ১৩ মে (হি.স.) : করোনায় প্রয়াত দুই কিংবদন্তি হকি খেলোয়াড়ের পরিবারের পাশে কেন্দ্রে। করোনায় প্রয়াত দুই কিংবদন্তি হকি খেলোয়াড় রবীন্দ্র পাল সিং ও এম কে কৌশিকের পরিবারকে আর্থিক সহায়তাস্বরূপ পাঁচ লক্ষ টাকা দেওয়া হবে বলে বৃহস্পতিবার জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী কিরেণ রিজিজু।

গত শনিবার করোনা কেড়ে নিয়েছে ভারতীয় হকির দুই কিংবদন্তি রবীন্দ্র পাল সিং ও মহারাজ কৃষ্ণ কৌশিককে। দু'জনই মস্কো অলিম্পিকে সোনাজয়ী দলের সদস্য ছিলেন। কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী কিরেণ রিজিজু এ বার তাঁদের পরিবারকে আর্থিক সহায়তা করবেন বলে ঘোষণা করেছেন। বৃহস্পতিবার রিজিজু টুইটারে লেখেন, "করোনার জন্য আমরা হকির দুই কিংবদন্তিকেট হারিয়েছি। ভারতীয় ক্রীড়া ক্ষেত্রে এম কে কৌশিক জি এবং রবীন্দ্র পাল সিং জির অবদান সর্বদা স্মরণীয় হয়ে থাকবে। সহায়তাস্বরূপ, ক্রীড়া মন্ত্রণালয় কে শোকাহত পরিবারগুলিকে পাঁচ লাখ টাকা দেওয়া হচ্ছে। দুঃখের এই মুহূর্তে আমরা তাদের সাথে দাঁড়িয়েছি।"

১০০০তম ম্যাচে হেরে ইতালিয়ান ওপেন থেকে বিদায় নিলেন সেরেনা

রোম, ১৩ মে (হি.স.) : ইতালিয়ান ওপেনে অঘটন। জীবনের ১০০০ তম ম্যাচে পরাজিত হয়ে টুর্নামেন্ট থেকে বিদায় নিলেন আমেরিকান টেনিসের তারকা সেরেনা উইলিয়ামস। শুধু হারলেনই না, স্ট্রেট সেটে হারলেন তিনি। ৩৯ বছরের এই টেনিস তারকা হারলেন বিশ্ব ক্রমিক তালিকার ৪৪ নম্বরে থাকা আর্জেন্টিনার টেনিস তারকা নাদিয়া পোডোরোস্কার কাছে। মাত্র ২ ঘন্টাতেই শেষ হয়ে যায় সেরেনা উইলিয়ামসের এদিনের লড়াই। খেলার ফল ছিল ৭-৬(৮/৬), ৭-৫।

অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের সেমি ফাইনালে হারের পর, চলতি বছরে কোনও টুর্নামেন্ট অংশ নেননি সেরেনা। কামব্যাকের জন্য ইতালিয়ান ওপেনের মঞ্চই বেছে নিয়েছিলেন। সেই ম্যাচের দিকে সেরেনার ভক্তদের নজর ছিল। কিন্তু সেখানেও হোঁচট খেলেন সেরেনা। ভক্তদের মন ভাঙলেন টেনিস তারকা। ১ ঘণ্টা ৫৮ মিনিটের লড়াইয়ে স্ট্রেট সেটে সেরেনা হারলেন নাদিয়ার কাছে। এ দিনের ম্যাচে খেলার ফল ছিল ৭-৬ (৬), ৭-৫।

চারবারের রোম বিজেতা এবং ২৩ বারের গ্র্যান্ড স্লাম চ্যাম্পিয়নের এমন পারফরমেন্সে দেখে সকলেই মাথায় হাত দিয়েছেন। অস্ট্রেলিয়া ওপেনের সেমিফাইনালে হারের পর থেকে এই বছর কোর্টে নামেননি সেরেনা। ইতালিয়ান ওপেন ছিল সেরেনার কাছে প্রত্যাবর্তনের ম্যাচ।

টুর্নামেন্ট থেকে বিদায় নেওয়ার পর, চার বারের ইতালিয়ান ওপেন চ্যাম্পিয়ন সেরেনা বলেছেন, "প্রথম ম্যাচ ক্লে-তে খেলা খুব কঠিন।

এ দিন বেশ খেলেছিলাম, তবে আমি আরও ভালভাবে পারফরম্যান্স করতে পারি।" তিনি আরও বলেছেন, "সম্ভবত আমার আরও কয়েকটি ম্যাচ দরকার। আমার কোচ ও দলের সঙ্গে আলোচনা করতে হবে কোথায় ভুল হচ্ছে। আমি কয়েক মাস ধরে প্রশিক্ষণ নিচ্ছি। কিন্তু ক্লে-তে সম্পূর্ণ আলাদা অনুভূতি হল।"

টেনিসের রানিকে হারিয়ে উচ্ছসিত পোডোরোস্কা। ম্যাচের পর তিনি বলেছেন, "এটা আমার কাছে বিশেষ জয়। ও দুর্দান্ত অ্যাথলিট। ও আমাদের খেলার জন্য অনেক কিছু করেছে। এটা ইতিহাস।"

আইসিসি-র র‍্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষেই ভারত

কলকাতা, ১৩ মে (হি.স.) : আইসিসি-র র‍্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষেই ভারত। বৃহস্পতিবার প্রকাশিত তালিকায় ভারত ১২১ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে রয়েছে। মাত্র ১ পয়েন্ট কম (১২০) নিয়ে দুইয়ে রয়েছে নিউজিল্যান্ড।

অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ভারতের ২-১ এবং ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ৩-১ টেস্ট সিরিজ জয়ের কারণেই একে পৌঁছে গিয়েছিল ভারত। নিউজিল্যান্ড আবার ওয়েস্ট ইন্ডিজ এবং পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ২-০ টেস্ট সিরিজ জিতেছিল। যার জেরে তারাও দুইয়ে জায়গা করে নিয়েছে। আসলে ২০২০ সালের মে থেকে আয়োজিত প্রত্যেকটি ম্যাচের ১০০ শতাংশ এবং শেষ দু" বছরের ম্যাচগুলির ৫০ শতাংশ এই রেটিংয়ের আওতায় আনা হয়েছে। যার ভিত্তিতে ইংল্যান্ড এবং অস্ট্রেলিয়াকে টপকে প্রথম দু"টি স্থানের দখল নিয়েছে ভারত এবং নিউজিল্যান্ড। এই তালিকায় তিনে রয়েছে ইংল্যান্ড। চারে অস্ট্রেলিয়া। ২০১৭-১৮ সালের ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে অস্ট্রেলিয়ার ৪-০ জয়ের পয়েন্ট অবশ্য এই রেটিংয়ের আওতায় আসেনি। ইংল্যান্ড যে কারণে অস্ট্রেলিয়াকে টপকে তিনে উঠে এসেছে। পাকিস্তান জিম্বাবোয়েকে হারানোর কারণে ৩ পয়েন্ট পেয়েছে। তবে তারা পাঁচ নম্বরেই রয়ে গিয়েছে। আবার চলতি বছরে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ২-০ হারিয়েছে বাংলাদেশকে এবং শ্রীলঙ্কার সঙ্গে সিরিজ ০-০ ড্র করেছে। যার জেরে তারা আট থেকে এক লাফে ছ"নম্বরে উঠে এসেছে। ২০১৩ সালের পর এটাই তাদের সেরা র‍্যাঙ্কিং।

অবনতি হয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা এবং শ্রীলঙ্কার। তারা এক ধাপ করে নেমে গিয়েছে। দক্ষিণ আফ্রিকা এই নিয়ে দ্বিতীয় বার সাতে নেমে এল। বাংলাদেশ আবার পাঁচ পয়েন্ট হারালেও নবম স্থানেই রয়েছে। এদিকে জিম্বাবোয়ের আবার নয় পয়েন্ট যোগ হয়েছে। তাতেও তারা দশেই রয়ে গিয়েছে।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ফাইনাল ইস্তানবুল থেকে সরে গেল পোর্তোয়

নিঁয়, ১৩ মে (হি.স.) : করোনাভাইরাস সংক্রান্ত বিধিনিষেধের কারণে ইস্তানবুল থেকে ফের সরে গেল উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ফাইনাল। ইস্তানবুল থেকে সরে তা অনুষ্ঠিত হবে পর্তুগালের পোর্তো শহরে। বৃহস্পতিবার চূড়ান্ত সিলমোহর পড়ল। এফসি পোর্তোর হোমগ্রাউন্ড এস্তাদিও দো দ্রাগাও স্টেডিয়ামে আগামী ২৯মে অনুষ্ঠিত হবে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ মেগা ফাইনাল। প্রাথমিকভাবে ইস্তানবুল শহরের আতাতুর্ক স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল এই ম্যাচ। কিন্তু যুক্তরাজ্য সরকার তুরস্ককে এই মুহূর্তে লাল তালিকাভুক্ত করেছে। অর্থাৎ যুক্তরাজ্য এবং তুরস্কের কোনও বিমান এই মুহূর্তে একে অপরের সীমান্ত পেরিয়ে দেশে প্রবেশ করতে পারবে না। এদিকে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে হতে চলেছে 'অল-ইংল্যান্ড ফাইনাল'। স্বাভাবিকভাবেই ম্যাচ আয়োজনের পাশাপাশি সমর্থকদের স্টেডিয়ামে উপস্থিতির কথা ভেবে টানা দ্বিতীয়বার ইস্তানবুলে ফাইনাল অনুষ্ঠিত হওয়ার সম্ভাবনা ফিকে হচ্ছিল। উল্লেখ্য, গত মরশুমে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ফাইনালও কোভিডের কারণে ইস্তানবুল থেকে সরে লিসবনে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ২৯ মে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ফাইনালে মুখোমুখি হতে চলেছে ইংল্যান্ড ফুটবলের দুই পাওয়ার-হাউস ম্যাঞ্চেস্টার সিটি বনাম চেলসি।

করোনায় আক্রান্ত ভারতীয় ক্রিকেটার যুজবেন্দ্র চাহালের বাবা-মা

নয়াদিল্লি, ১৩ মে (হি.স.) : এবার করোনার শিকার হলেন ভারতীয় ক্রিকেটার যুজবেন্দ্র চাহালের বাবা-মা। চাহালের স্ত্রী ধনশ্রী ভর্মা ইনস্টাগ্রামে তাঁর শ্বশুর-শাশুড়ির করোনা আক্রান্তের খবর জানান। বৃহস্পতিবার ধনশ্রী ইন্সটাগ্রাম স্টোরিতে লেখেন, "আমার শ্বশুর-শাশুড়ি দু'জনেরই করোনার উপসর্গ ছিল। দু'জনের রিপোর্টই পজিটিভ। শ্বশুরমশাই হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন। বাড়িতেই শাশুড়ি মায়ের চিকিৎসা চলছে।"

ধনশ্রী আরও লেখেন, "আমি হাসপাতালে গিয়েছিলাম। সেখানে গিয়ে ভয়াবহ অবস্থা দেখলাম। আমরা সব ধরনের সতর্কতা মেনেই চলছিলাম। তাও ওঁরা আক্রান্ত হল। সকলে বাড়িতে থাকুন, সুরক্ষিত থাকার চেষ্টা করুন ও নিজের পরিবারের যত্ন নিন।" আইপিএলে জৈব সুরক্ষা বলয়ে চাহালের সঙ্গেই ছিলেন ধনশ্রী। সেইসময় তার মা ও ভাইয়েরও করোনা হয়েছিল। এখন তারা সুস্থ হয়ে উঠেছেন। তবে ধনশ্রী জানিয়েছেন, মারণ ভাইরাসের সঙ্গে লড়াইয়ে তিনি তাঁর কাকিমা ও কাকুকে হারিয়েছেন।

অবসর নিলেন ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের প্রাক্তন অধিনায়ক অ্যান্টোনিও ভ্যালেন্সিয়া

ম্যানচেস্টার, ১৩ মে (হি.স.) : ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের প্রাক্তন অধিনায়ক অ্যান্টোনিও ভ্যালেন্সিয়া দীর্ঘ কুড়ি বছরের ফুটবল জীবন থেকে অবসর নেওয়ার কথা ঘোষণা করলেন। ইকুউডরের তারকা ফুটবলার দুবার প্রিমিয়ার লিগ, এফ এ কাপ সহ বেশ কয়েকটি খেতাব জয়ে ক্লাবের হয়ে অবদান রয়েছে। ২০১১-১২ মরশুমে তিনি প্লেয়ার্স অফ প্লেয়ার নির্বাচিত হয়েছিলেন। গত ১৪ বছর ধরে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড হয়ে তিনি বিভিন্ন ম্যাচে দুরন্ত পারফরম্যান্সে ভ্যালেন্সিয়ার সমর্থকরা মুগ্ধ হয়েছেন। এদিন বিদায় বেলায় তিনি নিজের টুইটারে লিখেছেন, কিছু বছর পর আমি ইউরোপের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরতে বেরোবো, যেখানে আমি স্বপ্নও দেখি নি। প্রথমেই আমি স্পেনে খেলেছি এবং পরে ইংল্যান্ড। তাই ইংল্যান্ড আমার কাছে দ্বিতীয় ঘর বলে আমি মনে করি। ভগবানের অসীম কৃপায় আমি ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের ক্লাবের সঙ্গে যুক্ত হই। আমি কখনই ওই দিনগুলি ভুলবো না। কখনই ভুলবো না প্রতিটি গোল, প্রতিটি ট্রফি যার সঙ্গে আমার স্মৃতি জুড়ে রয়েছে।

CENTRAL SELECTION COMMITTEE-2021

Education (Higher) Department
Government of Tripura

EXTENSION OF LAST DATE OF DEEET-2021 ON LINE APPLICATION

This is for information of all concerned that at present COVID-19 pandemic is going on throughout the India in a high rise. Analysing the situation, the Central Selection Committee - 2021 have decided to extend the last date of online submission of application for Diploma Engineering Entrance Examination - 2021 (DEEET 2021). The decision is taken to make the application process convenient to all section of students of Tripura.

The extended last date of submission of online application for DEEET 2021 will be 31st May 2021 (31/05/2021).

Students going to appear Madhyamik Examination in 2021 from different Boards have to select "appearing/appeared" in the portal and in place of Roll NO. write "2021 appearing".

All other terms and condition as laid down by the CSC-2021 in the first 'Educational Notification' shall remain same.

Sd/- (Dr. Tirtharaj Sen, FIE)
Chairman, CSC-2021 &
Principal, Women's Polytechnic

ICA-D-161/21

SHORT NOTICE INVITING TENDER NO: EE-IED/UDP/11/2021-22 Dated: -11/ 05 /2021

Sl. NO	NAME OF THE WORK/DNIT No.	ESTIMATED COST (in ₹)	EARNEST MONEY (in ₹)	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR RECEIPT OF APPLICATION FOR ISSUE OF TENDER FORM	TIME AND DATE OF OPENING OF TENDER
1	DNIT NO:- EE-IED/UDP/2021-22/32	₹ 3,73,359.00	₹ 3,734.00	60 days	Up to 16.00 Hrs on 24/05/2021	At 15.00 Hrs on 25/05/2021
2	DNIT NO:- EE-IED/UDP/2021-22/33	₹ 3,73,375.00	₹ 3,734.00			
3	DNIT NO:- EE-IED/UDP/2021-22/34	₹ 3,73,359.00	₹ 3,734.00			
4	DNIT NO:- EE-IED/UDP/2021-22/35	₹ 3,83,022.00	₹ 3,830.00			

The tender documents are available for inspection in the office of the Executive Engineer, Internal Electrification Division, Udaipur, Gomati Tripura from 11.00 A.M. to 4.00 P.M. during office hours on all working days specified as above.

For and on behalf of the Governor of Tripura
(Er. BUDDHA JAMATIA)
Executive Engineer
Internal Electrification Division, PWD
Udaipur, Gomati Tripura.

ICA-C-568/2021-22

PRESS NIeT. NO. 26/EE/DWS/DIVNIUDP/2021-22 Dated 06105/2021

The Executive Engineer, DWS Division Udaipur, Gomati District, Tripura invites on behalf of the Governor of Tripura, single bid percentage rate e-tender from the approved and eligible Contractors / Firms / Agencies of appropriate class registered with PWD / TTAADC / MES / CPWD / Railway / P&T / Other State PWD / Central & State Sector undertaking and also having experience certificate (Not below the rank of Executive Engineer) to completed such type of works successfully with good credential certificates (along wdn work order copy) (for Sl No. 7 & 8) for the following works.

Sl. No.	Name of Work	Estimated Cost	Earnest Money
1	DNIeT. No. 130/EE/DWS/DIVN/UDP/2021-22	₹ 63,05,926.00	₹ 63,059.00
2	DNIeT. No. 131/EE/DWS/DIVN/UDP/2021-22.	₹ 63,05,926.00	₹ 63,059.00
3	DNIeT. No. 132/EE/DWS/DIVN/UDP/2021-22	₹ 63,05,926.00	₹ 63,059.00
4	DNIeT. No. 133/EE/DWS/DIVN/UDP/2021-22	₹ 20,85,871.00	₹ 20,859.00
5	DNIeT. No. 134/EE/DWS/DIVN/UDP/2021-22	₹ 20,85,871.00	₹ 20,859.00
6	DNIeT. No. 135/EE/DWS/DIVN/UDP/2021-22.	₹ 59,28,179.00	₹ 59,282.00
7	DNIeT. No. 136/EE/DWS/DIVN/UDP/2021-22.	₹ 17,67,306.00	₹ 17,673.00
8	DNIeT. No. 137/EE/DWS/DIVN/UDP/2021-22.	₹ 12,77,643.00	₹ 12,776.00

Last date and time for document downloading and bidding • Up lo 15 00 Hrs on **27.05-2021**
Place, Time and date of opening of online bid : O/o the Executive Engineer, DWS Division. Udaipur at 15.30 PM on **27.05.2021** if possible.
Details tender notices may be seen in the office of the Executive Engineer, DWS Division, Udaipur and office of the Assistant Engineer, DWS Sub-Division No- I/II, Udaipur/Kakraban/ Killa/Rig/Amarpur/Karbook/Ompi and the website **https://www.tripuratenders.gov.in**

(ER. D. CHAKMA)
Executive Engineer
DWS Division Udaipur
Gomati District, Tripura

ICA-C-575/2021-22

বৃহস্পতিবার দুপুরে একপশলা বৃষ্টিতেই রাজধানী আগরতলা শহরের বিভিন্ন পথ জলমগ্ন। ছবি নিজস্ব।

আগামী সপ্তাহ থেকেই ভারতের মিলবে রাশিয়ার ভ্যাকসিন স্পুটনিক ভি

নয়াদিল্লি, ১৩ মে (হি.স.) : আগামী সপ্তাহ থেকেই ভারতের মিলবে রাশিয়ার ভ্যাকসিন স্পুটনিক ভি। বৃহস্পতিবার নীতি আয়োগের সদস্য ভিকে পল (স্বাস্থ্য) জানান, ইতিমধ্যেই ভারতে স্পুটনিক ভি এসে পৌঁছেছে। আগামী সপ্তাহ থেকে টিকাকরণও শুরু হয়ে যাবে বলেই আশা রয়েছে। আপাতত যে পরিমাণ ভ্যাকসিন এসেছে তা দিয়ে প্রাথমিক ভাবে টিকাকরণ শুরু হলেও, আগামীদিনে রাশিয়া থেকে আরও ভ্যাকসিন আসছে।

বৃহস্পতিবার ভিকে পল বলেন, "আমি অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি আগামী সপ্তাহ থেকেই সম্ভবত রাশিয়ার ভ্যাকসিন স্পুটনিক ভি বাজারজাত করা যাবে। আপাতত খুবই অল্প সংখ্যক ডোজ রাশিয়া থেকে এসেছে। সেটাই আগামী সপ্তাহ থেকে দেওয়া শুরু হতে পারে।" একইসঙ্গে তিনি জানান, ভারতেও এবার তৈরি হবে স্পুটনিক ভি। জুলাইয়ের প্রথম থেকেই হয়ত টিকা তৈরির কাজ শুরু হবে।

এদিকে,আজই রাশিয়ার স্পুটনিক-ভি টিকাকে জরুরি ভিত্তিতে ভারতে ব্যবহার ছাড়পত্র দিলেন ড্রাগস কন্টোলার জেনারেল অফ ইন্ডিয়া (ডিজিসিআই) ভিজি সোমানি। বুধবারই বিশেষজ্ঞ কমিটির তরফে সুপারিশ করা হয়েছিল যে জরুরি ভিত্তিতে ভারতে ব্যবহারের অনুমোদন দেওয়ার জন্য রাশিয়ার টিকা সংক্রান্ত পর্যাপ্ত তথ্য আছে। তারপর চূড়ান্ত অনুমোদন পাওয়া কার্যত সময়ের অপেক্ষা ছিল। সেই পরিস্থিতিতে ৬০ তম দেশ হিসেবে রাশিয়ার টিকা ব্যবহারের অনুমতি দিল ভারত।উল্লেখ্য, গত বছর ১১ অগস্ট বিশ্বের করোনা টিকা হিসেবে অনুমোদন পেয়েছিল স্পুটনিক-ভি। রাশিয়ায় ব্যবহারের ছাড়পত্র মিলেছিল। ল্যান্সেট মেডিক্যাল ম্যাগাজিনে প্রকাশিত গবেষণাপত্র অনুযায়ী, করোনার বিরুদ্ধে রাশিয়ার টিকার ৯১.৬ শতাংশ কার্যকারিতা প্রমাণ হয়েছে। যা ৫০ টির বেশি দেশে গণটিকাকরণের ছাড়পত্র পেয়েছে। তারইমধ্যে ভারতে ৭৫০ মিলিয়ন ডোজ রাশিয়ান টিকা তৈরির জন্য চুক্তি স্বাক্ষর করেছে রাশিয়ান ডিরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট ফান্ড (আরডিআইএফ)।

পুণেতে অটোতেই অক্সিজেন সাপোর্ট হরিয়ানা মিনিবাস হয়ে গেল অ্যাম্বুল্যান্স !

পুণে ও চন্ডীগড়, ১৩ মে (হি.স.): করোনার বাড়বাড়ন্তের জন্য অ্যাম্বুল্যান্স পরিষেবা পাওয়া এখন ভাগ্যের ব্যাপার। কোভিড রোগীর সংখ্যা বাড়ার কারণে পর্যাপ্ত সংখ্যায় অ্যাম্বুল্যান্স অমিল। কোথাও আবার ভাড়া দিতে হচ্ছে মাত্রাতিরিক্ত। ব্যাপক চাহিদার জেরে অ্যাম্বুলেন্সের আকাল চতুর্দিকে। এই পরিস্থিতিতে মহারাষ্ট্রের পুণের কয়েকজন অটো চালক 'অটো অ্যাম্বুলেন্স' পরিষেবা চালু করলেন। করোনা-রোগীদের জন্য অটোতেই থাকছে অক্সিজেন সাপোর্ট। এই পরিষেবার নাম দেওয়া হয়েছে 'জুগাড় অ্যাম্বুলেন্স'। আপাতত মোট তিনটি অটো অক্সিজেন সাপোর্ট সিস্টেম নিয়ে ছুটে বেড়াচ্ছে পুণে শহরে। অটোর সংখ্যা আরও বাড়ানো হবে বলে জানিয়েছেন এই উদ্যোগের পথিকৃৎ কেশব শিরসাগর। তিনি বলেছেন, 'অটোতে থাকা অক্সিজেন সিলিন্ডার ৬-৭ ঘন্টা ধরে চলবে। হেল্পলাইন নম্বরের মাধ্যমে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারবেন রোগী ও তাঁদের পরিজনরা। রোগীদের কীভাবে অক্সিজেন দিতে হবে, সে বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে আমাদের চালকদের। তাঁরা নিজেরা সমস্ত ধরনের সতর্কতা অবলম্বন করেছেন। চিকিৎসকদের একটি টিমও রয়েছে আমাদের কাছে। করোনা-রোগীদের জন্য বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হল হরিয়ানায়। কয়েকটি মিনিবাসকেই অ্যাম্বুল্যান্সে রূপান্তরিত করা হল হরিয়ানায়। এখনও পর্যন্ত মোট ৫টি মিনিবাসকে অ্যাম্বুল্যান্স করা হয়েছে হরিয়ানার কারনাল ডিপোতে। পরে এই সংখ্যা আরও বাড়ানো হবে বলে জানিয়েছেন ডিপোর জেনারেল ম্যানেজার কুলদীপ সিং। তিনি জানান, ৫টি বাসের মধ্যে ৪টিতেই রয়েছে অক্সিজেনের সুবিধা। এছাড়াও রয়েছে পিপিই কিট, স্যানিটাইজার-সহ অন্য জিনিসপত্র। বাসগুলিতে আপাতত গ্রামীণ এলাকায় রাখা হবে। প্রয়োজন যেখানে হবে, সেখানেই পাঠিয়ে দেওয়া হবে।

এক ঘেয়েমি কাটাতে "ওয়ার্ক ফ্রম হোটেল" প্যাকেজ আনল আইআরসিটিসি

নয়াদিল্লি, ১৩ মে (হি.স.) : করোনা পরিস্থিতিতে এক ঘেয়েমি কাটাতে "ওয়ার্ক ফ্রম হোটেল" প্যাকেজ আনল আইআরসিটিসি। আপাতত কেরলে আইআরসিটিসির তরফে এই নয়া ব্যবস্থাপনা করা হয়েছে। যা বিভিন্ন ক্ষেত্রের কর্মীদের রোজনামচা থেকে একটু মুক্তির বাতাস দেবে। করোনা পরিস্থিতিতে সংক্রমণের আশঙ্কায় কর্মীদের ফের বাড়ি থেকে কাজ করতে বাধ্য করেছে। তবে বাড়ির চার দেওয়ালে বন্দি থাকতে চান না অনেকেই। সেই সমস্ত কর্মীদের জন্য বিশেষ সুবিধা আনছে ইন্ডিয়ান রেলওয়ে ক্যাটারিং অ্যান্ড ট্যুরিজম কর্পোরেশন। এ বার হোটেলে বসেও নিশ্চিত মনে করা যাবে কাজ, ভয় থাকবে না সংক্রমণেরও। আইআরসিটিসি-র তরফে আনা হয়েছে একটি বিশেষ "ওয়ার্ক ফ্রম হোটেল" প্যাকেজ, যা বিভিন্ন ক্ষেত্রের কর্মীদের রোজনামচা থেকে একটু মুক্তির বাতাস দেবে। আপাতত কেরলে আইআরসিটিসির তরফে এই নয়া ব্যবস্থাপনা করা হয়েছে।

আইআরসিটিসি -র তরফে প্রকাশিত বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, করোনা পরবর্তী সময়ে ফের বাড়ির বাইরে পা রাখার সাহস জোগানোর জন্যই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। তবে সংক্রমণের দ্বিতীয় ঢেউয়ে ফের একবার যখন ওয়ার্ক ফ্রম হোম সংস্কৃতিই ফিরে এসেছে, তখন নতুন ভাবে আনা হচ্ছে ওয়ার্ক ফ্রম হোটেল ব্যবস্থাপনা। আপাতত মুন্নার, থেক্কাডি, কুমারকম, মারারি, কোভালাম, ওয়েনাড ও কোচিতে এই সুবিধা পাওয়া যাবে। অন্যান্য রাজ্যেও এই ব্যবস্থাপনা আনা যায় কিনা, তার চেষ্টা চালাচ্ছে আইআরসিটিসি।

সংস্থার তরফে জানানো হয়, সমস্ত সুরক্ষা প্রোটোকল মেনে চলা হচ্ছে। অনলাইনের মাধ্যমে এই প্যাকেজ বুক করা যাবে। তবে বর্তমান করোনা পরিস্থিতির কারণে সাইট সিয়িং-র সুবিধা দেওয়া হচ্ছে না।

ভাসমান মৃতদেহ, কেন্দ্রকে নোটিশ জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের

কলকাতা, ১৩ মে (হি.স.) : গত কয়েকদিন ধরেই গঙ্গায় ভাসছে বেশ কিছু মৃতদেহ। মনে করা হচ্ছে, মৃতদেহগুলি করোনা ভাইরাসে আক্রান্তদের হতে পারে। উত্তরপ্রদেশের বাসিন্দাদের একাংশ মৃতদেহগুলির সৎকার না করে গঙ্গায় ভাসিয়ে দিয়েছেন। বিহারের গঙ্গায় এখন মৃতদেহ ভাসছে। বৃহস্পতিবার এব্যাপারে হস্তক্ষেপ করল জাতীয় মানবাধিকার কমিশন।

সূত্রের খবর, এদিন জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের তরফে নোটিশ পাঠানো হয়েছে উত্তরপ্রদেশ ও বিহার সরকারকে। এছাড়া নোটিশ পাঠানো হয়েছে কেন্দ্রকেও। ইতিমধ্যে বিহার ও উত্তরপ্রদেশের মুখ্যসচিবকে নোটিশ পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। নোটিশ পাঠানো হয়েছে কেন্দ্রের জলশক্তি মন্ত্রককেও। আগামী চার সপ্তাহের মধ্যে দুই রাজ্যের মুখ্যসচিব এবং জলশক্তি মন্ত্রককে নোটিশের উত্তর দিতে বলা হয়েছে।

গঙ্গায় ভাসমান মৃতদেহগুলি নিয়ে ইতিমধ্যে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের তরফে জানানো হয়েছে, যারা গঙ্গায় মৃতদেহগুলি ভাসিয়ে দিয়েছেন, অত্যন্ত গর্হিত কাজ করেছেন তাঁরা। এজন্য প্রশাসনের দিকে আঙুল তুলে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আরও বলেছে, প্রশাসনিক তৎপরতার অভাবেই এই অনভিপ্রেত কাজ হয়েছে। এর জেরে গঙ্গা দূষণ প্রতিরোধে জাতীয় প্রকল্পের গাইডলাইন লঙ্ঘন করা হয়েছে। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন প্রাথমিক তদন্তে গঙ্গায় ভাসমান মৃতদেহগুলি করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মৃতদের মনে করলেও এও জানিয়েছে, এই অনুমান যথাযথ নাও হতে পারে। তবে মৃতদেহগুলি করোনা আক্রান্তদের না হলেও এভাবে গঙ্গায় মৃতদেহ ভাসিয়ে দেওয়াটা বেআইনি। এজন্য প্রশাসনই দায়ী। কারণ জনসচেতনতা তৈরি করতে পারেনি প্রশাসন।

কৃষক সম্মান নিধির টাকা পেতে চলেছেন সাত লক্ষ কৃষক

নয়াদিল্লি, ১৩ মে (হি.স.) : অবশেষে কৃষক সম্মান নিধির টাকা পেতে চলেছেন রাজ্যের কৃষকরা। শুক্রবার রাজ্যের ৭ লক্ষ কৃষক এই যোজনার প্রথম কিস্তির ২,০০০ টাকা পেতে চলেছেন। এছাড়া দেশের প্রায় ৯ কোটি কৃষক একই সঙ্গে পাবেন এই টাকা। কেন্দ্রের তরফে জানানো হয়েছে, আগামীকাল কৃষক সম্মান নিধির ১৯,০০০ কোটি টাকা বণ্টন করবে কেন্দ্র। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এই টাকা রিলিজ করবেন। বেলা ১১টা নাগাদ কৃষকদের অ্যাকাউন্টে ঢুকবে এই টাকা।

রাজ্য সরকারের অসহযোগিতা সত্বেও পশ্চিমবঙ্গের প্রায় ৩০ লক্ষ কৃষক এই প্রকল্পের আওতায় নাম নথিভুক্ত করেছিলেন। কেন্দ্র — রাজ্য টানাপোড়েনের মধ্যে এই প্রকল্পে ৭ লক্ষ কৃষকের অ্যাকাউন্ট ভেরিফাই করতে পেরেছে রাজ্য সরকার। ক্ষমতায় এসে রাজ্যের কৃষকদের কৃষক সম্মান নিধি দেওয়ার জন্য আবেদন জানিয়ে চিঠিও লেখেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সপ্তাহ ঘুরতে না ঘুরতে সেই আবেদনে সাড়া দিয়ে টাকা পাঠাতে চলেছে কেন্দ্র। শুক্রবার সরাসরি এই টাকা ঢুকবে কৃষকদের অ্যাকাউন্টে। ফোনে টেক্সট মেসেজের মাধ্যমে পাওয়া যাবে টাকার ঢোকার বার্তা।

আজ খুশির ঈদ-উল-ফিতর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ মে।। রাত পোহালেই খুশির ঈদ। মুসলিম ধর্মাবলম্বীদের অন্যতম উৎসব। প্রতিটি মুসলিম ধর্মাবলম্বী একমাস রোজা পালনের পর খুশির ঈদে শামিল হবেন। কিন্তু করোনার কবলে পড়ে এবছর খুশির ঈদে কিছুটা ভাটার টান পরিলক্ষিত হচ্ছে।রাত পোহালেই ঈদ।কিন্তু বর্তমানে কোভিড পরিস্থিতির কারণে বাজারে চাহিদামত জিনিস পাওয়া যাচ্ছে না।ঈদের যে ধরনের সামগ্রি বিক্রি করা হয়ে থাকে এবছর বাজারের তা নেই বললেই চলে।

অন্যান্য বারের তুলনায় এইবার খুব খারাপ অবস্থা।আগের মতো ঈদের বাজার করতে আসেন না অনেকেই। বটতলা বাজারের ব্যবসায়ীরা জানান অন্যটা বছর ঈদের বাজারে ক্রেতাদের উপচেপড়া ভিড় পরিলক্ষিত হতো। এবছর ক্রেতাদের কোন ভিড় নেই। খুশির ঈদ উৎসব নিয়েও সংখ্যালঘু মুসলিম ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে তেমন কোনো উৎসাহ উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হচ্ছে না। একদিকে করোনা ভাইরাস সংক্রমণ জনিত পরিস্থিতিতে মানুষের কাছে টাকা পয়সার যোগান নেই। অন্যদিকে করোনা আতঙ্ক মানুষকে ভাবিয়ে তুলেছে। রাজধানী শহর এলাকার বেশ কিছু জয়গাকে করোণা ভাইরাসের বাড় বাড়ন্তের কারণে সিল করে

দেওয়া হয়েছে। সাধারণ মানুষ এখন নিজেদের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নিয়ে দুশ্চিন্তায় প্রহর গুনছেন।এই ভয়ংকর পরিস্থিতিতে এ বছরের ঈদ উৎসবের আনন্দ কার্যত ম্লান হয়ে যাচ্ছে। এরই প্রতিচ্ছবি পরিলক্ষিত হচ্ছে রাজধানী আগরতলা শহরের বিভিন্ন বাজার হাটে।প্রাকৃতিক বিপর্যয় সত্বেও মুসলিম ধর্মাবলম্বীর একমাস রোজা পালনের পর শুক্রবার ঈদের উৎসবে সামিল হবেন। তবে এ বছর অন্যান্য বছরের মতো জনসমাগম হবে না। সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখেই উৎসব পালন করবেন সংখ্যালঘু মুসলিম ধর্মাবলম্বীরা। প্রশাসনের তরফ থেকেও আবেদন জানানো হয়েছে।

পজিটিভিটি রেট ৮.৩৫ শতাংশ পাকিস্তানে কোভিডে ফের শতাধিক মৃত্যু

ইসলামাবাদ, ১৩ মে (হি.স.): পাকিস্তানে ফের বাড়ল করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা, দৈনিক মৃত্যুও শতাধিক। পাকিস্তানের স্বাস্থ্য দফতরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বুধবার সারাদিনে পাকিস্তানে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৩,২৬৫ জন, এই সময়ে পাকিস্তানে মৃত্যু হয়েছে ১২৬ জনের। ফলে পাকিস্তানে এযাবত করোনা কেড়ে নিয়েছে ১৯,৩৩৬ জনের প্রাণ এবং মোট আক্রান্তের সংখ্যা ৮ লক্ষ ৭০ হাজার ৭০৩ জন। ইতিমধ্যেই সুস্থ হয়েছেন ৭ লক্ষ ৭৬ হাজার ৩১৫ জন।

বৃহস্পতিবার পাকিস্তানের স্বাস্থ্য মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় পাকিস্তানে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৩,২৬৫ জন এবং মৃত্যু হয়েছে ১২৬ জনের। সবমিলিয়ে পাকিস্তানে এখনও পর্যন্ত আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ৮,৭০,৭০৩।

মধ্য অসমে 'বজ্রপাতে' মৃত্যু ২২টি বুনোহাতির, তদন্তের নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মার

নগাঁও (অসম), ১৩ মে (হি.স.) : মধ্য অসমের নগাঁও জেলার অন্তর্গত বড়মপুর বিধানসভা এলাকার বামুনি পাহাড়ে বজ্রপাতে ২২টি বুনোহাতির করুণ মৃত্যু হয়েছে। বজ্রপাতের ফলে একঝাঁক হাতির মৃত্যু হয়েছে বলে প্রাথমিক তদন্তের পর জানিয়েছেন বন দফতরের কর্তারা। এ ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করে বনমন্ত্রী পরিমল শুক্লবৈদ্যকে ঘটনাস্থলে গিয়ে হাতি-মৃত্যুর তদন্ত করে শীঘ্র রিপোর্ট দিতে নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। এছাড়া এক সঙ্গে ২২টি বুনোহাতির মৃত্যুর প্রকৃত রহস্য উদ্ঘাটন করতে রাজ্যের বন্যপ্রাণী ও পরিবেশপ্রেমীরা সরকারের কাছে দাবি জানিয়েছেন। ঘটনায় সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মহলে শোক ও চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার সকালের দিকে বামুনি পাহাড়ে কাঠখড় কুড়োতে গিয়ে বেশ কয়েকটি বুনোহাতির মৃতদেহ দেখেন গ্রামের কতিপয়। তাঁরা ছুটে এসে স্থানীয় জনতাকে এই চাঞ্চল্যকর খবর দেন। সঙ্গে সঙ্গে খবর দেওয়া নগাঁও জেলা বন দফতরকে। খবর পেয়ে ছুটে যান বন দফতরের পদস্থ আধিকারিকরা। তাঁরা পাহাড়ি জঙ্গলে প্রথমে একত্রে পাঁচটি এবং পরবর্তীতে তালাশি চালিয়ে এক এক করে কয়েকটি শাবক সহ ১৮টি এবং পরে আরও চারটি সহ মোট ২২টি মৃত হাতি উদ্ধার করেন। বন আধিকারিকদের ধারণা, গত দুদিনের বজ্রপাতে হাতিগুলির মৃত্যু হয়েছে। পাহাড় সংলগ্ন গ্রামের মানুষের উদ্ধৃতি দিয়ে তাঁরা জানান, গতকাল রাতে বামুনি পাহাড়ে হাতির আর্তনাদ তাঁরা শুনেছেন।

ঘটনার খবর পেয়ে বামুনি পাহাড়ে ছুটে গেছেন বড়মপুরের বিধায়ক জিতু গোস্বামী। তিনি এই ঘটনায় দুঃখ প্রকাশ করেছেন। বিধায়ক বলেন, পাহাড়ের অন্যত্র আরও মৃত হাতির দেহ পাওয়া যেতে পারে। আজ বিকেল পর্যন্ত ঘন ও দুর্গম পাহাড়ে ২২টি হাতির মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। আগামীকাল ফের অভিযান চালাবেন বনকর্মীরা। হাতি-মৃত্যুর কারণ বের করতে উচ্চস্তরীয় তদন্ত হবে, জানান জিতু গোস্বামী।

এদিকে বজ্রপাতে হাতিগুলির মৃত্যু হয়েছে বলে বন দফতর দাবি করলেও রাজ্যের প্রথমসারির জনৈক হস্তীবিশেষজ্ঞ বিজয়ানন্দ চৌধুরী মনে করেন হাতিগুলির মৃত্যু বজ্রপাতে সংঘটিত না-ও হতে পারে। হস্তীবিশেষজ্ঞ বিজয়ানন্দের ধারণা, এ ঘটনা খাদ্যে বিষক্রিয়াজনিত হওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে। কেননা, বজ্রপাতে যদি তাদের মৃত্যু হত তা হলে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে এই ২২ হাতির মৃত্যুদেহ উদ্ধার হত না। এক জায়গায় ১৪টি এবং বাকিগুলি অন্য দু-তিন জায়গায় উদ্ধার হয়েছে। এমতাবস্থায় হাতিগুলির মৃত্যু বজ্রপাতে হয়নি বলে তিনি মনে করেন, দাবি হাতি বিশেষজ্ঞ বিজয়ানন্দ চৌধুরীর। পাশাপাশি তিনি বলেন, সঠিক ময়নাতদন্ত হলে আসল রহস্য উদ্ঘাটন হবে। গতকাল রাতে হাতিগুলি ঠিক কোন স্থানে অবস্থান করছিল তা বের করে তদন্ত প্রক্রিয়া চালাতে তিনি বন দফতরের আধিকারিকদের পরামর্শ দিয়েছেন।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, গত দুদিন নগাঁও জেলার বিভিন্ন প্রান্তে বৃষ্টিপাতের সঙ্গে ঘন ঘন বজ্রপাত হয়েছে। এতগুলি হাতির মৃত্যুর কারণ বজ্রপাত বলেই একপ্রকার নিশ্চিত বন দফতরের শীর্ষ আধিকারিকরা। তাঁরা বলেছেন, গত বেশ কিছুদিন থেকে বামুনি পাহাড়ে ২০-২৫টি হাতির এক দল অবস্থান করছিল।

"হু" এবং এফডিএ-র অনুমোদন প্রাপ্ত যেকোনও টিকা ভারতে আমদানি করা যাবে, জানাল কেন্দ্র

নয়াদিল্লি, ১৩ মে (হি.স.) : করোনার বাড়বাড়ন্তের মাঝেই চাহিদা বেড়েছে টিকার। অভাব দেখা দিয়েছে ভ্যাকসিনের। এই আবহে বড় ঘোষণা করা হল কেন্দ্রের তরফে। বৃহস্পতিবার নীতি আয়োগের সদস্য ডঃ ভিকে পাল জানিয়ে দেন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বা মার্কিন সংস্থা এফডিএ-র অনুমোদন প্রাপ্ত যেকোনও টিকা ভারতে আমদানি করা যাবে। যার অর্থ, ভারতে এবার থেকে জনসন অ্যান্ড জনসন, ফাইজার, মডার্নার টিকা আমদানি করা যাবে। এবং এর জন্য আমদানির লাইসেন্সও আগামী ১-২ দিনের মধ্যে দেওয়া হবে বলে জানান ডঃ ভিকে পাল। এদিকে ডঃ ভিকে পাল এদিন আরও জানান যে রাশিয়া থেকে ভারতে এসে পৌঁছেছে স্পুটনিক ভি-এর প্রথম ব্যাচ। আগামী সপ্তাহ থেকেই বাজারে মিলবে রাশিয়ার এই টিকা। এদিকে জুলাই মাস থেকেই ভারতে ডঃ রেড্ডিস ফ্যাক্টরিতে উৎপাদিত হবে রাশিয়ার এই ভ্যাকসিন। ভারতে ১৫.৬ কোটি ডোজ উৎপাদন করা হবে বলে জানা যাচ্ছে।

উল্লেখ্য, বিভিন্ন রাজ্যে যখন কোভিড টিকার অভাব চরমে উঠেছে। এই আবহে বিদেশ থেকে টিকা আমদানি সংক্রান্ত এই বড় ঘোষণার ফলে টিকার অভাব মিটতে পারে বলে আশা করা হচ্ছে। এদিকে এই পরিস্থিতিতে ভ্যাকসিন নিয়ে কয়েকদিন আগেই আশার আলো দেখায় সেরাম ইনস্টিটিউট ও ভারত বায়োটেক। তারা আগামী চার মাসের টিকা উতাদন পরিকল্পনার কথা কেন্দ্রকে জানিয়েছে। সেই রিপোর্টেই জানানো হয়েছে, তারা আগস্টের মধ্যে যথাক্রমে সেরাম ১০ কোটি ও বায়োটেক ৭.৮ কোটি ডোজ তৈরি করবে।

কারডিফতে সক্রিয় পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৩ মে।। গোটা রাজ্যের রাজ্যবাসীকে করুণা মহামারী হাতে হাত থেকে রক্ষা করার জন্য রাজ্য সরকারের নির্দেশ অনুসারে তেলিয়ামুড়া শহরেও নাইট কার্ফু জোরদার করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার তেলিয়ামুড়া মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সোনা চরণ জমাতিয়া এর নেতৃত্বে পুলিশবাহিনীদের নিয়ে তেলিয়ামুড়া শহরের বিভিন্ন এলাকায় টহল দেওয়া হয়।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।